সাঁঝের-প্রদীপ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
এম্ এ, বিএস্ সি, এম্ বি।

দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্
—পুস্তক বিক্রেতা—
৪বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
১৩৩৮

মূল্য—১॥০ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত
উখরা (বর্দ্ধমান)

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যা
বাণী প্রেস
৩৩এ, মদনমিত্র লেন, কলিকাতা

নিবেদন

উখরা স্কুলে অধ্যয়নের সময় হইতে একটী দুইটী করিয়া বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন প্রকারের যে কবিতাগুলি জমা হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কতকগুলি ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র মত চিরগুপ্ত থাকিয়া গেল! যেগুলি বাকী ছিল সেগুলির দিকে চাহিয়া কণ্বের ন্যায় মনে হইল—"ইমে অপি প্রদেয়ে" সুতরাং "ন যুক্তমনয়ো স্তত্র গন্তুম্" ইহাদের আর অধিক দূর গিয়া কাজ নাই! দুষ্যন্তের দৃষ্টি হইতে ভগবান ইহাদের রক্ষা করুন!

"অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা!"

সম্প্রতি ইহাই মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি।

বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি কবিতা একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় ইহাদের সমাবেশ অনেকটা "বারোমেসে"—গাছের আমের মতোই হইয়া পড়িল। মুকুলে ফলে—কাঁচায়

ডাঁসায় একত্রে বর্ত্তমান! পাকেনি একটীও, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ—সমবেদনার অশ্রুজলে মধ্যে মধ্যে লবণাক্ত করিয়া লইলেই অখ্যাত কবির পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং কবিতাগুলিও অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইবে!

যে সমস্ত পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের সম্পাদিকা ও সম্পাদকগণকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার সামান্য কবিতা পাঠ করিয়া কবি-সার্ব্বভৌম শ্রীরবীন্দ্রনাথ, পরম শ্রদ্ধাস্পদ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহোদয়গণ যে উৎসাহ-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, আশা হয় তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে ও অনুপ্রাণনায় পরবর্ত্তী কবিতাসমূহ হয়তো অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য ও যোগ্যতর হইবে।

'কাঙাল' ও 'ভাঙাখেলার সাথী' নামক কবিতা দুইটী আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ৺ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রচিত হয়।

'রেবা'-শীর্ষক কবিতাটী সুহৃদ্বর Dr. S. C. Chowdhury LL. D Bar at law মহাশয়ের শিশুকন্যা 'রেবা'র নামে লিখিত।

"একচক্ষু" কবিতাটী 'একচক্ষু'র প্রতিই এক-চক্ষের কটাক্ষাঘাত!

"সোহিণী—মিহ্‌ওয়াল"—গুর্জ্জর দেশীয় একটী প্রচলিত আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। ইহার গল্পাংশ শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণের "বিচিত্রা"-য় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে ইহার প্রেরণা পাই তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কবিতাগুলি 'ধূপ' 'দীপ' এবং 'আরাত্রিক' এই তিন ভাগে প্রকৃতি, প্রেম, এবং ভক্তি পর্য্যায়ে শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আশা করি পাঠকবর্গের ইহাতে সুবিধা হইবে এবং রসোপভোগ হউক বা না হউক বারম্বার অসংলগ্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকার কবিতার রসভঙ্গের আঘাত হইতে তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি পাইবেন।

কবিতাগুলির সমষ্টির নাম প্রথমে 'দীপালী' দিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত নামে অন্য পুস্তক আছে অবগত হইয়া শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে ইহার "রাশিনাম" গোপন করিয়া প্রচ্ছদপটে ইহার নাম রাখিলাম 'সাঁঝের-প্রদীপ'। ইহা নিবাত নিশ্চল নহে—ইহা "নড়ে-চড়ে" বলিয়া নামটী সচল হইবে এইরূপ আশা করি—কারণ ঈর্ষালু দৃষ্টির বিরুদ্ধে স্মরণাতীত কাল হইতে সংগ্রাম করিয়া ইহার বীরত্ব 'ছড়া'য় এবং গাথায় বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে!

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয়

ভ্রম-সংশোধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শুদ্ধিপত্রখানি তাঁহার সাহায্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

বাকী যাহা ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল তাহার কিয়দংশ আমার নিজের এবং কিয়দংশ নকল-নবীশের। মুদ্রাকরের কোনও ত্রুটি নাই। বারংবার বাণীপ্রেস প্রুফসিট্ দেখিতে দিয়াছেন এবং কবিতার সন্নিবেশ-পর্য্যায়ে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে দিয়া আমার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা

১২৪।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৮।

মহালয়া।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

সূচীপত্র

আরাত্রিক।



শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৬	বাজী সম	বাজিসম
৪	২	ক্ষীনা	ক্ষীণা
৫	১৩	দুস্পর	দুস্পূর
৬	১১	তর্পন	তর্পণ
৭	১২	রঙ্গিনি	রঙ্গিণি
৯	২	শ্রাবন	শ্রাবণ
১১	১১	কিঙ্কিনী	কিঙ্কিণী
১৩	১৬	রাগিনী	রাগিণী
১৫	৯	যোগীবর	যোগিবর
১৮	১৪	লব্ধ	লুব্ধ
২০	১৯	যবনিক	যবনিকা
৩৫	১৬	চুম	চুম
৩৬	৬	বৈরাগিনী	বৈরাগিণী
৪০	১	পাখারা	পাখীরা
৪২	১	ধরেন	ধরে না
৪৭	৭	পূণ	পূর্ণ
৬৯	১৭	ভুলোকে	ভূলোকে
৮০	৬	শোনিতের	শোণিতের
১১০	৪	কিঙ্কিনী	কিঙ্কিণী

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০	৫	কঙ্কনে	কঙ্কণে
১১২	৯	তাম্বুল	তাম্বূল
১২৬	৩	কস্তুরী	কস্তূরী
১৮৯	৩	যবে	যাবে
২০১	১০	খূঁজে	খুঁজে
২০৩	২	লাবনি	লাবণি
২১৬	৪	সাক্ষরিয়া	স্বাক্ষরিয়া
২৯৩	পত্রাঙ্ক	২২৩	২৯৩
২৯৪	৪	শ্যামংনব	শ্যামং হে নব
”	”	তনুং	তনো
৩০৪	৯	স্ফূরণং	স্ফুরণং

আমার কবিতাখানি

আমার কবিতাখানি—
আমি লিখি নাই বন্ধু চন্দ্রালোক ছানি
মায়া-মন্ত্র-বলে,—কাব্য-কুহেলির জাল
কল্পনার তন্তু দিয়া ধরি দীর্ঘ-কাল
গাঁথিয়াছ তোমরা সকলে।
অকপটে
করি পূর্ণ কাব্য-কথা ভরি চিত্ত-তটে
শুনিয়াছ কল্লোল তাহার।
সযতনে
স্নেহ-প্রেম-মুগ্ধদৃষ্টি ভরি দু'নয়নে
চাহিয়াছ আঁকিয়াছ মর্ম্মর-প্রস্তরে
মর্ম্মের প্রচ্ছদ-পটে—শুভ্র শুভ-করে
তোমার স্মরণ-লেখা—
আঁকা-বাঁকা-রেখা
অনতি-প্রস্ফুট, যায়-কি-না-যায়-দেখা
বর্ণ-বোধহীন, তবু কত অর্থ-বোধ
কত সুধা পড়ে ঝরি—ব্যর্থ অবরোধ
অন্তরের শিলাস্তর ভেদি নির্ঝরিণী
ঝরে ঝর ঝর যেন স্বর্গ-মন্দাকিনী
মকরন্দভরা।

প্রথম কৈশোরে মোর
লুকোচুরি খেলা—হে বন্ধু বন্ধন-ডোর
বাঁধিয়াছে নিতান্ত একেলা নিরালায়
শুধু তোমাসনে।
খেলা-সুখে বেলা যায়
সন্ধ্যা আসে নেমে, গ্রাম-পথে থেমে যায়
ঘট-ভরা-শ্রমে পল্লী-বধূ-বালা ; ধীরে
গ্রীবাটী বাঁকায়ে শূন্য-পথে চায় ফিরে
সিক্ত পদচিহ্ন-পরে পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
নিরুপায় বারি-বিন্দু সরণির পরে
যাচিয়া শরণ ;—
লীলাভরে সচঞ্চল
তরঙ্গিত অঙ্গের লাবণি সুতরল
পুলক-প্লাবনে পরিপূর্ণ ঢল ঢল
যদি কভু অঙ্গ হ'তে স্খলিত অঞ্চল
উঠে দুলে। সিক্ত বস্ত্রে পদে পদে বাধা
চরণে নূপুর তাহে বাজে আধা আধা
সরমে সম্ভ্রমে !
বরষার ভরা-বানে
কানে-কানে প্রণয়ের মন্ত্র বহি আনে
শ্রাবণ-পূর্ণিমা-রাতি ধূপ-দীপ-আলো
শুভক্ষণে পুরোহিত মন্ত্র পড়ি ভালো

মিলাইল চারি চক্ষু।   এই বসুধার
সপ্তধারে বসুধারা ঝরে অনিবার
তৃষিতের পান-পাত্র পুরে।
অহর্নিশি
প্রাণে প্রাণে কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে মেশামিশি
প্রেমের কল্যাণ-ধারা পরিপ্লুত করি
গৃহ হ'তে পল্লী হ'তে গ্রাম পূর্ণ করি
ভেসে যায় দেশে দেশে।
বিশ্ব-ভারতীর
বিশ্বরূপে স্ব-স্বরূপ নাহি তল-তীর
আনন্দ-অম্বুধি শান্ত প্রশান্ত মূরতি
বাসনারে পূর্ণ করি—বৈরাগ্য বিরতি
পূর্ণাহুতি পায় পূর্ণ সুখে।
সূর্য্য উঠে
প্রাচী-মূলে প্রতীচীর দিগ্বলয়-পুটে
যায় ডুবে।   উঠে শশী পূর্ণিমা-প্রদোষে
চুরি করি রশ্মিজাল চিত্ত-পরিতোষে
কণ্ঠে পরি মালা।
শব্দে বর্ণে ছন্দে গীতে
ছায়া-রৌদ্র-জ্যোছনায় লীলা-লহরীতে
বেজে উঠে অন্তরের মঞ্জীর-গুঞ্জন
নৃত্যশীল চটুল চঞ্চল—কণ কণ

প্রেয়সীর লীলায়িত কাঁকণের মত—
তারি তালে তালে দুটী কথা মনোমত
ফুটে আধো আধো,—
শিশুর প্রয়াস সম
প্রকাশের আয়াস নিস্ফল – প্রিয়তম
তা'রে তুমি বোলোনা কবিতা ;
নর্ম্মভাষে
তুমি হও চাটুকার—আমি মরি ত্রাসে
আমি নাকি কবি কাব্যকর !
তারপর
ঊষাকাশে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় চিত্রকর
নানাবর্ণ আলিম্পন করি—মরি মরি
যে মাধুরী যায় ছড়াইয়া, ভরি ভরি
তাই মোর মানসের মসীপাত্র হ'তে
যদি কভু আনমনে পড়ে কোনোমতে
উপচি উছলি—শিশুর লেপন সম
প্রতি পত্রে ছত্র পাতি হে বান্ধব মম,
সে নহে কবিতা কভু লেখা মোর নয়
সে আলেখ্য তোমাদেরি চিত্র-পরিচয়
যাহা কিছু ভাল কিম্বা যাহা কিছু নয়
সব তোমাদেরি ; তাই মোর চিত্তময়
উঠে তোমাদেরি জয়-গান

এ পাষাণ-
—বক্ষ হ'তে বজ্রকীট করে খান খান
শালগ্রাম-সম শিলা-পিণ্ড পূজা পায়
তোমাদের করে তোমাদেরি প্রতিষ্ঠায়
দেবত্ব লভিয়া ;—পুষ্পকীট সম, শীর্ষে
উঠি দেবতার পুষ্প-সহবাসে ঈর্ষে
অজ্ঞ নর-নারী ;—
ক্ষুদ্র শকতি প্রসারি
"উদ্বাহু বামন"-সম পরশিতে নারি
কাব্যামৃতময় ফল।
নিয়ো বন্ধু নিয়ো
অর্চ্চনা এ রচনার আর কিছু দিয়ো
নভস্তলে নীলাঞ্চলা বিশ্বপ্রকৃতিরে
গঙ্গোদকে গঙ্গাপূজা করি গঙ্গাতীরে।

তিমিরের তীরে

তিমিরের তীরে তারকার আলো
আলেয়ার আলিপনা—
ক্ষণেক জ্বলিয়া যায় নিভাইয়া
আগুনের ফুলকণা।

উড়িবার আশা মিটিবার আগে
পুড়িবার আশা মিটে—
আলোয় কালোয় মিলাইয়া যায়
মিলন-পুণ্য-পীঠে।

ক্ষণিক দীপ্তি অসীম তৃপ্তি
অতল গভীর সুখে
হাসি না ফুরাতে ফুরায় জীবন
শিশির ফুলের মুখে।



প্রদীপের আত্মকথা

লাজে ভয়ে কম্পিত সতত
ক্ষীণ এই প্রদীপের শিখা
ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গের মত
শিলাবক্ষে সলিলের লিখা !

হে অতল, হে নিকষ-কালো,
অন্তহীন-অন্ধকার-মাঝে-
দিও স্থান নিও তা'র আলো
ভয়ে মরে ভেঙে পড়ে লাজে ।

রবি যবে চলে অস্তাচলে
শশাঙ্কের কলঙ্কের কথা
কানাকানি করে তারাদলে
নিশীথের বক্ষে বাজে ব্যথা ।

পৃথিবীর ক্ষুদ্র দীপখানি
মৃত্তিকার কোলের সন্তান
স্নেহাতুর দৃষ্টি হানি হানি
গাহে তা'র বেদনার গান।

হে শশাঙ্ক ! ষোড়শ-কলায়
পরিপূর্ণ আনন্দ-পূর্ণিমা
আলোকের ঘন বরষায়
নাহি তল নাহি তব সীমা।

কম্পমান প্রাণের শিখায়
ললাটের ধূমাঙ্কিত কালি
হাসিমুখে মরণ-মেলায়
জ্বালি মোরা স্তিমিত দীপালী

মুখে অগ্নি, শয্যা মোর চিতা,
তিলে তিলে দগ্ধ করি প্রাণ
কৃষ্ণশিখা-অগ্নি-সহমৃতা-
স্বাহা-মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দান।

চক্ষু যেথা দৃষ্টি সেথা নাই,
দৃষ্টি যেথা চক্ষু নাহি চলে,
বিধাতারে বেদনা জানাই—
জুড়াবার নহে অশ্রুজলে !



ধূপ

নিবেদন

নিখিল-কবি-সভার মাঝে
যেথায় রবি-চন্দ্র-তারা
নিত্য আলো বিতরে পুলকিত,

নবীন নব অর্থভরা
ললিত-মধু-ঝঙ্কারে
নিত্য মধু বরষে হরষিত,

অর্থহীন সঙ্গীতেরে
ক্ষমিয়ো মহা মহীয়ান,
ক্ষমিয়ো তা'র ব্যর্থ দীন ভাষা,

সংখ্যাহীন লক্ষ কোটী
অসংখ্যের মাঝখানে
দিয়োগো তা'রে অধমতম বাসা।

———

আমন্ত্রণ

পাঠ কর মোরে, বন্ধু—
পান কর মোরে
অর্থ লাগি মিথ্যা খোঁজা খুঁজি।

অধরে অমৃত সিক্ত
করি লহ মোরে
অর্থহীন ছন্দ সোজাসুজি।

উদার অন্তরে তব
একান্ত মিশিয়া রব
সেই মোর পরম নির্ব্বাণ—

ভাষা মোর, ভাষ্য তব,
মনে যাহা উঠে কব
মোর কণ্ঠে শুনিবে কি গান?

———

পহেলি

—০—

আল্‌গা বীণা
সুর জানি না
নাই কো বাঁধা তার
অঙ্গুলিতে—আপনি উঠে—আরণ্য ঝঙ্কার।
নৃত্য গীতের মুগ্ধ সুখে
সাধ জাগে যে শিশুর বুকে
তারি আকাঙ্ক্ষায়
অঙ্গ ভঙ্গে—নানান্ রঙ্গে—অনন্ত নিষ্ঠায়—
জংলা রাগে—
ছন্দ লাগে,—
নানান্ তর ঢঙ—
কেউ বা বলে সঙ্!
তবুও সে—
চিত্ত তোষে—
নৃত্য গীতে—বাজায় ডড ডঙ্।
এম্‌নি তর অমিল দিয়ে
অ-সুর অসচ্ছন্দ নিয়ে
এসেছে আজ কবি—
নেইক ভাষা নেইক আশা
চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা
অপূর্ব্ব সে ছবি।

———

বিশ্বে বিরহ

প্রথম নয়ন মেলি চাহিতে আকাশ পানে
দেখিনু সে নীলাঞ্চল খানি
বিছায়ে বিশ্বের গায় শূন্য দৃষ্টি কারে চায়
বিরহিণী ; তাহারে না জানি।
নিতি সে সকালে সাঁঝে সাজে অভিনব সাজে
নয়নে নূতন রাগ মাখি
নীলাম্বরে সীমাহারা ফুটে রবি-শশি-তারা
কভু ইন্দ্র ধনু রেখা আঁকি ;
কভু নয়নের বারি নিবারিতে নাহি পারি
উথলি বরষা বারি ঝরে
রক্ত পীত বর্ণমালা পলাশ চম্পক ঢালা
পুষ্প সম ফুটে থরে থরে।
ঊষসীর বর্ণে লেখা পূর্ব্বরাগ রক্ত রেখা
দীপ্তপ্রেম দগ্ধ দ্বিপ্রহরে
স্বর্ণরশ্মি অনুরাগে সায়াহ্ন গগনে জাগে
সূর্য্য ডুবে যায় অগোচরে।
সীমান্তের পর পারে খদ্যোত খধূপ হারে
সাজি কোথা চলে অভিসারে
সীমন্তের ইন্দুরেখা যায় কিনা যায় দেখা
অনন্তের অসীম আঁধারে।

অভিনেত্রী

অভিনেত্রী,
নেত্রে তব পদ্ম পাতা ভরা জলে করে ঢল ঢল
রাতুল চরণ দুটি কী লাগিয়া স্পর্শে ধরাতল
কঠিন শীতল ?

বুঝি ধরিত্রীর শ্যামল সম্পদ
রক্ত পদতলে তব বিছাইয়া রচে মস্‌নদ
নব দুর্ব্বাদল দলে সুদুর্ব্বার অনুনয় ছলে
সুকোমল তূলাসম তুলাহীন সবুজ মখ্‌মলে,
পদক্ষেপ তলে।

প্রতি পলে পলে জীবনে মরণে
স্বাগত-প্রেমিক-প্রাণ যায় বিকাইয়া বিনাপণে ;
অতুল-বৈভব ধরি দেয় উপহার অর্ঘ্য-সম
দুটি পায় অঞ্জলি ভরিয়া যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতম
প্রেষ্ঠতম নৈবেদ্য পূজার।

ওই দুটি অনুপম
চটুল নেত্রের অপাঙ্গ বীক্ষণে, যজ্ঞ বাজীসম
তব যুগলাশ্ব ধায়, জয় করি, দিগ্বিদিক ভরি
চারণ কবির কণ্ঠে জয়গান আপনি গুঞ্জরি ;

দৃষ্টি দিগ্বিজয়ে বালা আজি তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিহীনা
নবীন যৌবনা,—যৌবনেরে বাঁধিয়াছ সূক্ষ্মক্ষীনা
রেশ্মিকায় আঁটি যুদ্ধ বেশে।

নেত্রে দীপ্ত-বর্ত্তিকার
শীতাতপ রশ্মিধারা যুগপৎ ঝরে বরষার
বৃষ্টি রৌদ্র সম,—সমকালে আনন্দ বিস্ময়!
দক্ষিণে দাক্ষিণ্য তব প্রেমিকের আনন্দ নিলয়
স্নিগ্ধ দৃষ্টিখানি ;—তবু বামে বামা নহ তুমি বামা
বাম-দৃষ্টি করে সৃষ্টি সবিস্ময়-নেত্র-অভিরামা—
—অভিনয়-মূর্ত্তি তব সর্ব্ব-কাম-রূপা দর্শকের
সার্থক-দর্শনে লীলায়িত-রূপ-বহ্নি-তরঙ্গের
অপূর্ব্ব-হিল্লোল ;—অঙ্গে অঙ্গে কত রঙ্গ-ভঙ্গিমায়
ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে চমকি ঝলকি পড়ে পায়
নূপুরনিক্কণধ্বনি শ্রবণান্তরালে অনন্তের
সান্তমূর্ত্তি সুধাসিন্ধু উলসি বিলসি ;

বসন্তের
মূর্ত্তিমতী রাণী, বরষার ভরা মেঘ, শরতের
শ্যামলিমা, মুকুতার কণা হিমবিন্দু হেমন্তের
গলিত নীহার মালা,

নীহারিকা, তুমি শিশিরের
হিমার্ত্ত নিশার সুখোষ্ণ পশ্‌মিনা ;

তুমি মরতের
সকল বিত্তের সার প্রশস্তির নৃপাংশ লভিয়া
রাজলক্ষ্মী সমা।

দীর্ঘ সাধনার কৃচ্ছ্র সমাপিয়া
সিদ্ধকাম তুমি কলাবতী।

নিখিলের মন প্রাণে
উঠে প্রতিধ্বনি আপনা আপনি মুগ্ধ স্তব গানে ;
সঞ্চারিলে দ্বিগুণ বিস্ময় শ্রবণ নয়ন ভরি
হে কৌতুকময়ি,—যবে হাস্য লাস্য লয় তান মরি
মিলাইল নৃত্যগীতে গানে গুঞ্জরণে।

লীলাময়ি
অমৃত মন্থন করি বারংবার কে গো তুমি অয়ি
পরিবেশি নিখিলের অনন্ত তুষ্প র ক্ষুধাগ্নির
শিখাশীর্ষে পূর্ণাহুতি আজ্যধারা ঢালি রিক্তনীর
মেঘসম বরষার শেষে অনন্তের অন্ধকারে
ধীর পদক্ষেপে যাও চলি নিঃশেষিয়া আপনারে
ডালি দিয়া ;—

ঢালি দিয়া সুরভিত সুষমার ভার
সদ্যমুক্ত-আবরণ কুসুমের মত আপনার
মধুর-সঞ্চয়,—

ঝরে পড় সর্ব্বহারা দিবাশেষে
যৌবন প্রদোষে দলিত কুসুম !
মৃন্ময়ীর বেশে
অর্চ্চনার ফুলরাশি ফিরাইয়া দিয়া অবশেষে
বিসর্জ্জন লও বরি অপসরি কল্পনার দেশে,
স্মৃতির সরসী জলে বিকশিত তামরস খানি
বিশ্ব বাসনার বর্ণে অনুরাগ-রক্তরেখা টানি
জাগ্রত নয়ন তটে ;—সূর্য্য পানে চাহি সযতনে
আনন্দ-নন্দন-সুধা-ধারা-বরষণে,—মনে মনে
মাগি লও দাবদগ্ধ-তৃষাতুর-মানবের তরে
পূর্ণ-মনস্কামনার পরম-তর্পন।
প্রতি ঘরে
তব আশীর্ব্বাদে, দেবি, সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ;
প্রাণভ'রে
দগ্ধ করি প্রাণমন ধূপবর্ত্তি সম তিলে তিলে
তুমি দিলে পবিত্রতা পতিব্রতা ব্রত শিখাইলে
আপনি কলঙ্ক নিলে, শুচিস্মিতে, আপনি যাচিয়া
আপনার হৃদিরক্তে সীমন্তে সিন্দূর পরাইয়া
আপনারে অর্দ্ধনগ্ন করি সাজাইলে আবরণে
কুলবধূটিরে, পাঞ্চালীর মত, করি প্রাণপণে
অতিথি-সৎকার ; সখা তব শ্রীমধুসূদন
সাজি তাই বস্ত্ররূপে লাজ তব করেন গোপন,

দুঃশাসন টানে বস্ত্র পঞ্চজন দশনেত্রে চাহে
ঊর্দ্ধনেত্রে ঝরে জল অবিরল গলিত প্রবাহে
কলঙ্ক ভঞ্জন তব যুগে যুগে করে নারায়ণ
ছিদ্র ঘটে রুদ্ধ রহে বারি, কভু দিয়া শ্রীচরণ
পাষাণ প্রতিমা পরে সমাদরে দেন বুঝাইয়া
যারে চাহে নর তারে দেবরাজ শ্রেষ্ঠ পূজা দিয়া
চাহে দেবী রূপে।
কভু অগ্নি দাহে বক্ষ ভরি ভরি
দগ্ধ কর পিশিতের পুত্তলিরে ভস্মস্তূপ করি
লালসার শ্মশান বিলাসে পূর্ণ হয় ধ্বংসলীলা
ওতপ্রোত প্রেমধারা তার মাঝে বহে অন্তঃশীলা
দেহ তব, হে রঙ্গিনি, রঙ্গালয়ে করে অভিনয়
প্রাণতব, হে কল্যাণি, নিখিলের অন্তঃপুরে রয়।

স্বর্ণ-মৃগ

ওগো সুন্দর, নয়নে আমার
বুলাইয়া দিলে প্রেমের তূলি
দ্যুলোকে ভূলোকে সকলি আমার
গৌরবে হিয়া উঠিল দুলি ।

গিরি কান্তার কাননে তোমার
বিপুল বিশাল ভুবন তলে
ফেনিলোচ্ছল সাগরে তোমার
আমার নয়ন ভুলালে ছলে ।

কোমল কুসুম বল্লরী ভরি
পুলকিত প্রাণ উঠিল ফুটি
শিথিল শেফালি পড়ে ঝরি ঝরি
বকুল বিথার চরণে লুটি ।

বাঁশরী বাজিল বেণু বনে বনে
উত্তরীখানি উড়িল বায়
নৃত্য চপল কল গুঞ্জনে
তটিনী নাচিয়া নাচিয়া যায় ।

আজি কি আশার স্বর্ণ হরিণী
চকিত নয়নে চমক ভরা
থামিল নূপুর পায়ে রিণিঝিনি
পিঞ্জরে মোর পড়িল ধরা !

ঋতুলক্ষ্মী

ছায়ায় মায়ায় লুকায়ে আমায় স্থগোপন ছায়া পথে
ভুবনে ভরিয়া পুলক প্লাবন ধৌত শ্রাবন রথে
কী বারতা মোরে কহিবার তরে
নয়ন রাখিলে নয়নের পরে
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে বাসনার সোনা গলে পড়ে পথে পথে
স্থনিবিড় নীল বসন শিথিল সম্বরি কোনো মতে।

বিমরি গুমরি কাঁদে মরি মরি তব অলকের গন্ধ
তিমিরের তীরে চলি ধীরে ধীরে দুনয়ন আজি অন্ধ
শরতের শ্যাম তৃণ দলে দলে
আসন পাতিয়া তব পদতলে
মাতিয়া উঠিল গগনের নীল নাচিয়া উঠিল ছন্দ
ঝরা শেফালির ভরা দীপালির হাসি মানিল না বন্ধ।

বরষার শেষে আশ্বিনে এসে সবুজ সোনালি ধানে
দিগন্ত দূর করি ভারাতুর কী বারতা বহি আনে
শ্রবণে নয়নে সঙ্গীতে রূপে
পরাণ ভরিয়া এলে চুপে চুপে
বহে ঝর ঝর রস নির্ঝর কোনো বাধা নাহি মানে
গাহে ফুলদল আঁখি ছলছল হিম-গদগদ-প্রাণে।

হিম কুহেলির ধূম্র নিবিড় ঘন কুন্তল জালে
স্খলিতাঞ্চলে কনক কান্তি ফুটিল অন্তরালে
চির পরিচিতে আজ নাহি চিনি
দূর অতীতের পরিচয় জিনি
নূপুরে অলকে আঁখির পলকে মনের মোহের জালে
আশাবরী ভরি উঠিল আশায় বেলা-যায়-যায়-কালে।

ফাল্গুনে যবে ফুল বনে বনে বনদেবী গাঁথে মালা
কপোল ধূসর কুসুম পরাগে আঁখি অনুরাগে ঢালা
মস্তক হ'তে পদ পল্লব
পুলকে কাঁপিল থর থর সব
সরে না বচন কাঁপে ক্ষণে ক্ষণ অধর অমিয়া ঢালা
সজল-কাজল-রস-বিহ্বল-নয়নে বিজলী মালা।

বরষের শেষে আসিল বরষ নবীন হরষ ভরা
কত না ফুলের সফল ভারের পুলকে পাগল ধরা
আমের মুকুলে মধুকর কুল
কোকিলের সাথে গাহে বুলবুল
তব অভিসার মাধবী নিশার সুধায় শিশিরে ভরা
বিদায়ের ক্ষণে নয়নে নয়নে রূপালি হাস্য ঝরা।

এমনি আমারে কত বারে বারে নয়নের আহ্বানে
আসিয়া নিকটে শ্রবণের তটে কতো বিচিত্র গানে
কখনো মৌন মুখর অধর
পীবর বক্ষ কভু থর থর
কখনো নয়ন জলে ভর ভর জানিনা কী অভিমানে
কী বারতা তব ওগো অভিনব বেদনা জাগায় প্রাণে ?

ওগো মরমের দরদী আমার প্রাণের মানসী প্রিয়া
কী তোমারে দিব কি দিয়া তুষিব খুসিতে ভরিবে হিয়া
তব নয়নের শুভ দরশন
তব চরণের নূপুর রণন
তব মেখলার মৃদু কিঙ্কিনী-ঝঙ্কার চয়নিয়া—
মন্থর তালে মৃদু বৈখরী ফুটিল কণ্ঠ দিয়া।



পসরা

"চাই প্রেম, চাই— নিকষিত হেম,
নিখচিত মণি রতনে,—
ওগো তোদের লাগিয়া এনেছি মাগিয়া
কে নিবি মনের মতনে ;

কার নয়নের আলো গিয়াছে নিভিয়া
হারান রতনে খুঁজিয়া
আয় খুঁজে দিব তোর প্রাণ মন চোর
প্রেমের পলিতা জ্বালিয়া ;

প্রেমের হরষে প্রেমের পরশে
দোতুল প্রেমের বাতাসে
প্রণয়ের কলি ফুটাইবে অলি
মজিবি সোহাগ বিলাসে।

ওগো চাই প্রেম, প্রেম চাই, প্রেম
ফিরি করি ফিরি তুয়ারে
কে আছ একাকী একা যাই ডাকি
চিনে লও প্রিয় প্রিয়ারে ;

করাঘাত করি, দ্বারে দ্বারে ধরি
সুপ্ত হৃদয় আজিও,—
দখিনা পবনে কুঞ্জ ভবনে
ফুটেছে কুসুম রাজিও ;

বয়ে যায় বেলা কেমনে একেলা
বাঁচিবি নায়ক নায়িকা
ঐ তরুশাখা পরে বিহ্বল স্বরে
কাঁদিয়া উঠিল সারিকা ;

বিরহ বিধুর সুকরুণ সুর
কোকিল ডাকিছে বধূরে,—
কও কথা কও কথা কও বধু
চরণে আগত বঁধুরে ;

এ শুভ লগন সুপ্তি মগন
বয়ে যায় মধু চাঁদিনী,—
তোদের লাগিয়া ধরিনু কাঁদিয়া
বাঁশীতে বেহাগ রাগিনী ;

কে জাগিছ যোগী পরাণ নিয়োগী
গোপনে পূজিছ পিণাকী,—
কে আছ বিয়োগী ওগো প্রেম-যোগী
জাগিয়া রয়েছ একাকী,—

সাধনায় তপে শিশিরে আতপে
লাবণি পড়িছে ঝরিয়া,—
এনেছি হেমের পসরা প্রেমের
পরশ রতন ভরিয়া।"

সাড়া নাহি দিল মৌন রহিল
কিশোর কনক অঙ্গ,—
প্রেমের পসারী গেল চলে ধীরি
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।

তারি পিছু পিছু আঁখি দুটী নীচু
আসিলা কিশোরী বালিকা,—
রূপে ঢল ঢল শতদল দল
পসরায় ফুল মালিকা।

মুখে নাহি কথা হৃদয়ের ব্যথা
শুক তারা সম নয়নে--
উঠিয়াছে ফুটি পড়িয়াছে লুটি
এলো-কেশ-পাশ চরণে

"কি আছে তোমার হবে কি আমার
বিনিময়ে তার মূল্য ?"
শুধাইল যোগী,— বিলাস বিয়োগী,
"কি আছে তোমার তুল্য ?"

ধীরে কয় বালা তুলি ফুল মালা
রাখিয়া তাহার চরণে
"প্রেম নাহি মোর নাহি কিছু মোর
আনিয়াছি শুধু যতনে।

প্রেমের বেদন করি নিবেদন
হে পূজারী তব চরণে
প্রেম পাব কোথা দৈন্যের ব্যথা
ভরিয়া উঠেছে নয়নে"

ধরি দুটী কর কহে যোগীবর
"হে বালিকা তুমি আমারি—
এ পূজার ঘরে রহ চিরতরে
দেবতা তোমারি ভিখারী—

* * * *

* * *

* *

—প্রেমের বিলাস প্রেমের বিভব
প্রেম সম্পদ ছাড়িয়াছি সব
প্রেমের বেদনা করি আরাধনা
নিভৃতে গভীর গোপনে
তুমি এলে বালা মুরতি ধরিয়া
তাপসী আমার হৃদয় মথিয়া
যুগে যুগে তুমি মানসী আমার
মুগ্ধ মানস নয়নে।
হেরি অপরূপ ওরূপ কান্তি
নয়নে তোমার অসীম শান্তি
রিক্ত তোমার আভরণ হীন
পূত পরম মহিমা
জীবন মরণ করিলে হরণ
ফলিয়া উঠিলে সোনার স্বপন
নয়নে ভরিয়া উঠিল তোমার
প্রেমের গভীর গরিমা।”



অনামিকা

নীলাকাশে ভাসে ইন্দুরেখা ; তারাবলী
চাহে মিটি মিটি।
ধীরে ধীরে ঢল ঢলি
কূলে কূলে ভরা পূর্ণ-যৌবনার মত
অলস আবেশে, আঁখিদুটি অবনত
স্নিগ্ধ শান্ত অচপল-গতি, স্রোতস্বিনী
চলে হাসি হাসি যেন পথ চিনি চিনি
চলিয়াছে স্বর্গনটী ক্ষীণ চন্দ্রালোকে
পৃথিবীর পানে।
পলে পলে সুখে শোকে
পুলকে পীড়নে আগমন-বিদায়ের
উৎসবে বিষাদে অনুরাগ-বিরাগের
অভিনয় শেষে শান্ত শিষ্ট বসুমতী
দিবসের চাপল্যের শেষে শিশুমতি
কিশোরীর প্রায়। ক্লান্ত নিমীলিত আঁখি
সুষুপ্তির ভারে, এলাইয়া দেয় রাখি
নিবিড় কুন্তল দাম মৃদু সন্ধ্যা-বায়
ধীরে বহে দীর্ঘশ্বাস দোদুল দোলায়

বক্ষ তা'রি তালে তালে ;   কভু ঘুম-ঘোরে
আনমনে লাজে ভয়ে   যায় স'রে স'রে
ফুলশয্যা-রজনীর প্রথম পরশে
বালিকা-বধূর মত ।

কভু পড়ে খ'সে
ছিন্ন-গ্রন্থি কুসুমের মত তারাখানি
মালা হতে ঝ'রে পড়া অনাদর মানি
উদাস বিরাগে ।

স্মরণের নির্য্যাতনে
বৈরাগ্যের বহির্ব্বাস সম সযতনে
বিস্মৃতির মোহ-আবরণ দেয় টানি
সমাদরে সর্ব্বগায়,   দূরে যায় গ্লানি,—
ফিরে যায় নারী নর   আপন কুলায়
একান্ত-আশ্রয়-লব্ধ   পাখীটির প্রায়
ঝঞ্ঝাবাত-ক্ষুব্ধ দিবাশেষে ।

সূর্য্য আসি
তমস্বিনী রজনীর অন্ধকার নাশি
পূর্ব্বাকাশ-পটে যবে চারু চিত্র-লেখা
যায় আঁকি আঁকি   রক্ত-পীত-রশ্মি-রেখা
দূর দিগ্বলয়ে,—গিরিশীর্ষ নদী বৃক্ষ
উপত্যকা শ্যাম সমতল,—অন্তরীক্ষ

আলোক-উজ্জ্বল নীল-স্বচ্ছ-সিন্ধু-সম
হেরি মনে হয় দিবালোক যেন মম
নয়নের আলো,—
রাত্রি যেন দস্যু-রূপে
নিসর্গের সকল সম্পদ চুপে চুপে
নিত্য লয় কাড়ি।
যবে ডুবে যায় রবি
মিলাইয়া যায় আলো শ্যাম স্নিগ্ধ ছবি
সন্ধ্যা আসে শ্রান্ত-আঁখি দূর-দৃষ্টি-হারা
নীলাঞ্চলে বাঁধা শশী সংখ্যাহীন তারা
উঠে ফুটি পুষ্পসম,—
ভাবি মনে মনে
এই নীল এই মণি-মণ্ডিত-গগনে
কে লুকায় দিবালোকে ? রৌদ্র-অন্ধ-আঁখি
হ'তে দৃষ্টি লয় কাড়ি ;
শুধাইলে ডাকি—
নিরুত্তর প্রতিধ্বনি শুধু আসে ফিরে।
দিবস লুকায় আধা রৌদ্রালোকে ঘিরে,—
লুপ্তদৃষ্টি ঝলসিত আঁখি হীন-বল
তারা-ভরা-নীলাকাশ দেখেনা বিহ্বল
আলোক-প্লাবনে,—

রজনী লুকায় আধা
ছায়ায় মায়ায় ঘিরে মিথ্যা তারে সাধা
উদয়াস্ত-গগনের ফাগুয়ার মেলা
প্রজাপতি-পক্ষ-পুটে ইন্দ্রধনু-খেলা
শিখীর কলাপে পারাবত-কণ্ঠ-তটে
প্রতি কীট পতঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে রটে
সেই বর্ণ চিত্রকলা রাত্রি পাবে কোথা
শুধু নীল মণিগর্ভ রত্নাকর হোথা
আলোকের পারে।

হারাইয়া যায় মন
দিশাহারা তমসার অসীম প্লাবন
ঊর্দ্ধে নিম্নে দশ দিকে শুধু দুই দিক
এক আমি আর অনামিকা অনিমিখ
আঁখি পরে আঁখি রাখি আঁখি দৃষ্টি হারা
শুধু চাওয়া দেখা নাহি পাওয়া,—

আমি-হারা
আমি-ছাড়া আর যাহা-কিছু অনামিকা
আছে পূর্ণ করি।

রজনীর যবনিক
অন্তরালে অনাদি-গোপন, হে অসীমা—
কৃষ্ণ-তনু-প্রেয়সী আমার, শ্যামলিমা

অঙ্গের লাবণি, ঝরিয়া বহিয়া যায়
শ্যাম শষ্পে তৃণগুল্মে, উড়ে যায়
নীলাঞ্চল নভস্তল ছেয়ে।
ঢাকা ঢাকি
রাত্রি দিনে অর্দ্ধ-ব্যক্ত অর্দ্ধ-গূঢ় রাখি
অসীম রহস্য আর অপার বিস্ময়
প্রতিক্ষণে ছায়াচিত্রে পটক্ষেপ হয়
নিত্য নেত্র-অভিরাম ;
করি নিমগন
সুন্দরের সমাধিতে জীবন মরণ
অসীমের অনন্ত অতলে।
লীলাময়ী,—
লীলায় খেলায় তুমি বাস্তব-বিজয়ী
কল্পনার আলিম্পন-লেখা কল্পলতা
এই নাই এই পাই তোমারি পূর্ণতা
তোমারি পরশ,—
যে দিকে যেখানে চাই
তুমি শুধু, শুধু তুমি, আর কিছু নাই।

জয়গান

ক্ষমা কোরো
অপরাধ করি
যদি কভু বুঝিবার ফেরে ;
আমার এ দগ্ধ ললাটেরে
করি অভিশাপ
নাহি লাভ,—
নাহি নাহি ক্ষতি ;
তার চেয়ে, অতি-
-অনুকম্পা-ভরে
চাহ ফিরে মুখপরে যদি ক্ষণতরে,—
ঘুচে যাবে রাণী
জীবনের গ্লানি ;
অনন্ত-নির্ভয়-ভরে অনন্ত বিস্ময়,
বক্ষে মোর জেগে রবে
দূর হবে
দুঃখ লাজ সকল সংশয়।
মিলাইবে কলঙ্ক কালিমা,
হে অসীমা,—
চেয়ে রবে নিষ্পলকে অন্তরের অনন্ত প্রত্যয়।

রব কাছে কাছে, (তব) নয়নের নীচে,—
অসঙ্কোচে কব কথা—
প্রাণের বারতা—
"তুমি সুখ স্বর্গ তুমি   আর সব মিছে।"
তব দৃষ্টিতলে
কৌতূহলে
হেরিব ধরণী
প্রভাত-কিরণ-দীপ্ত-অরুণ-বরণী,—
হেরিবে নিখিল লোক ভাগ্যহত-জনে-
ভাবি মনে মনে—
পঙ্কেতে এ চন্দনের ঘ্রাণ মিশাইয়া—
কার স্পর্শ দিয়া—
কে ফুটাল পঙ্কজেরে ফুটিল কেমনে!
তব জয়গানে
ধ্বনিয়া উঠিবে কণ্ঠ সুগভীর তানে,—
জানাইব সুসংবাদ, বৃথাবাদ দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর দূর করি
আমন্ত্রিয়া তব মন্ত্র, প্রতি জনে জনে,—
সযতনে—
দিব প্রাণ ভরি।

———

তবুও

না হয় আমার সুখালসহীন
রজনী আঁধার যাপিব
বিরহ-শয়নে

না হয় আমার বরষণহীন
আষাঢ়ের মেঘ বহিব
নিঘুম-নয়নে।

না হয় কুসুম-সুরভি-বিহীন-
-মালাটি আমার লুটায়ে
পড়িবে ধূলিতে

না হয় আমার সব-সাধহীন-
-বিষাদ-পুতলী ফুটায়ে
তুলিব তূলিতে।

না হয় আমার দরশন-ক্ষীণ
নয়ন মলিন জাগিয়া
হইবে আঁধিয়া

না হয় আমার সমাদর-হীন
কুঞ্জ-ভবনে গাহিয়া
মরিবে পাপিয়া।

না হয় আমার বদন মলিন
প্রতি-নিশি-দিন হইবে
বিহ্বল কাঁদিয়া—

না হয় আমার তার-ছেঁড়া-বীণ
মূর্চ্ছনা-হীন হইবে
নীরব সাধিয়া।

না হয় আমার স্বপ্তি-বিলীন
স্বপনের ছবি ডুবিবে
গভীর আঁধারে—

না হয় আমার আয়োজন-হীন
প্রণয়ের পূজা হইবে
বিফল কাঁদা রে।

না হয় দূরের পাখীটি অচিন
দূর হ'তে শুধু ডাকিয়া
পলাবে সুদূরে—

না হয় সে মুখছবি কোনো দিন
চাহিবে না কভু হাসিয়া
হৃদয় মুকুরে।

না হয় এ ভরা-যৌবন ক্ষীণ-
-তটিনীর মত শুখাবে
রহিয়া রহিয়া—

না হয় আমার প্রয়োজন-হীন
জীবনের আলো জুড়াবে
নিভিয়া মরিয়া।

তবুও দগ্ধ দীপ-শলাকার—
ক্ষীণ চঞ্চল আলোকে আমার—
মন্দিরে তার পূজারতি-লেশ হবে তো,—

তবুও পূজার ভবনে ভবনে—
নির্ব্বাণ-দীপ-গন্ধ গোপনে—
তাহারে আমার মরণের
কথা কবে তো।

কুসুমাঞ্জলি

দিন চ'লে যায় মোর বীথিকায় দিনের শেষে
আধ-ফোটা-কলি অপরাজিতার ফুটেছে হেসে,—
চাঁপার গন্ধে ব্যাকুল বকুল
কানে কানে কথা কহে বেলফুল
এমনি নিথর সুখে-ভর-ভর নয়নে মোহের লেগেছে ঘোর—
জয়-জয়-গান গাহিয়া পরাণ যাচিয়া পরেছে বাঁধন-ডোর।

পথ পাশে পাশে কি জানি কে হাসে অধর চাপি
এত লুকোচুরি চপল চাতুরী সরমে কাঁপি,—
কুঞ্জে ভরিয়া উঠে চাপা-হাসি
কাহার গোপন ভালো-বাসা-বাসি
পড়ে গেছে ধরা প্রেমের পসরা কিফল বিফল গোপন ক'রে—
খেয়া পরপারে তরণী কাহার কে বল জানেনা কাহার তরে।

কুঞ্জ-সারিকা আজি কুলায়িকা মুখর করি
কল-কলালাপ-কূজনে ভুবন দিল যে ভরি,—
চরণে চরণে কুণ্ঠিত একা
কে গিয়েছে রাখি অলক্ত-রেখা
নদী-তট হ'তে কুঞ্জের পথে আসিয়া গোপন-চরণে ধীরি—
দুর্গম-দূর বেদনা-বিধুর মোরে পরবাসে রাখিয়া ফিরি।

যূথী-কলিকায় মোর বীথিকায় ব্যথিয়া উঠে
কত না বেদনা কত না হরষ শিহরি ফুটে,—
আজিকে টুটিয়া পড়িলে হৃদয়
দখিনা পবন সৌরভময়
হয় তো আমার কুসুমাঞ্জলি গৌরব-মালা পরাবে তারে—
সার্থক হবে মুকুতার মালা সে নহে অশ্রু বেদনা ভারে।



সূর্য্যমুখী

(১)

পূর্ব্ব গগনে রাখিয়া নয়ন
আধ-ফোটা-কলি ঊর্দ্ধমুখী,—
ভাবিছে কখন আসিবে তপন
হাসিয়া ফুটিবে সূর্য্যমুখী।
নিলাজ-নয়নে নিহত-নিমেষ
মিলনের ক্ষণ গণি গণি শেষ
মরম-বেদনা সরম-হীনার
মরম দ'হে
ব্যর্থ আশার জড়িত-আসার-
-কণ্ঠে কহে—

(২)

"গত দিবসের গোধূলি-লগন
উজ্জল করিয়া অস্তগিরি
কনক-কিরীটে ঠিকরে কিরণ
বিদায়-বারতা—কহিলে ফিরি
নয়নে নয়নে প্রেমের আবেশ
আঁখি-ছলছলি কথা হ'ল শেষ—
শুধাইনু—কবে ফিরিবে আবার
কাহার সাথে—
মনে পড়ে ? হেসে বলেছিলে তুমি
'আসিব প্রাতে'।

(৩)

"উদয়াচলের শিখরে ঊষার
লেগেছে প্রথম অরুণ ছায়া
ও বুঝি তোমার মুকুট-চূড়ার
পদ্মরাগের রঙীন মায়া—
হেথায় কুয়াসা-ঘেরা সারাদেশ
আমার কি আশা মিটিবে প্রাণেশ
মহা-মহিমায় আলো করি হায়
উঠিবে জ্বলি—
নেহারিব ছবি, ঘুমাবে সুরভি
কমল-কলি।"

গোলাপ

"I know the Secret of Roses,—she blushes"
—Lytton.

আমি জানি গোলাপের গোপন বারতা
লাজ-পাংশু পত্রপুটে স্পর্শ-কাতরতা
গণ্ডে গোলাপীর আভা,—
বৃন্তে একা একা,—
কুঞ্চিত অধর, বক্ষে রক্ত-রাগ-রেখা
আপন কণ্টকাঘাতে আপনি জর্জ্জর
কুসুম-পরাগ-স্পর্শে কাঁপে থর থর
লাজময়ী বালা।
কভু বক্ষ উঠে দুলি
(১) বসোরার (২) গুল্‌-বনে (৩) গুলেব-কউলি
ললিত-ললাম-ভূতা।
উষ্ণ মরুভূমে
তপ্ত বালুকায় দগ্ধ ক্লান্ত আঁখি ঘুমে

(১) বসোরা গোলাপের জন্য বিখ্যাত।
(২) গুল=ফুল।
(৩) গুলেব কউলি=পরীরাণী।

হেরিলে স্বপনে,—চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্কে
স্নিগ্ধ মনোরম ভারতের শ্যাম অঙ্কে
বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা,—

লো—কুলটে
এলে তাই কুল ত্যজি, আঁখি তাই রটে।
অয়ি মুগ্ধে!
লাজে ভয়ে মরি অভিমানে
আর কেন দূরগত প্রতীচীর পানে
চাহ ক্ষণে ক্ষণে?

ফুলে ফলে মনোরম
স্বপ্নসম,—ধরিত্রীর অতি অনুপম
স্বর্গসম দেশে,—সুখে রহ, হে সুন্দরি!
কী লাগিয়া আঁখি তুলি না চাহিতে, ভরি
উঠে জল আঁখি-পাতে?

দোলো দুল্ দুল্
বেলা চামেলির মাঝে রহ মস্‌গুল (১)
(২) বেকারার্ হোয়োনাক, বধু, বাগিচার
(৩) নুর্‌জাহান কর (৪) দিল্‌খুস্ বসোরার
শ্রেষ্ঠ (৫) সওগাৎ বঙ্গভূমে।

(১) ভোরপুর। (২) ধৈর্য্যহারা। (৩) জগতের আলো। (৪) মনখুসি।
(৫) উপহার।

জলে যেথা
কোকনদ-কুমুদ-কহ্লার, —স্থলে যেথা
স্থলপদ্ম চন্দ্র-মল্লিকার,—পরস্পর
হাস্যমুখে মাল্য বিনিময়ে—কলস্বর
উঠে ফুটি কলকণ্ঠ বিহঙ্গের তানে
হেথা যদি নববধূ-বরণের গানে
অভিষেক করে তোমা, আরব সুন্দরি !
তৃণে-শ্যাম পুষ্পে-পুলকিত ক্ষেত্র-পরি
কুসুমের (১) নওরোজে ;—(২) নও-মফিলের
উৎসব-বাসরে, সভানেত্রী বসন্তের,
বিদেশিনি !—তবে তব (৩) পেশোয়াজ খানি
পর আজ সযতনে।

ওগো ফুলরাণি
আঙুর (৪) শিরাজিপূর্ণ পেয়ালা অধরে—
শুনিয়াছ (৫) ইরাণী (৬) গজল প্রাণ ভ'রে
(৭) ওমর-খায়েম-কণ্ঠে (৮) রুবাই শুনিয়া
(৯) শিরী-ফরহাদ বক্ষ মথিয়া মথিয়া,—

(১) বাদসাহী উৎসব বিশেষ। (২) সম্মিলনী। (৩) স্ত্রী-পরিচ্ছদ বিশেষ। (৪) মদ্য। (৫) পারস্য দেশীয়। (৬) গান বিশেষ। (৭) বিখ্যাত কবি। (৮) কবিতা বিশেষ। (৯) প্রেমিক প্রেমিকা।

পান করিয়াছ সুধা-স্যন্দন-ঝঙ্কার
অয়ি মধুব্রতে !
তাতার-সুন্দরী তা'র
উন্নত-উরস হ'তে পান্নাহার খুলি
সমাদরে হে সুন্দরি বক্ষে লয় তুলি
লাখো-আশ্‌রফি-হীরা মতিয়া না চাহি
চাহে তব পেলব-পরশ,—
অবগাহি
(১) সরাব-সাগরে নেত্রে অনুরাগ-ভরে
ভ'রে উঠে তব রক্ত-রাগ, বিম্বাধরে
তব লাজ-অরুণিমা ;
অঙ্গে অঙ্গে
তোমার সুরভি, গুলাবি আতরে ; রঙ্গে
অপাঙ্গ হানিয়া তোমার সুষমারাশি,
(২) খুব্‌-সুরতিয়া !—ফুটাইতে হাসি হাসি
নিষ্ফল প্রয়াসে চাহে হিংসাভরে ;
ব্যথা
পাও বড় মনে, আমি জানি পূর্ব্বকথা।
কিন্তু বল দেখি, যবে,—মলয় হিল্লোল
(৩) মৌসুম্‌-বাহার তব বক্ষে দেয় দোল
অঙ্গে লাগে শিহরণ,—

(১) মদ। (২) পরমা সুন্দরী। (৩) ঋতু শ্রেষ্ঠ বা ঋতুর শোভা।

নয়নের আলো !
শ্যাম-সমারোহে-পূর্ণ লাগে নাকি ভালো
বঙ্গভূমি ?
ফুটে ওঠো ফাল্গুনী ঊষার
বক্ষ আলো করি যবে [১] কবি-শাহান্-সা'র
"যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী"—প্রাণ ভ'রে,—
হে 'মানিনি' ! খোল আঁখি কেন ঘুম ঘোরে
অচেতন এখনও ? হে 'গোলাপ-বালা'
ফুটেছে সকল ফুল ঊষসীর আলা
জ্বলেছে অরুণ-রাঙা ওই নয়নের
তব অনুরাগ মাগি।
কুসুম গন্ধের
পুণ্য-ধূপ বকুল-বিথার তোরে ঘিরে
দেবার্চ্চন-দুর্ল্লভ-যতনে ধীরে ধীরে
অতি চুপিসাড়ে ডাকিয়া ভাঙায় ঘুম
প্রসাধিয়া শিশিরের জলে, দেয় চুম
চোখে মুখে, রাত্রি-জাগা পাগল ভ্রমর
প্রতি ঊষাকালে।
হে সুন্দরি, পরিহর—
লাজ-শোক,—
তব রূপ-গন্ধের সম্ভার,—
ভারতের—ভূমি-স্বর্গে—অপূর্ব্ব-মন্দার।

(১) কবি সম্রাটের।

বৈশাখী

আজ কি প্রিয়া বৈশাখী সুর—
বাঁধবে বীণায় ঝঞ্ঝাপ্রচুর—
উন্মাদনায় মাতবে তোমার মঞ্জীরে ?
ধূসর সাঁঝে শুষ্ক পাতায়—
গেরিমাটীর রঙ্ মেখে গায়—
বৈরাগিনী নাচ্‌বে মনের মন্দিরে ?
এলোমেলো দম্‌কা হাওয়ায়—
এলোথেলো আল্‌গা খোঁপায়—
কর্ণভূষায় বাজবে ঝড়ের ঝঞ্চনা ?
ঘুরে ফিরে ঘূর্ণি বাতাস—
ফুৎকারে আজ ভরবে আকাশ—
ঈশান হ'তে আস্‌বে মেতে অঞ্জনা ?
কাল ব'শেখি আস্‌বে ঝেঁপে—
পাখীর বাসা উঠ্‌বে কেঁপে—
আঁখির তারা লজ্জা দিবে খঞ্জনে ?
অপাঙ্গে ঐ চকিত্ আলা—
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ জ্বালা—
মেঘের মত কালো আঁখির অঞ্জনে ?

মেঘের-মায়া

(১)

কজ্জল-ঘন-সজল-নয়ন-পুটে
স্নিগ্ধনীলিম দৃষ্টি উঠেছে ফুটে
আকাশে কি যেন লেগেছে নবীন মায়া
পড়েছে শ্যামল আষাঢ় মেঘের ছায়া
উৎসবে আজি চল চল সাজি সকলে
চপলা তটিনী সাগরের লাগি উথলে
উতলা বাতাস ফিরিছে কাননে কাননে—
কে রহিবি আজ একেলা রুদ্ধ ভবনে ?

(২)

কদম্ব রেণু ভুল ক'রে আজ ঝরিছে কেতকী-বনে
ভুল ক'রে আঁখি মেলেছে কুমুদ ফুটেছে কমল সনে
ভুল ক'রে আজ যেন গো ভুলোনা
সন্ধ্যার গান প্রভাতে গেয়োনা—
কনক-বরণী—
-সূর্য্যমুখীরে বোলোনা সন্ধ্যামণি
মেঘে—ডুবে গেছে দিগ্বিদিক—
তবুও সজনি—প্রভাত ঠিক —
এখনও নয়নে—জড়িত রয়েছে নিশার আলসখানি
এখনও স্মরণে রয়েছে আমার সুখ স্বপনের বাণী।

সদ্যস্নাতা

সদ্যস্নাতা উঠিল বরষা
ভরিয়া কুম্ভ শান্তি-জলে
নিবিড়-কৃষ্ণ-কেশ-পাশ হ'তে
ঝরিল সে জল ধরণীতলে।

সুশ্যামল-ধরণী-বক্ষে
সাজে তরুলতা পুষ্পে ফলে
হাসিল কমল-কহ্লার-মালা
নীরবে মধুর সরসী জলে।



বাদল

বাদল জল পড়িছে ঝরি
নিবিড় মেঘ গগন ভরি
পবন ঘন স্বনিছে স্বন স্বনি
মেঘের কোলে তড়িল্লতা
চমকি কহে চপল কথা
রাগিয়া মেঘ হাঁকিছে গরজনি।

শীতল বায়ু সলিল পাতে
ছুটিল জল-ধারার সাথে
আঘাতে তা'র পাখীর বাসা নড়ে—
কাঁপিয়া উঠে ফুলের বন
পবন সনে করিতে রণ
পারে কি তারা অমনি ঝ'রে পড়ে।

দীপালী

কুলায়-হারা পাখারা কাঁপে
বৃন্ত-হারা ফুলের শাপে
বালির শোকে তারার শাপে যেন,—
রামের মত প্রাপ্ত-হারা
সীতার শোকে আত্মহারা
মেঘের বুকে আগুন জ্বলে যেন।

তখনি হাসে তখনি কাঁদে
তখনি পুনঃ বক্ষ বাঁধে
ডাকিয়া উঠে তখনি গুরু গুরু,—
কিশোরী সুখে হাসিয়া উঠে
পথিক-বধূ বক্ষ টুটে
ব্যথিয়া উঠে গভীর দুরু দুরু।

কপোল রাখি কমল-করে
বরষা-বারি নয়নে ঝরে
আজি কে বিধি তাহারে যেন বধে—
নূপুর বাজে গ্রামের বাটে
বধূরা চলে দীঘির ঘাটে
আনিতে জল মৃদু চপল পদে।

* * *
* *
*

একটু খানি রোদের ফাঁকে
"আয়লো সখি" বলিয়া ডাকে
"শুখাবি যদি চাঁচর কেশরাশি"—
রৌদ্র-মাখা বৃষ্টি-ধারে
ইন্দ্রধনু স্বর্গ-দ্বারে
তোরণ-সম উঠিল হাসি হাসি।

ব্যস্ত সবে ঐ না মাঠে
কৃষী-বলেরা ভিজিয়া খাটে
বৃদ্ধ বলীবর্দ্দটারে রোষে—
পুচ্ছটারে তুচ্ছ কোরে
সজোরে টানি বলিছে "ওরে
সকলি মাটী হইবে তোরি দোষে"

দামোদরেরি দুকূল ভরি
বন্যা এল প্লাবন করি
চিনিতে নারি কোথা পারের ঘাট
অজয় আজি বিজয়-মদে
রাজার মত ইরম্মদে
চলিছে ভাঙি কতনা গোঠ মাঠ।

বর্ষা

আ'জ্‌কে মেঘে জল ধরে ন
উপ্‌চে ঝরে পড়'ছে তাই—
দম্‌কা-হাওয়া বাগ্‌ মানে না
হুম্‌কি হানে সর্ব্বদাই—
মেঘেয় মেঘে যাঁতার মত
ঘর্ঘরিয়ে পিষ্‌ছে কে—
জলের ধারা লক্ষ শত
তীরের মত তূণ থেকে—
ছুড়্‌ছে কে ?
মুহুর্মুহু ছুট্‌ছে মেঘের
দল বেঁধে নৌ-সেনানী
পাল তুলেছে রৌদ্র-তেজের—
দর্পে কাঁপে পরাণী—
তড়িৎ খেলে চক্‌মকিয়ে—
চক্‌মকি বা ঠুক্‌ছে কে— ?
তোপের মুখে আগুণ দিয়ে
ডঙ্কা বাজায় দূর থেকে।

শিরীষ-শিশু-দেবদারু-শাল-
-পলাশ নাচে ঘাড় নেড়ে
সায় দিয়ে যায় তরুণ তমাল
রসিক রসাল তায় হেরে,—
মুচ্‌কি হেসে পড়্‌ছে টলে—
পড়্‌ছে ঢলে প্রিয়ার গায়,—
চাঁপার কলি ফুট্‌বে বলে
শিউরে ওঠে বাদল বায়।

কদম্বেরি ঝুম্‌কো কাণে
নীলাম্বরী লুট্‌ছে পায়—
কাজল কালো মেঘের পানে
যুক্ত-করে মুক্তি চায়—
কে ঐ বালা যূথীর মালা
বকের সারি কণ্ঠে যার—
মুক্তাধারা আঁখির কোণে
নির্ঝরিণী মুক্তধার।

ঝর-ঝরাণির অফুট-বাণীর—
ঐক্যতানে সুরদিয়ে
তরলতালে কল্লোলিনীর—
দিগ্বিদিকে মূর্‌ছিয়ে—

নৃত্য করে দিগ্‌বালারা
কেতন তুলে কলাপীর
খোঁপায় গুঁজে কৃষ্ণচূড়া
গলায় মালা মালতীর।
মল্লারে ও মেঘের মালা—
মন্ত্র প'ড়ে আন্‌লে কে—
নিপুণ-করে নৌকা চালা
তুফান আসে ঐ ডেকে—
আন্‌লে কে সে মহাব্রত
স্তোত্র শত উচ্চারি—
বালক ভগীরথের মত
অসংকৃতে উদ্ধারি।
আলো ছায়ার চিত্র-রেণু
চয়ন ক'রে উর্ণাভি (১)—
বয়ন করে ইন্দ্রধনু—
কেরে চটুল মায়াবী,—
আকাশ-পটে আলোর তূলি
ধরার ধূলি ফুল ফলে -
সফল করে রত্নাকরে—
মুক্তামণি তায় জ্বলে।

---

(১) উর্ণ-নাভি।

বর্ষান্তে।

শ্যামল-বনানী-প্রান্তে পরিশ্রান্ত দীর্ঘ ছায়াখানি
করিয়া বিস্তার,
বর্ষান্তের পাংশু মেঘ, বেগহারা অর্ণব-পোতের
মত গুরু ভার ;
শম্বু-গতি হেরি তার মন্দ-বায়ু বহি অবিরল
প্রহরীর মত—
জন-স্রোত-ভঙ্গকারী, অনুক্ষণ অঙ্গুলি-হেলনে
করিল প্রহত ;
ইতস্ততঃ করি ছিন্ন করি ভিন্ন খণ্ড খণ্ড গুলি
দুহাতে ছড়ায়
শিশুর কন্দুক-সম হস্তান্তর হ'তে হাতে হাতে
চৌদিকে গড়ায়।
সায়াহ্নের স্বর্ণরেখা নীলাভ্রের অন্তরাল হতে
বক্ষোভেদ ক'রে
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষেপণীর তালে তালে ঝলকে ঝলকে
কিরণ ঠিকরে।
গোধূলির কক্ষ হ'তে শিশু সন্ধ্যা উত্তরিয়া ধীরে
শস্য-শ্যাম-মাঠে—
মেঘান্তের ধৌতনীল উত্তরীয় তারকা-খচিত
বাঁধিল ললাটে।

নীলাম্বুধি নীলাম্বরে চুম্বি নিল দিক-চক্রবাল
একাকার করি’
নিবিড় বেষ্টন করি আলিঙ্গিয়া ব্যোমপ্রান্ত-দেশ
ফেন-পুঞ্জে ভরি।

উদ্বেলিত মধুপাত্রে আপনার প্রেম-রস-ধার
উলসি উছসি,
সমর্পিল দিগন্তের সিক্তাধরে স্নুরভি-নির্য্যাস
অমৃত বরষি।

তড়াগ-তটিনী-বাপী-দীর্ঘিকার কনক-মুকুরে
রূপোন্মাদ শশী,
দেখে আপনার রঙ্গে তরঙ্গের তালে তালে দুলে
সিন্ধু-জলে পশি।

রত্ন-জলধির গর্ভ পাঁতি পাঁতি করিয়া সন্ধান
শৈবাল-প্রবালে,
গুপ্ত মনি-চুন্নী-হীরা তমোময় সিন্ধুর সিন্দুকে
যেথা দীপ জ্বালে,

হাসি হাসি আপনার রাশি রাশি গলিত রজত
উদ্গারিয়া তথা,
নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া গর্ব্বভরে রতন-নিকরে
বৃথা দেয় ব্যথা।

ঘনশ্যাম রহস্যের তন্দ্রাতুর যবনিকা টানি—
উদ্‌ভ্রান্ত উদাসী
স্বপ্নলোক নির্ম্মথিয়া ক্ষরিয়া সুধার রাশি রাশি—
কে বাজায় বাঁশী !

বর্ষার বিদায়-গানে শরতের নাম ধরি ধরি—
করি রোমাঞ্চিত,
তৃণ-গুল্ম-লতা ধরণীর শ্যাম গাত্র করি পূণ—
করিয়া পুষ্পিত,
পূর্ণ করি কূলে কূলে তটিনীর তরঙ্গ-হিল্লোল—
যৌবন-উচ্ছ্বাস,
কাশ-বনে দুগ্ধফেন-সম-শুভ্র পুষ্প রাশি রাশি—
করিয়া বিকাশ,
আউসের মাঠে মাঠে ধান্য-পুটে শস্যেরে সঞ্চারি—
কর্ম্ম-কোলাহল,
অশরীরী-আনন্দের মূর্ত্তিমতী কৃষকবধূরে—
করিল পাগল।

লোক-লোকান্তর হ’তে গৃহীদের গৃহ-দেবতারে
করি নিমন্ত্রণ,
কেতকীর শূন্য গৃহে শেফালিরে আবাহন করি
করিল বরণ।



ফাল্গুনে

নির্নিমেষে চাহিয়া রব
জাগিয়া নব ফাল্গুনে
হৃদয়ে বহি মৌন ভালবাসা—
হৃদয় পাতি জ্যোৎস্না-ধারা
ভরিয়া লব ফাল্গুনে
শুনিব মধু-করের মধু-ভাষা।
কাননে আজি মাধবীলতা
শিহরি উঠে মুঞ্জরি
উদাস সুরে কোন সুদূরে বাজে—
কাহার করে অবোধ বাঁশী
আমারে করে উন্মনা—
চিনিয়া লব অসংখ্যের মাঝে।
হে পরবাসী পথিকজন—
সকল-পরিচয়-হীন—
আমারে তুমি লয়েছ, অভিনব—
— লজ্জারুণ-বারতা মোর—
শ্রবণে তব গুঞ্জরি—
মাধবী-রাতে অতি নিভৃতে ক'ব।



বসন্তের গান

আজি ফাল্গুন-গুণ গুঞ্জরি পুনঃ
ভগ্ন বীণাটি সাধি
তার সুরে সুর মিশাইয়া দূর—
বিমানে বিমনা কাঁদি।

কত ছোট বড় বাসনা বেদনা—
কত সকরুণ বিফল সাধনা—
মিলনে, বিরহে, কভু অভিমানে
মরমে মরম বাঁধি,—

আজি—সব সুখ দুখ হাসিয়া কাঁদিয়া—
মুঞ্জরি উঠে নবীন হইয়া—
শুষ্ক তরুর—তৃষিত মরুর—
দগ্ধ-হৃদয় ভেদি।

———

বসন্ত বিদায়

বসন্ত গিয়েছে চলে যায়নি পঞ্চম তান
এখনও সে থাকি থাকি ছড়ায় বিহ্বল গান।
বিকচ-কুসুমা-বাসে
আজিও ভ্রমর আসে
কত না প্রলাপ ভাষে
করি মৃদু গুঞ্জরণ—

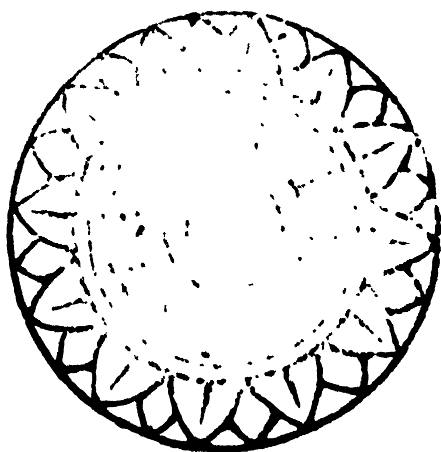
অভিমান ভাঙিবারে
কত না মিনতি তারে
বলে "সখি—জাননা কি
তোমারি এ প্রাণ মন,—

বসন্ত গিয়েছে যাক্
এ প্রাণ তোমারি থাক্
তোমারেই ঘিরে ঘিরে
ঘুরে মরি অনুখন,—

তোমারি কিশোর-কলি
চুমিয়া ফুটাব বলি
তোমারি মঞ্জরী-তলে
খুঁজে ফিরি শুভখন।

আসেনিক' প্রজাপতি
মৌমাছি দলে দল
আসেনিক' সমীরণ
লুটিবারে পরিমল

আমি জেগে আছি ভাই—
মধুমাস গেল তবু
নাহি খেদ খেদ নাই—
ভ্রমর যাবে না কভু।"



কুহু

কুহু নহে উহু উহু কি বেদনা মুহুর্মুহু বক্ষে উঠে ভরি
কেন সখি বল দেখি যারে ভালবাস সেকি বাসেনাকো মরি!
ওগো বধু শোন কথা, হৃদয়ের যত ব্যথা বাক্যে নাহি ফুটে
তবু কেন পিকবধূ তব বক্ষভরা মধু কলকণ্ঠ-পুটে—
রিক্ত করি মন প্রাণ ঢাল মিছে কল-গান শূন্যে ভরি ভরি
সিক্তবক্ষ আঁখিজলে বেদনায় গ'লে গ'লে পড়ে ঝরি ঝরি।
ওগো পাখী যারে ডাকি সুপর্ণ সুন্দর আঁখি ব্যর্থ যায় দিন
ধেয়ানে রজনী যায় সারাবেলা হায় হায় করি কণ্ঠ ক্ষীণ,—
করুণ-ক্রন্দন-সুরে জনাস্তিকে দূরে দূরে একান্ত নিরালা
বধির তাহার কানে অধীর আমার প্রাণে মিথ্যা প্রাণ ঢালা।
কুহরিয়া কুহু কুহু হৃদয়ের জ্বালা হু-হু জুড়াল কি লেশ?
যত্নে-গাঁথা-আঁখিজলে মুক্তামালা পদতলে চূর্ণ হল শেষ।
বসন্তের কালো পাখী তুমি যবে থাকি থাকি বিহ্বল কূজনে
বিরহের হাহাকার মিলনের পিপাসার বারি বরষণে—
জুড়াইতে বিধাতায় অনুযোগ কর হায় হায়রে দুরাশা!—
ফাগুনের পাতা-ঝরা তরু-শীর্ষে ব্যথাভরা কেঁদে মরে আশা।
তোমারি বিহ্বল ডাকে ফুটে উঠে তরু-শাখে তরুণ-চেতনা
কতনা কুসুম-কলি আঁখি-পাতা ছল-ছলি বলিল কেঁদ না।

কল-কণ্ঠ তুমি কবি তোমার করুণ ছবি উষার অরুণে
শতদল-দলে লাগে সুরভি নিঃশ্বাস জাগে বসন্ত-প্রসূনে
মাধবী-পূর্ণিমা-রাতে ঘুম নাহি আঁখিপাতে কল-কল-ধ্বনি
মিলন-বন্যায় ভাসে আনন্দে নিখিল হাসে উঠে প্রতিধ্বনি
হে অতিথি বসন্তের আসো যাও অনন্তের নিরুদ্দেশ-পথে
অজানা কাহারে চাও কাহার সন্ধানে ধাও ভগ্ন মনোরথে
অবিশ্রান্ত কুহু কুহু দীর্ঘশ্বাস মুহুর্মুহু সজনে নির্জ্জনে
জাগ্রত-স্বপন-সম তব কণ্ঠে অনুপম বাঁশরী-নিঃস্বনে
আকুল করিলে মোরে শৈশবের স্বপ্ন-ঘোরে চপল কৈশোরে
যৌবনে বেদনা-ভরা পরিপ্লুত বসুন্ধরা পাঠাইল তোরে
বসন্তের আমন্ত্রণে উৎসবের আয়োজনে তুমি অগ্রদূত
কুঞ্জ-ভাঙা-প্রভাতীর সুকরুণ রাগিনীর তুমি ভগ্নদূত
অপূর্ণ অপূর্ব্ব আশা অপরূপ ভালবাসা কারে বাসো পাখী ?
ভুলিয়া কাহার ছলে প্রাণ মন কুতূহলে কোথা এলে রাখি ?
তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষায় অজানা কাহার পায় আপনারে ডালি
আনন্দে বিষাদ ভরা করুণায় কাঁদে ধরা অশ্রুধারা ঢালি,—
প্রেম নহে সুখ শুধু যবে প্রাণে জ্বলে ধূ ধূ বিরহ অনল
'পুষ্পে কীট'-সম জ্বালা তুমি বুঝাইলে বালা অমৃতে গরল।

বন্দী-বিহগ

(১)

বাহির হইতে হরিয়া আমায়
আগল রুধিয়া বাঁধিলি কে ?
ডাকিছে প্রভাত গগনে গগনে
স্বর্ণ-কিরণে নাচিবি কে ।
শিশির-সিক্ত শাখায় শাখায়
ঝিকিমিকি আলো ডাকিছে আমায়
স্নিগ্ধ সমীর বহিছে অধীর
ডাকিছে বিহগ বিহগীকে
বাহির হইতে হরিয়া আমায়
আগল রুধিয়া বাঁধিলি কে ?

(২)

ধরণী হিরণ-বরণী আজি রে
শ্যামল শষ্প-শোভাতে
মুক্ত ক'রে দে রুদ্ধ আগল
নবীন শারদ-প্রভাতে ।
উড়ে চলে যাই বন্ধন-হীন
আলোকে পুলকে বিরাম-বিহীন
বনে উপবনে সুরভি পবনে
কুঞ্জ-কানন-সভাতে
আজিকে ধরণী হিরণ-বরণী
শ্যামল শষ্প-শোভাতে ।

(৩)

মুকুতা-খচিত-যবনিকা শুধু
লাগে তোমাদেরি ভাল সে
সোনার শিকলে ভূষণের ছলে
পরিয়া সুখের লালসে।
আমরা সবুজ বন-তরু-পরে
খেলিয়া বেড়াই কৌতুক-ভরে
ফুটাইয়া তুলি কুসুম-কলাপ
করি কলালাপ হরষে
মুকুতা-খচিত-যবনিকা শুধু
লাগে তোমাদেরি ভাল সে।

(৪)

কানন-লতার পট-মণ্ডপে
নব-কিশলয়-কুলায়ে
বন-কুসুমের সিক্ত-সুরভি
সমীরণ যায় বুলায়ে।
ঝিল্লী-মুখর তরু-মর্ম্মর
শিথিল পত্র ঝরে ঝরঝর
স্বচ্ছ শীতল নির্ঝর-জল
স্নিগ্ধ পরশ বুলায়ে
বন কুসুমের সিক্ত-সুরভি
সমীরণ যায় বিলায়ে।

(৫)

মিলনোন্মুখ নিখিল ভুবন
মিলন-মধুর-লগনে
ফুল্-কলিকায় অলি আসে যায়
নব-বসন্ত-পবনে।
লতা-কুঞ্জের অন্তর টুটি
সুরভি তাহার আনিয়াছি লুটি
মিলন-বিধুর বিচিত্র সুর
তুলিয়া বিহ্বল কূজনে
হেরি ঢল-ঢল রক্তিম-আঁখি
তৃপ্তি-বিহীন-নয়নে।

(৬)

অঞ্জলি-ভরি ফুল-সম্ভার
বনবালা দিল কাহারে—
আঁখি পরে রাখি উৎসুক আঁখি
মন প্রাণ দিল তাহারে।
আমি জানি আর প্রিয়া জানে মোর
বাঁধি করে করে রাঙা রাখি-ডোর
রাঙা জবা দুটি গাঁথিয়া অলকে
আকুল করিল কাহারে—
বন্য প্রেমের প্রগল্ভতায়
আমি চিনিয়াছি তাহারে।

(৭)

সার্থক করি তারায় তারায়
নৈশ নীলিম গগনে
আলোকের ধারা পুলকের ধারা
পুলকাঞ্চিত পবনে—
উচ্ছল হিয়া চল চঞ্চল
মুগ্ধ রজনী স্নিগ্ধ শীতল
কার পরশনে কাঁপে থর থর
কাহার মিলন-স্বপনে
শিশির-সিক্ত ছলছল আঁখি
দেখিয়াছি মোরা গোপনে।

(৮)

ঘন বনানীর গোপন বারতা
পাতার বিতানে শুনেছি
মন্দ্র মধুর গম্ভীর সুর
কণ্ঠে ধ্বনিয়া তুলেছি।
গাহিয়া উঠিতে বন্য সে গান
বাঁধিলে আমারে বন্ধ সে তান
সে দিনের মত জীবনের মত
কণ্ঠ আমার রুধেছি
ঘন বনানীর গভীর ব্যথায়
যে করুণ তান শুনেছি।

(৯)

পিঞ্জর-মাঝে অন্ধের মত
খঞ্জের মত নিরুপায়
মুক্তির পথ চাহিয়া চাহিয়া
পঞ্জর জর-জর-প্রায়।
নিশ্চয় নাই নির্ণয় নাই
শুধু দিন গণি দিবস গোঙাই
গিয়াছে শরৎ হেমন্ত গত
কত নিদারুণ বেদনায়
পিঞ্জর মাঝে অন্ধের মত
খঞ্জের মত নিরুপায়।

(১০)

আজি কুসুম-গন্ধ ভরিছে ভুবনে
ভরিছে দখিনা পবনে
করুণ মধুর পঞ্চম স্বর
পশিছে কাতর শ্রবণে।
এ নহে জীবন, এ নহে মরণ,
এ যে বিরহীর জীবনে মরণ
মরণের পরে মিলনের পথ
চাহিয়া তৃষিত নয়নে
আজি নব-বসন্তে কুসুম-গন্ধ
ভরিছে ভুবনে ভুবনে।

(১১)

আজি আম্র-মুকুল-মদির-গন্ধ
আসিছে উচ্ছ্বসিয়া
বিরহ-বিধুর বিহগ-বধূর
সঙ্গীত চয়নিয়া।
কোথা প্রিয়া আজি আমি বা কোথায়
ব্যথিত পরাণ উড়িবারে চায়
পিঞ্জর টুটি পঞ্জর কাটি
আপন চঞ্চু দিয়া
আজি আম্র-মুকুল-মদির-গন্ধ
আসিছে উচ্ছ্বসিয়া।

(১২)

তুমি চাও মোরে শিখান কথায়
তোমার মানস মোহিতে
বন্দীর মত করি মাথা নত
বন্দনা তব গাহিতে,—
কণ্ঠে আমার নাহি ফুটে ভাষা
নহি চাটুকার নাহি কোন আশা
তোমার চরণে জীবনে মরণে
চাহি না পরাণ সঁপিতে
বন্দীর মত করি মাথা নত
বন্দনা তব গাহিতে।

(১৩)

রুদ্ধ কারায় অতি অসহায়
রুধিয়া আমায় একেলা
কিফল বিফল বাঁধিয়া আমায়
জীবনের এই অবেলা—
রন্ধ্রের পথে গগনের পানে
নিরখিয়া শুধু শূন্য-পরাণে
ঝরে অবিরল নয়নের জল
বন্দী বিহগ একেলা
কিফল বিফল বাঁধিয়া আমায়
জীবনের এই অবেলা।

রেবা

ওই তোর শুভ্র কুন্দ কলিটির মত
কভু চেয়ে থাকা !
কভু ওরে অসংযত
দামাল হাওয়ার সাথী, চপল উদাস
শুধু্ আপনার বেগে ছুটে চলে যাস
গলে যাস্ হেসে ;—যেন ধবল তুষার
ইন্দ্রধনু-বর্ণ মাখি—অথবা ঊষার
পুলকাশ্রু বিগলিত তুহিনের প্রায়
তৃণ তরু শিরে ; মোর কক্ষটীর গায়,—
সার্থক করিয়া দিয়া অঙ্গে অঙ্গে তার
কর চরণের স্পর্শ দিয়া বারে বার
বুলায়ে বুলায়ে, বহু দৃপ্ত পদাঘাত
পীড়িত বক্ষের পরে।
অতি অকস্মাৎ—
কলকলি খলখলি তটিনীর প্রায়—
মত্তমতি বক্রগতি যাও বা কোথায়
কোন নিরুদ্দেশ পথে।
নাহি কোন কাজ—
নাহি অবসর-লেশ নাহি সহে ব্যাজ
পলে অনুপলে নব নব কর্ম্মরাশি
করি আবিষ্কার, ওষ্ঠে মুক্তা-ঝরা হাসি

গণ্ডে প্রবালের বর্ণমালা-পরিচয়
সুচারু-কুন্তল-দাম হেরি মনে হয়
শিরীষ-কেশর-গুচ্ছ
ওরে অসম্বৃত !
আঁখির কাজল রেখা আকর্ণ-বিস্তৃত
মাখিস অধরে গণ্ডে,—
শঙ্কা-লেশ-হীন—
মার্জ্জারীর শিশুটীরে, অতি সুপ্রবীণ
গৃহিনীর মত নিজ বক্ষে লয়ে টানি
করিস পীযূষ দান,—
তব রাজধানী—
ধন্য তব রাণীত্বের বাৎসল্য গৌরবে !
হে অভিমানিনি !
যবে মহা-মহোৎসবে
কর খেলা বালুকার অট্টালিকা গড়ি
কভু বা বিচিত্র বর্ণে আলিম্পন করি
আঁক অঙ্কপাঁতি চক্ষে অশ্রু উঠে ভাসি
কার মুখ স্মরি ? মরি মুহূর্ত্তে উদাসী,
কাহারে দেখাবে বলি ? চারু শিল্প তব
কে হেরিয়া প্রশংসিবে, চাঁদ মুখে তব
লক্ষ শত চুম্ব দিবে এঁকে, সযতনে
ক্রোড়-বদ্ধ করি তার অঞ্চলের ধনে
বন্দী করি লবে ?

ক'বে "রেবারে আমার ?—
বারে বার ডাকি তোরে, শুধু শুনিবার
লাগি আধো-আধো-বাণী, শ্রবণ-রঞ্জন
গীত-ছন্দে ভরা হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন
তৃষিতের অমৃতের প্রায় !"
জননীর—
বক্ষ-মাঝে লহরিত স্নেহ-পয়োধির
উদ্বেল-তরঙ্গ-ভঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া
আর নাচিবে না রেবা, আদরে গলিয়া
করতালি দিয়া তালে তালে !
কোথা যাই
কোন দেশে কোথা বা সে, কারে বা শুধাই
কোন পরলোকে বসি নর-লোক পানে
মুহুর্মুহু বেদনার ঘনদৃষ্টি হানে
ব্যথিত-নয়নে চাহি রেবারে তাহার
বক্ষ-শোণিতের উৎস ঝরে বার বার
স্তন্য-ক্ষীর-ধারে ।
না, না, দেখেছি তাহারে—
কভু রৌদ্র-কর-জালে, কভু বারি-ধারে
বরষার শ্যামল গৌরবে ; শরতের
শস্য-ক্ষেত্রে হরিৎ সম্পদে ; হেমন্তের
প্রভাত-শিশির-সিক্ত-নব-মুক্তা-হারে
প্রস্ফুটিত-শতদল-সম, আপনারে—

পুলকে প্রকাশি, বসন্তের ফুলে ফুলে
ভ্রমর-গুঞ্জনে বকুলের পাদ-মূলে
শস্পাসন-পরি বীণাখানি পরিপূর্ণ
পরিবেদনায়, কপোলে কুন্তল-চূর্ণ
সমীরে দোলায়।
ওরে অগ্নিশিখা-লোভী
পতঙ্গের মত যবে প্রদীপ মায়াবী
আকর্ষণ করে তোরে, পশ্চাতে প্রেয়সী
ত্রস্ত পদে অলক্ষিতে সভয়ে নিঃশ্বসি
সে দীপ নিভায়।
যবে চপল-চরণা
ঊর্দ্ধ-মুখে ছুটোছুটি অতি আনমনা
পায় পায় বাধি যাও প'ড়ে; সকাতরে
আপনার অঙ্কখানি পরম আদরে
পূর্ব্বে রাখে পাতি।
যবে রৌদ্র-কর-জালে
ডালিম-লালিম-বর্ণ কপোলে কপালে
স্বেদবিন্দু উঠে ফুটি, স্নেহ-পারাবার
জননীর করে তব দোলে বার বার
মলয়-বীজন-খানি অনতি-শীতল
অনতি-চঞ্চল-তালে।
যবে অবিরল—

কল-কলালাপ-ক্লান্ত পাখীটির মত
ঘুমে পড় ঢুলে, আঁখি দুটী অবনত
মুদ্রিত-পদ্মের মত দিবসের শেষে
ক্লান্ত জাগরণ-শ্রমে ; আলু-থালু-বেশে
এলায় কুন্তল দাম, পূর্ণ-শশীটিরে
মেঘের কুণ্ডল-সম চারিদিকে ঘিরে
মুগ্ধ-আঁখি জননীর চাহে নিষ্পলকে
কোন স্বপ্নলোক হ'তে, অসহ পুলকে
পূর্ণ কূলে কূলে, চন্দ্র-কর-জাল-লুব্ধ
জাহ্নবীর মত উঠে ফুলে ফুলে মুগ্ধ-
-জননী-হৃদয় —?
আজি চ্যুত-পুষ্প-সম
মাতৃ-বক্ষ-বৃন্ত হ'তে, ওরে কন্যা মম
পিতার পরুষ বক্ষে লভিলি আশ্রয়
নিরাশ্রয় লতাটীর মত অনুনয়
করিয়া বেষ্টন-বদ্ধ কণ্টক-তরুরে
করি কুসুমিত আজি করিলি মরুরে
মঞ্জরিত কুঞ্জবন-সম,—আপনার
সুরভিত হাসিমুখ-খানি বারে-বার
ফুটায়ে ফুটায়ে,—
ওরে আদরিণী মেয়ে
জননীর স্নেহে মোর বক্ষ ছেয়ে ছেয়ে।

অজয়ের তীরে

লোকারণ্য নারী-নরে অজয়ের তীরে,—
আসে যায় বাজে বাদ্য হেথা হোথা ঘিরে
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে কৌতুকে ক্রীড়ায়
লাগিয়াছে উৎসবের মেলা।
শীর্ণকায়
স্বল্প জলরেখা যেন আঁকিয়া বাঁকিয়া
চলেছে সর্পিল-গতি রাখিয়া রাখিয়া
সযতনে সিক্ত সিকতায়,—পাঠাইল
সে পদাঙ্ক-দূত অতীতের অনাবিল
অন্তহারা পথে।
পরপারে গ্রামখানি
দীর্ঘ-তাল-বৃন্ত তুলি দেয় হাত-ছানি
পথের পথিকে।
তীরে তটভূমি-পরে
শরবণে মুক্ত-কেশ শুক্ল-বেশ ধ'রে
কে যেন গো অবিরল কৌতূহল-ভরে
বলে শুধু 'সর্' 'সর্' চলে স'রে স'রে—
মুখরিত অনর্গল জল-কল-স্বর
সেই শুধু শুনিবে একাকী,—নিরন্তর
নদী-বক্ষ জুড়ে।

বক্ষ অনতি-বিস্তার
রত্নমালা-সম তাহে লৌহ-মেখলার
বিচিত্র বন্ধন-সেতু ঘোষিছে বিজয়
কামচারী মনুষ্যের ;
দুরন্ত অজয়
শৃঙ্খলিত শার্দ্দূল-শাবক পরাজয়
মানিল নীরবে।
দূরে যেন মনে হয়
ধরিত্রীর বক্ষ হ'তে দীর্ঘ-শ্বাস-সম
আগ্নেয়-গিরির ধূম অতি গাঢ়তম
বাহিরায় দীর্ঘ নাসা-পথে ;
নদীতটে
অর্থ-গৃধ্নু দানবের কর্ম্মশালা রটে
মানবের সর্ব্বগ্রাসী কৃষ্ণবর্ত্ম-শিখা ;
খনি হতে মণি তুলি পরি রাজটীকা
মসীলিপ্ত স্বেদসিক্ত শ্রমিকের শিরে
রুধিরাক্ত সিংহাসনে বসি ধীরে ধীরে
দস্যু হবে রাজা !
ধীরে পশ্চিম-গগনে
অস্তগামী-সূর্য্য বসি ভাবে মনে মনে
এই প্রতি-দিবসের উদয়াস্ত হেরি
কেমনে মানব-চিত্ত আপনারে ঘেরি

রহে নির্ব্বিকার চিত্তে পরিতৃপ্তি মানি
ক্ষণিকের সুখে।
ধ্যান-মগ্ন অরণ্যানী
স্তিমিত-নয়নে নীড়াগত-বিহঙ্গের
হর্ষভরা গানে ঝিল্লী-তানে অনন্তের
করে সন্ধ্যারতি ; জোনাকিরে ডাকাডাকি
করে সবে বনান্তর-বাসী তার নাকি
সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবারে নিত্য হয় দেরী ;
ক্ষীণ দীর্ঘ তরুচ্ছায়া, তরুতল ঘেরি
গৃহ-মুখী পথিকেরা করে বলাবলি
ডুবে গেল বেলাটুকু সূর্য্য গেল চলি
অস্তাচলে। আরো একদিন গত হ'ল
অতীতের কোলে। হে পথিক ফিরে চল
ধীরে দীর্ঘ সরণির শীর্ণ রেখা ধরি
বহু-নরনারী-পদচিহ্ন বক্ষে করি
ধন্য হল যেই পথ সেই পথটারে
লক্ষ্য করি চল ফিরে আপন কুটীরে
জ্বালো সন্ধ্যাবাতি।
দিনান্তের পুণ্যপাপ
ভয়-ক্ষয়-ক্ষীণ-ক্ষুব্ধ ক্ষতি অভিশাপ
আশীর্ব্বাদ ডুবাইয়া সুষুপ্তির দেশে
সরল সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ হাসি হেসে।

ঊষা

জেগেছি যখন ঊষা জাগেনিক
তখনো আকাশে ফোটেনি আলো
পাখীরা তখনো দেয়নিক সাড়া
তখন গগন পাংশু কালো।
        স্বচ্ছ সুনীল সরসী-বক্ষে
        অবগুণ্ঠন-মুক্ত চক্ষে
        উৎপল-দলে—
        কুণ্ঠিত ছলে—
আঁখির সরম ফোটেনি ভালো।
ধীরে পাখা নাড়ি পাখীরা গাহিল
মধুর কাকলী প্রভাতী গাথা—
অরুণের ভাতি ফুটিল গগনে
অলকে শিশির মুকুতা গাঁথা ;
        প্রেম বিনিময়ে প্রথম দৃষ্টি
        হিঙ্গুল-রাগ করিল বৃষ্টি
        ধরণীর চোখে
        দ্যুলোকে ভূলোকে
পুলক-প্লাবন মানে না বাধা।

প্রভাতের ডাক

বেলা যে উঠ্‌ল ফুটে
আকাশ ফেটে আলোর ধারা
আঙিনায় উছ্‌লে পড়ে
উথ্‌লে পড়ে সোণার পারা।

রচেছে রঙীন্‌ মায়া
রঙীন্‌ ফুলের পর্ণ-পুটে,
প্রভাতের স্বর্ণ-কিরণ
প্রজাপতিই নিচ্ছে লুটে।

ধেনুসব বৎস সনে
হাম্বা রবে যায় রে ধেয়ে
রাখালের বাঁশীর গানে
উদাস প্রাণে ঊর্দ্ধে চেয়ে।

হাটে আর লোক ধরে না
বেচা-কেনার ধূম লেগেছে
বাগানে আর পাবিনে
ফুল বুঝি সব ফুরিয়ে গেছে।

ঘুঙুরের ঝুম্‌ঝুমিয়ে
ডাক্‌-বেহারা ঐ যে ছোটে
পথে আর যায় না যাওয়া
যায়না চাওয়া যায়না মোটে।
সখীরা ঐ ডাকে আয়
আয় কে যাবি আয়রে ছুটে
চ'লে আয় দুলিয়ে বেণী
কৃষ্ণ-ফণী পৃষ্ঠে লুটে।
সকালের জল্‌কে যাওয়ার
যায়রে বেলা তাইতো বলি
মেলে চোখ্‌ ছ্যাখ্‌না দেখি
সূর্য্যমুখীর ফুট্‌লো কলি।
যাবি কি শূন্য বাটে
শূন্য ঘাটে কলসী ভ'রে
বেলা আজ কাটবে হেলায়
কোন অবেলায় আসবি ঘরে
কলসীর কানায় বেজে
উঠ্‌বে কাঁকন উঠবে কেঁদে
ছলকি উঠ্‌বে রে জল
স্নিগ্ধ শীতল বলবে সেধে :—

* * *

* *

"চলগো আস্তে চল
ব্যস্ত বল কিসের তরে
কোমল ঐ কক্ষ হ'তে বক্ষ হ'তে
উথ্‌লে পড়ি পথের পরে"।
রজনীর অশ্রুজলে
মুক্তা ফলে পাতায় ফুলে
সে কিনা শিশির-কণা
অবোধ-জনা কয়রে ভুলে।
আলসের নাই রে বেলা
হাল্‌কা হাওয়া বইছে বনে
বিহগের কলস্বরে
হরষ ভ'রে উঠ্‌ছে মনে।
তোরা সব ভোরের স্বপন
সফল হবার আশায় কিরে
রয়েছিস সাধের স্বপন
আশার মতন আঁক্‌ড়ে ঘিরে ?
মুছে ফেল্ চোখের আলস
ঘুমের লালস্ শিশির জলে
'চলে আয়'-ডাক্‌ছে প্রভাত
নবীন প্রভাত আয়রে চ'লে।

প্রভাতী

ঊষার প্রথম আগমনী
ঘনকৃষ্ণ তরুচ্ছায় হ'তে
প্রভাতের প্রথম বেলায়
মুখরিত করিল ধরণী

পাখী কি প্রভাত ভালবাসে ?
গাহে গান কি জানি কি আশে—
রজনীর উপকূলে বসিয়া কুলায়-কূলে
মধুর ঝঙ্কার তুলে আকাশে বাতাসে
পাখী কি প্রভাত ভালবাসে ?

হে বিহগ কোন স্থরে গাও ?
কোন রাগিনীর তানে পরাণ মাতাও ?
গাও মেঘ কি মল্লার
ধরায় ঝরে নীহার আকাশ গ'লে
হরিৎ পাতার তলে শ্যাম-দুর্ব্বা তৃণ-দলে
মুকুতা ঝলে।

সুকরুণ সুললিত ললিত বিভাষ গাও
অথবা এ আশাবরী কুয়াশা নাশিয়া দাও
উষার সে আবাহনে
নিশারাণী কেঁদে যায়—
অভিমানে অনাদরে
অশ্রু-রাশি ঝরে হায়
ভুল করে বলি তায় তুহিনের কণা
তুমি তো তা' জানো পাখী আমারে বলনা।
অথবা দীপক রাগে গম্ভীর গমক দাও
সে গানের প্রতিধ্বনি দিগন্তে ভরিয়া দাও
দীপকের দীপ্তছটা
প্রাচীমূলে করে ঘটা
রক্তরশ্মি অগ্নিসম প্রভা সমুজ্জ্বল
তোমার সে তানে আনে কিরণ উজ্জ্বল।

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত !
স্বদেশে বিদেশে যতো দেশে দেশে
কল্যাণ-ধারা ঢেলে দিল হেসে
নব বরষের শুভ সুন্দর
শুভ্র-প্রাত

মুখর হইল মৌন আঁধার
পুলকে আলোক চাহে বারে বার
কত না আশায় কত দুরাশায়
কেটেছে রাত
সুপ্রভাত।

কত না কুঞ্জে গুঞ্জন-গীতি
ভ্রমরের মত গাহে নিতি নিতি
এ চারণ কবি না মানে বারণ
শুধু অকারণ খেয়ালে

বেলা বয়ে গেল ফুরাল বরষ
নবীন স্বপ্ন নূতন হরষ—
—পরশ-তৃষায় নূতন দরশ—
বেলাটুকু মোর খোয়ালে।

প্রবীণ বয়ষ গত-যৌবন—
কাহার লাগিয়া আজি আনমন
অতীতের পথে কোন অনাগত
অতিথির পথ চাহিয়া

সমুখের পথে চলিতে চমকি—
পিছু ফিরে চায় থমকি থমকি—
অদূরের আশা সুদূরে মিলায়
দীর্ঘ সরণি বাহিয়া

হিরণ কিরণে অরুণ বরণে
কিশলয়-দল দলিয়া চরণে
নব মালতীর মঞ্জু মালিকা
লীলায় দোদুল দোলায়ে

ঐ কে বা যায় কিঙ্কর বাজায়
কারো পানে ভুলে ফিরিয়া না চায়
বন্যার মতো দুকূল ভাসায়
দূর হ'তে যায় পলায়ে

* * *
* *
*

পিছনে করুণ মিনতির ডাকে
না চাহে ফিরিয়া শুধু চেয়ে থাকে
সুদূর পিয়াসী পথিকের মতো
পথেরি প্রণয় পিয়াসে—
মেরু হ'তে মেরু শিহরে ধরণী
তারায় তারায় গাহে আগমনী
কি জানি কাহার লাগি অভিসার
মুগ্ধ বেপথু হিয়া সে



গোধূলি

পূর্ণিমার সুবিমল স্বর্ণ-শশীখানি
ধূলি-ধূসরিতাঞ্চলা চপলা গোধূলি
পথে কুড়াইয়া পাওয়া রত্ন হেন মানি,
সলাজ-সোহাগ-হর্ষে বক্ষে নিল তুলি।
তরল-নির্ঝর-হাস্য-কল-কল-ধ্বনি
সন্ধ্যার কুলায়ে পুঞ্জে পুঞ্জে গাহে পাখী
বালিকার হাসিমুখে হাসিল ধরণী
পরম-সরস-কান্তি ফুটাইয়া রাখি
প্রথম প্রেমের মত প্রথম দরশে
লজ্জারুণ মুখে ;
ধীরে আসিল রজনী
কৌতুক-কুটীল-হাস্যে হেরিয়া হরষে
কিশোরীর প্রেমলীলা, প্রসন্ন-বদনী।

ধরণী ঢাকিল মুখ, চকিতে গোধূলি
লুকাতে চমক-লাগা চোখের প্রকাশ
বলে "সখি, তুমি মোরে গিয়েছিলে ভুলি
এলে বিলম্বিতে—পাও নাই অবকাশ
ছিলে বুঝি মগ্ন কোথা ? ভগ্ন মনোরথে
আমি আছি প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে চেয়ে।
দেখ সখি, হাসি-ভরা শশীখানি পথে
কুড়ায়ে পেয়েছি তাই আসিয়াছি ধেয়ে
তোমারে পরাব বলি ;—
আঁখি ছল ছলি
মুখে নাহি কথা শুধু ব্যক্ত চোখে মুখে
সোহাগ-সরম-রাগ ; রাঙা ফুলকলি
পড়ে যেন ঢলি লাজে অনুরাগে সুখে।
প্রীতি-মুকুলিত-মুখে চাহিতে রজনী,
ক্ষিপ্র পদ-পল্লবের অগ্রে করি ভর,—
রজনীরে ঊর্দ্ধ-করে পরাল অমনি
কপালে কনক-টিপ পূর্ণ শশধর।
রজনীর চক্ষে বক্ষে লাগিবার আগে
বিহ্বল বিস্ময়, দূর দৃষ্টি-হারা-পথে
পলাল হরিণী নেত্র পূর্ণ অনুরাগে
ছড়ায়ে গৈরিক ধূলি ভগ্ন মনোরথে।

বেলা যায়।

বেলা যায় বেলা যায় গো
ঐ ঐ বেলা যায়—
দিনশেষে ঐ সোনালির লেশ
মিশায় সাগর গায়।
তপ্ত তাম্র ললাট-ফলকে
শোনিতের টিপ মুক্ত-অলকে
আঁধারের জাল বুনিয়া বুনিয়া যায়
ফিরে ফিরে ঐ চায়।
ফিরে চায় অবেলায় গো
জীবনের অবেলায়—
পশ্চিম-রবি মাগিছে বিদায়
কুবলয়-বালিকায়—
মৌন মুখর নয়ন মেলিয়া
"ফিরে চাও ফিরে যেওনা চলিয়া
অন্ধ আঁধার ঢালিয়া ধরার গায়"
বিফল মিনতি হায়।

ইঙ্গিতে তার চুপ হ'ল কল কাকলি
গোধূলি ফুরাল ফিরে এল
ঘরে ধবলী।
বাজিল শঙ্খ ঘরে ঘরে ঐ
সাঁঝের প্রদীপ কল্যাণময়ী—
—বধূর আঁচলে উঁকি ঝুকি
মারে কেবলি
(নিথর),—নিঃসাড় হ'ল কাকলি।
জল-আনা আঁখি-হানাহানি
পথে দুজনে
চুপি চুপি সখি সখিরে
নয়নে নয়নে
বলা হয়ে গেছে গোপন যা-কিছু
নত মুখখানি তাই আরও নীচু
নিজন-কক্ষে বনফুল-সম
বিজনে।



সাঁঝের প্রদীপ

জ্বাল গো সন্ধ্যা জ্বাল গো এবার—
কর গো শঙ্খধ্বনি—
মঙ্গলধূপ-গন্ধে এবার—
ফুটেছে সন্ধ্যামণি
অস্ত-মগন-অরুণ-করুণ-করে—
দিবস বিদায় মাগে
গৈরিক-বাসে সন্ধ্যা আসিছে ধীরে
রজনীর আগে আগে
কল্যাণি অয়ি চল গো তুলসী-তলে
অঞ্চল খানি বেড়িয়া আপন গলে
ভক্তি-প্রণত মস্তকে কুতূহলে
লহ প্রণামের মাটি
প্রভাত-কিরণে কুয়াসা-জালের মত
কোলের বাছার আপদ বালাই যত
সাঁঝের প্রদীপে নিমেষে হইবে হত
আঁধার যাইবে কাটি।

দিনশেষে

পাথেয় মোর ফুরায়ে এল
সন্ধ্যা ঘনায়ে—
দিনের আলো দিনের শেষে
যায় যে মিলায়ে

ধূসর-পাখা সাঁঝের পাখী
কুলায়-পানে চলে
অস্ত রবি নিভিল ডুবি
রক্ত-মেঘ-তলে

নিবিড়তর সাঁঝের ছায়া
ঘিরিয়া ধরাতল
নামিল ধীরে নদীর তীরে
কাজল-কালো-জল।

আজিকে মোরে নদী-কিনারে
যেয়োনা যেন ভুলি
শেষের খেয়া তরণীপরে
লহিও মোরে তুলি।

নাহিক কিছু তবুও কিছু
যা আছে সব তব—
—চরণতলে রাখিয়া শুধু
চরণ-ধূলা লব।

চাহিবে যবে আমার পানে
করুণা-ধারা ঝরি
পড়িবে মোর হৃদয়পরে
উঠিবে হিয়া ভরি।

পূর্ণ হিয়া উছলি মোর
নয়ন-ঝরা-জলে—
ঝরিবে প্রভু পড়িবে কভু
চরণ শতদলে।

বেদনা যদি বাধা না মানে
বাঁধা না মানে মন
ভাষা না যদি যোগায় যদি
মৌন অচেতন—

অবশ হিয়া চরণে লুটে
সরম নাহি মানি—
লহিও তবু লহিও তব
চরণ-তলে টানি।

সন্ধ্যাকাশে স্বর্ণ-শশী
উঠিবে হাসি হাসি—
রূপার পারা জ্যোস্না-ধারা
ঝরিবে রাশি রাশি—

তখন যদি আমার করে
অবোধ বাঁশী উদাস স্বরে
গোপন ব্যথা গাহিয়া উঠে ভুলি—
শেষের দিনে দিনের শেষে
তোমার পায়ে নিবেদিলে সে
শুনিও তার প্রাণের কথাগুলি।

গোধূলি লগনে—

(গান)

সখি দিনমণি ঐ ডুবে যায়।
নিশার আঁধার ঘেরে চারিধার
নীড়ে নীড়ে পাখী ফিরে যায়।

খেয়া পারাপার—
নাহি চলে আর,
বেলা নাই ঘাটে নাহি কেহ আর
গোধূলি-লগনে ধেনু ঘনে ঘনে
গৃহ-পথ পানে ফিরে চায়।

আমি চেয়ে আছি যে লগন লাগি
যার পথ চাহি সারা নিশি জাগি—
আজি বেলা-শেষে কি জানি সে আসে—
ঘরে ফিরে আসা হবে দায়।

সলিল ও আলোক

(১)—সূর্য্যালোক

কে আসিবে আজ
　　কোন মহারাজ
পুলকিত আজ——উষসী
লাজারুণ-রাগ —
কুঙ্কুম-ফাগ——
মাখিয়া হাসিল——সরসী।
হাসিয়া উঠিতে শ্বেত শতদল
অপাঙ্গে চাহে রক্ত কমল
ঢল ঢল শতদল ছলছল
　　　　উষার আলোক পরশি—
কে আসিবে আজ—
　　কোন মহারাজ
পুলকিত আজ উষসী।

(২)—চন্দ্রলোক

কে আসিবে যেন
আসিবে কে যেন
আলেয়া জ্বালানো-নিশীথে
তটিনীর বুকে—
লুকাইয়া সুখে—
স্বচ্ছ——সলিল-রাশিতে
ত্নলিয়া উঠিবে বক্ষ-কাঁচল
ঢেউ তুলি তুলি করিবে পাগল
হরিণীর মত ছুটিবে বিকল
বাঁশরী-বিহ্বল-ধ্বনিতে।
কে আসিবে যেন,—
আসিবে কে যেন,—
আলেয়া-জ্বালোনো——নিশীথে।

(৩)—সলিল ও আলোক।

হে সলিল,—
তুমি আলোকে পুলকে লীলার লহর তুলিও
গগনের আলো ধরিবার লাগি সাগরের পানে ছুটিও
জ্যোৎস্না-কিরণে রৌপ্য-তরল-হিল্লোলে সদা নাচিও
ফুল-শেজ লাগি শুভ্র কুমুদ নিত্য বিছায়ে রাখিও
দিবসে তোমার পদ্ম-কোরকে রবির কিরণ মাখিও
হে আলোক,—
তুমি সলিলেই শুধু নিজ মুখছবি দেখিও।

বিকাশ

ছিল সে ভূমিগত ক্ষুদ্র বীজাকার
বরষা বরষিল শীতল বারিধার ;
শরত হিমঋতু কখন গেল চলি
শিশিরে শশী-করে রৌদ্রে ঝলমলি,
উপজি অঙ্কুর হইল লতিকাটি
কুসুম থরে থরে ফুটিল পরিপাটি।
আসিল মধুমাস মলয় সুচতুর
ছুটিল কুসুমের সুরভি সুমধুর
বহিয়া ফুলরেণু আসিল মধুকর
ফুলের বুকে ওগো বাজিল ফুলশর,—
লইল মধু টুকু পরাগ বিনিময়ে
ধরিল রেণুকণা কুসুম ভয়ে ভয়ে
দু-এক-দিন গেল মরি কি সুকুমার
ফুলের কোলে কে গো দিল এ ফলভার।

অভিমান

যা গেছে যাক্‌ সখি চাহি না ফিরে
না যায় আর যেন হৃদয় ছিঁড়ে।
গোপন কথা কত হৃদয় টুটি
নীরবে চোখে মুখে উঠেছে ফুটি।
না-মেটা সাধ যত না-মেটা আশা
না-গাওয়া গান যত অফুট ভাষা—
মৌন অভিমানে মিলাবে মরি
নয়ন-বারি নাহি পড়িবে ঝরি।
বাতাসে বিলাব না সুরভি শ্বাস
কি জানি যায় বহি বঁধুর পাশ ;
হয় তো মন-রাখা রাখিতে মান
আসিবে হাসিমুখে গাহিয়া গান—
বাঁধিতে মনপ্রাণ না যদি পারি
অবলা অতশত বুঝিতে নারি ;
বুঝি সে বাসে ভাল এ ফুল কলি
তখন বুঝি কিলো যায় সে ছলি—
যাহারে প্রাণ চায় তাহারি পাশে
আমারে রাখি শুধু আশার আশে ;
এবারে তাই সখি বেঁধেছি প্রাণ
কোমল কুসুমের কঠিন মান।

হারান-রতন

বন হতে বন কত না খুঁজি
হারান রতন মিলিবে বুঝি।
খুঁজিয়া না মিলে তৃণের দলে
নাহি পাই পথে ধূলির তলে
কি জানি কখন সরসী পরে
ফুটিল কমল রবির করে—
নির্ঝর-ধারে রজত-ধারা—
গলিয়া পড়িল আপন-হারা—
প্রজাপতি অতি রঙীন সাজে
ছুটিল কুসুম-কলির মাঝে—
সরমে কলিকা ঢাকিল মুখ
ফোটেনা তো কথা বিদরে বুক
করতালি দিয়া হাসিল সবে—
কানাকানি কেহ করে নীরবে—
সিস্ দিয়ে পাখী উঠিল গেয়ে
মৌমাছি কুল চলিল ধেয়ে—
গুণ গুণ করি ধরিল তান—
পুলকে পূরিল নিখিল প্রাণ।

চমকি কলিকা মেলিল আঁখি
চমকি নীরব হইল পাখী—
নীরব নিথর হইল সবে—
কি জানি কুসুম কি কথা কবে—
নত নয়নের নীরব ভাষা—
জানাইল তার—'মিটিল আশা'
নয়নে প্রেমের মদির ঘোর
মিলন-মদিরা পানে বিভোর
সুরভি লুটিয়া পবন চলে—
'হারান রতন' মিলিল বলে।

পুষ্পের সমাধি

কাননে ফোটে ফুল জানেনা কেহ
না পায় সমাদর না পায় স্নেহ।
হাসিয়া আনমনে ক্ষণিক সুখে
নীরবে পড়ে ঝরি মলিন মুখে।
গভীর নিঃশ্বাসে বিদরে বুক
বিলায় সমীরণ গন্ধটুক।
হয় তো দুটি কথা কহিবে কেহ
বন্য কুসুমেরে করিয়া স্নেহ ঃ—
"লুটিয়া কোথা হতে কুসুম-বন
হরিয়া আনে বায়ু ফুলের মন—
তাহার যাহা কিছু বাসনা আশা
সলাজ সকরুণ নীরব ভাষা—
প্রাণের শেষকথা নয়ন-জলে
তাহাই সমীরণে মিশেছে ব'লে—
তাহার পরশনে পরাণ জাগে
অশ্রু-সকরুণ মদির-রাগে।"



অবলার প্রেম

তারা করে ঝিকিমিকি চাঁদ করে আলো
আমি ভাবিতেছি ব'সে যারে বাসি ভালো।
নিশির শিশির পড়ে লতায় পাতায়
আমি চেয়ে থাকি ব'সে তাহারি আশায়।
বিহানে পাখীর কুল উঠে কলকলি
আমার নয়ন দুটি আসে ছলছলি।
রাঙা রবি দেখা দেন পূরব গগনে
বালিশে আলিস ত্যজি উঠি আনমনে।
ফাগুনের আগুনের ঝাঁঝাল বাতাস
আমি শুধু তা'র তরে করি হা-হুতাশ।
কখনও ধুঁয়ার ছল কভু বলি ধূলা
নয়নে বসন ঝাঁপি কাটে সারাবেলা।
সাঁঝের সোনার রবি না বসিতে পাটে
কলসী কাঁকালে ক'রে আমি চলি ঘাটে।
নিশুতি ঘুমায় সবে দু'পহর রাতে
চমকি শিহরি উঠি শিশিরের পাতে।
আঁখি জাগে প্রহরায় মন জাগে মনে
ভেবে ভেবে সারা হই সে আছে কেমনে।
তারা করে ঝিকিমিকি চাঁদ করে আলো
সে যদি না বাসে তবু আমি বাসি ভালো।

কবির "বহু স্যাম্"

"ফোটো ফুল"—"ফুটিলাম—
আঁখি মেলে চাহিলাম গোপনে
মধু আর মদিরায়   মধুকর ভ্রমরায়
চুম দিয়ে লুটে যায় দুজনে।"
"ওঠো রবি"—"উঠিলাম—
রাঙা আঁখি মেলিলাম পূরবে
আলু-থালু কেশ-জাল,—নিশীথের মণিমাল
তারকায় হীন করি গরবে।"
"গাও পাখী"—"গাহিলাম—
ঘুম ঘোরে ডাকিলাম যেমনি
বউ কথা কও কও   নত মুখে কেন রও
মুখ তুলে চাহে বধূ অমনি"।
"চলনদী"—"চলিলাম—
তালে তালে ফেলিলাম চরণে
লীলায়িত ঢেউ তুলি, কাহারে খুঁজিয়া বুলি
জীবনের তরে ভুলি মরণে"।
"বহ বায়ু"—"বহিলাম—
পরিমল লইলাম লুটিয়া—
লাজে-ভয়ে চিরমুক,   টুটিয়া ফুলের বুক—
বিলাইয়া যাই সুখে ছুটিয়া।"

একচক্ষু

হে বান্ধব—
একচক্ষু—কেকরাক্ষ—পুরুষ পুঙ্গব—
কী তোমারে কব—
ওগো কবি-কুলান্তক,
বিরূপাক্ষ শিলাবক্ষ রুক্ষ্ম বলাহক !
জন্মান্তর-তপস্থার গুণে—
কোন পুণ্যে—
কাব্য-কথা-সাহিত্যের
ভূমি-স্ফোট তুমি বিচারক ?
কী পাতকে—
নিরীহ নিরপরাধ প্রবন্ধ-লেখকে
কাষ্ঠমঞ্চ পরি—
অবরুদ্ধ করি—
দণ্ডবিধি বিধানের অভিযুক্ত আসামীর প্রায়
এতোটুকু ন্যায়-দৃষ্টি অপাঙ্গেও স্থান নাহি পায়,
হায় হায় !
শনৈশ্চর-সম তব কটাক্ষের কোপে
হেরম্বের মুণ্ড উড়ে যায় !
তুমি জানোনাকো বন্ধু, মোর প্রতি-কথা
কথা নহে অন্তরের মূর্ত্তি-মতী ব্যথা,—
লেখনীর মসীমাখা দাগ,—
মসী-মাত্র নহে বন্ধু কোরোনা বিরাগ

মোর —
মানসী প্রিয়ার
অশ্রুভরা-নয়নের কজ্জলের শ্রেষ্ঠ অনুরাগ
মোর বক্ষ-মন্থনের সকলাগ্রভাগ
অমৃত-নবনী,—
বিচারের খনি !—
আনিয়াছি কতবার
তব তরে—
অঞ্জলিতে ভ'রে ;—
কত শঙ্কা জাগে—
শুধাইয়েছি বারে বার,
"হে বন্ধু আমার'—
বল দেখি আজ, ভাল লাগে কিনা লাগে"
করি নতি গণপতি—
লেখকের শ্রেষ্ঠ মহামতি—হেরম্বের পায়
তীর্থসম বেদব্যাস কবিগুরু বাল্মীকির
স্নিগ্ধ পদচ্ছায়—
করি অভিযান—
মুঠি মুঠি 'তীর্থ-রেণু' চক্র-'তীর্থ-সলিল'-সম্ভার-
—মণি-কর্ণিকার শ্রেষ্ঠদান,
বনে বনে 'বেণু-বীণা' বাজায়েছি একা—
কল-কণ্ঠ কূজনের কত 'কুহু-কেকা'—

নৈমিষ-স্থণ্ডিল হ'তে,—
কোনো মতে
আনিয়াছি পূত 'হোম-শিখা'
করি 'কাব্য সঞ্চয়ন'—কাব্য 'চয়নিকা'—
কতো ছন্দ কতো 'গীত অঞ্জলি'তে ভরি
ভরা নদীকূলে 'খেয়া' দিয়া 'স্বর্ণ-তরী'
'নৈবেদ্য' আমার আনিয়াছি মহাভাগ
'রক্ত-করবীর' বক্ষ-কেশর-পরাগ
আনিয়াছি অপহরি
'পর্ণপুট' ভরি'—
মাগি তব নয়নের মাত্র অনুরাগ।
কল্পনার চারু মূর্ত্তিখানি
আমি যবে পূজা করি—পৌত্তলিক সম—
মোর—ইষ্ট-তম মানি
তথাগত-ব্রহ্মবিদ্-বিজ্ঞ-চূড়ামণি
ভেঙে দাও ধ্যান-মূর্ত্তি হানিয়া তর্জ্জনী
মোর নিমীলিত চোখে
কর তিরস্কার"—'নতস্য প্রতিমা লোকে'—
সর্ব্ব লোক 'মহদ্ যশঃ' বলি যাঁরে
ধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে
পূজা করে পরমার্থ বলি।"
যবে হ'য়ে কৌতূহলী—

দীক্ষা লয়ে তব মন্ত্রে শান্ত অবকাশে—
রূপ ছাড়ি অরূপের আশে
মহান্ প্রয়াসে
দিই ডুব রূপ-সমুদ্রের তলে
অসীম অতলে
'অরূপ-রতন'-অভিলাষে
তুমি হাস বাঁকা হাসি
বিকশিত দন্তে তব আশীবিষ আসি
ঢালি দেয় কালকূট তার
করিয়া ধিক্কার—

তুমি বল ডাকি :—
"আকাশ-বাতাস-মিশ্র-পরিকল্পনার
পূজা হবে নাকি ?
অসীমের কণ্ঠে মালা দিয়া তুলি তুলি
নিরাকার-পদ-প্রান্ত হ'তে ল'য়ে ধূলি
ধূসরিত হল আজি কবি—
কল্পনার মেরুদণ্ডে গঞ্জিকার বাষ্প-কশেরুকা
দুই পার্শ্বে অহিফেন-ধূমাঙ্কিত পঞ্জর-পর্শুকা
পূর্ণ হ'ল ব্যোমবেশ ব্যোমকেশ অদ্বিতীয় ছবি !"
বাতাপির জঠরাগ্নি মেটে না কখনো—
ভস্ম-লোচনের বহ্নি চক্ষে তব জ্বলিছে এখনো

সমালোচনের ছলে
মসী-পণ্য-জীবী কবিদের, পলে পলে,
কাব্য-কুয়াসার নাশ করিতেছ
রৌদ্র-দীপ্ত-প্রচণ্ড-অনলে।

বিদগ্ধ-মুখর-মুখ বুধ-চূড়ামণি
বিচারের খনি—
তোমারে কী বুঝাইব, নাম পরিণামে—
ফুটে রূপ, রূপ পরিণাম পায় নামে।

ধ্বংসের আহ্লাদে তুমি
সাহিত্যের সাজিলে জহ্লাদ
কোথা পদ্মপলাশাক্ষ নারায়ণ ব'লে
নয়নের জলে
কবি তাই ধ্রুব-কাব্য রচি সাজিল প্রহ্লাদ

গভীর গহনে
রবে সুখে, শ্বাপদের সনে
কুঞ্জরের পদতলে
গরলে অনলে

রবে সুখে—
রাজ-সুখ-ভোগ ত্যজি
নিরন্তর দুখে।

পর-দোষ-দর্শনের তরে
সহস্র-লোচন
হে প্রিয়-দর্শন !
পর-দোষ বর্ণিবার তরে
পঞ্চ-মুখে
রসনা-নর্ত্তন
উগারিছ মুহুর্মুহু কণ্ঠের গরল—
একচক্ষু—রুদ্র তব চক্ষে বক্ষে জ্বলিছে অনল ;—
পরীবাদ-সুখে সদা অতি-বাদ-শীল
মীমাংসায় বৃহস্পতি কুতর্কে তুণ্ডিল
কৃপা কভু ভিক্ষা নাহি করি
বৃত্তি শুধু কাব্যকথা তাহে চিত্ত ভরি
তাই চিত্ত অপঙ্কিল
গিরি-নির্ঝরের মতো দ্রুত-তালে নৃত্য ক'রে চলি—
নিত্য অনাবিল
অকপটে স্পষ্ট কথা কহিব শ্রবণে
তুমি দেবী ভারতীর বিচার-ভবনে
লেখকের 'দণ্ড-মুণ্ড' করি অধিকার
অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পগুলি, কবি-শৈশবের,
ছিন্ন করি কর ছারখার

* * *

* *

পরিতৃপ্ত মনে—
প্রতিক্ষণে—
প্রতিপদে কর পক্ষপাত
বিচার-বিভ্রম-বশে ন্যায়নিষ্ঠা মরে অপঘাত
ন্যুব্জ করে,
তুলা দণ্ড ধ'রে,
করভ সংযোগে—
'সুবিধা-বিধায়'-মত্ত
বারংবার ব্যর্থ অনুযোগে—
নির্ব্বিবেক মনে
শুভ্র-শুভ-নিষ্কলঙ্ক গীর্ব্বাণীর আতত-নয়নে
কলঙ্ক-কজ্জল-রেখা দিলে টানি ঘন-রসাঞ্জনে।

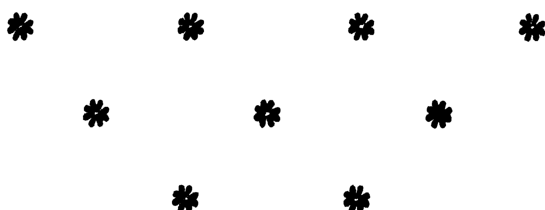


সৃষ্টিপরী

(১)—(সৃষ্টি)

এই যে শরীর
সৃষ্টি-পরীর
অনাসৃষ্টি খাম-খেয়ালি
প্রদীপ জ্বালি
কৌতূহলের রঙ্-মশালে
আলোক ঢালে
প্রলয়-কালের অন্ধকারে।
বারংবারে—
মৃৎ-পুত্তলির
খণ্ড গুলির
অস্থি-সন্ধি সন্ধানিয়া তারে—
অংশ দিয়ে পূর্ণ করি
অঞ্জলিতে বর্ণ ভরি
অন্তরে তার অন্তরাত্মা হানি—
স্নেহের ভারে বক্ষ নত
বৃষ্টি করে দৃষ্টি কত
চক্ষে মুখে তপ্ত পরশখানি—

দেয় বুলায়ে
সেই কুলায়ে
ফুৎকারে তার—শিশু-প্রাণের-পাখী
আবার—বাঁধে বাসা আবার
ফুৎকারে তার
অক্ষিপুটে
চক্ষু ফুটে
বক্ষতলে
হৃদয় নেচে চলে আবার
রক্ত-ধারার—
ছন্দ রাখি রাখি।
মায়া-মন্ত্রে সোণার কাঠির
স্পর্শে সজীব পুত্তলিটীর
হর্ষে চেতন আবার উঠে ফুটে --
শিরায় শিরায় রক্ত-ধারা নৃত্য ক'রে
আবার চলে ছুটে।



(২—প্রসাধন)

স্নেহের-প্রেমের-অনুরাগের—
উদ্দীপনায়
প্রথম উষায়
সূর্য্যশিশুর প্রথম রক্ত-রাগের
সংপ্রেরণায়
বর্ণ ফলায়
স্বর্গরাজ্যের নবীন চন্দ্রাতপের
নবীন বর্ণমালা—
আপনি বালা—
অপূর্ব্ব সে রঙের তূলি নিয়া
রঙ্গ ভঙ্গে
সর্ব্ব অঙ্গে
প্রসাধনের শিল্প সমাপিয়া—
পুত্তলিটির পানে
স্থির নয়ানে—
নয়ন দিয়ে দেখে—
কেমন দেখায়—
পুত্তলিকায়—
নূতন বর্ণ মেখে !

* * *

* *

(৩—প্রাণের সাড়া)

নূতন সৃষ্টি নূতন দৃষ্টি কৌতূহলে চায়
গূঢ় বেদনায়
সজীব শিশু, সচল হল
রোদন রাখা দায় ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণের সাড়া
শিউরে জেগে উঠে
হৃদয় কেঁপে উঠে শিশুর
কোমল বক্ষপুটে ;
ব্যথায় জর জর্ —
আড়ষ্ট-হিম্ -রূঢ়-কঠিন
-স্পর্শে থর থর—
বৃন্তে বিরল পুষ্পসম
ত্রস্ত নিরন্তর ।

সেই বেদনায় কী মমতায় হৃদয় কূলে কূলে—
পূর্ণ হ'য়ে উঠে বালার বক্ষ উঠে দুলে ;
অশ্রু-সজল—আঁখির তারা—
মীনের মত পলক-হারা—
সকল ভুলে ভুলে ;
শিশুর বুকে মুখে—
দুগ্ধ-শুভ্র-স্নেহের-ধারা উথ্‌লে ঝরে সুখে ।

(৪—সমাধি)

রূপার কাঠি স্পর্শ ক'রে
অশ্রু মিলায় হর্ষ-ভরে
আঁখির পাতা,—পাতায় পাতা চুমে,—
মগ্ন গভীর ঘুমে
সৃষ্টি-পরীর—পুতুল-খেলায়—
রঙ্গালয়ের—প্রথম বেলায়—
আলোয় অন্ধকারে—
মিলিয়ে গেল শব্দ-সাড়া ঘুমের পারাবারে
নিবিয়ে গেল দিনের আলো অস্তাচল-পারে।

‘থাক্‌ত যদি’

বনাম

‘বাবুয়ানার-বহর’

আমার যদি থাক্‌তো একটা মোহর
পাগড়ী এঁটে টিকিট কেটে যেতাম দিল্লী-সহর
নাগ্‌রা জুতা প’রে পায়ে
সল্মা-জরির কুর্ত্তা গায়ে
দেখিয়ে দিতাম বাদ্‌শাদারী বাবুয়ানার বহর !
আমার যদি থাক্‌তো একটা মোহর !

আমার যদি থাক্‌তো একটা গিনী
সটান্ যেতাম কল্‌কাতা আর কুল্‌পি খেতাম দিনই
রুটি মাখন খেয়ে দেহ
নিটোল নিখুঁত হ’ত ; কেহ—
—কেহ হয়তো ভাব্‌তো রাজা উজির হবেন ইনি !
আমার যদি থাক্‌তো একটা গিনী ।

আমার যদি থাক্‌তো একটা টাকা
সাঁঝ-সকালে দুল্‌কি-চালে হাওয়া খেতাম ফাঁকা
কল্মা-চালের ভাতে ডালে—
এক রকমে বাবুর-হালে—
চলে যে’ত দিনেক দুদিন গৃহস্থালী রাখা
আমার যদি থাক্‌তো একটা টাকা ।

থাক্‌তো নিদেন একটা যদি পয়সা
ঠাণ্ডা চিনির পানা খেয়ে প্রাণটা হ'ত ফর্‌সা
না হয় একটা পানের খিলি
মুখ রাঙিয়ে বেলা-বিলি
ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে পেতাম অনেক ভর্‌সা
থাক্‌তো নেহাৎ যদি একটা পয়সা

(কিন্তু) নাইক মোহর নাইক গিনী
টাকার অভাব চিরদিনই
পয়সা তাও কি চাইবামাত্র জুটে—
ক'ল্‌কাতা আর দিল্লী সহর
লম্বা কোঁচার লম্বা বহর
পয়সা টাকা গিনী মোহর
আন্‌বো ঘরে লুটে
আজ্‌কে না হয় নেইকো ট্যাঁকে
কাল্‌কে যাবেই জুটে।

সুরা-সুন্দরী

হে স্বৈরিণি—হে সৈরিন্ধ্রি,—সুন্দরি আমার !
দূর কর জাড্যলেশ কবি-কল্পনার
স্তুতি রচনায় তব, হে বরবর্ণিনি !
চিত্তে মোর নৃত্য কর বাজায়ে কিঙ্কিনী
কঙ্কনে ঝঙ্কার তুলি নূপুরে নিক্কণ
নৃত্যে নব ছন্দ,—সুরে ভ্রমর গুঞ্জন,
নেত্রে সুচটুল দৃষ্টি শফরীর প্রায়,
তন্তুবায়-তন্তুবহ (১) -সম আসে যায়,
(২) চক্রিকার-সূচীসম কভু ঘুরে ঘুরে—
প্রেমসূত্র করে সৃষ্টি।
এই বিশ্বপুরে
কারুশিল্পে বিশ্বকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ সূত্রধর
শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; কল্পনার চারু চিত্রকর,
সূত্রধার বিশ্ব-নাটিকার ;
তন্তু দিয়া—
ঊর্ণনাভি সম কারুকার্য্য বিনাইয়া
ধীবরের চক্রজাল কর বিরচণ
প্রেমিকেরা সাঙ্গোপাঙ্গ করি সন্তরণ
বাঁধা যায় সাধিয়া সাধিয়া,—

(১) মাকু। (২) চরকার ছুঁচ, অর্থাৎ টেকো।

অজামিল—

-সম মুক্তি দাও তাহাদের অনাবিল-
হৃষ্ট-চিত্তে। অতি অনায়াসে সুবৃহৎ
রোহিতেরে খেলাইয়া তীরে যুগপৎ
মুক্তি-সুখ সহর্ষ-বিস্ময়ে কর দান,
ভকত-বৎসলা, পূর্ণ করি মন প্রাণ
ভক্ত প্রেমিকের (১) নবাবী বৈকুণ্ঠ ধামে
নিমজ্জিত করি পূর্ণ কর সর্ব্বকামে।
দাব-দগ্ধ তৃষাতুর মাগে যবে জল
(২) কপিঞ্জল-সম-কণ্ঠে সুধা সুতরল
ঢাল (৩) অলিঞ্জরে সুরা কয় কেহ কেহ
কাঞ্চন-মণ্ডিত-মূর্ত্তি কামিনীর স্নেহ-
-প্রেম-পূত-রস-ধার ; ঈষদুষ্ণ-শ্বাস
রুষ্ট-অহিতুণ্ড-ফেন-নিঃসৃত-নির্য্যাস
মৃত-সঞ্জীবনী ; তরল গরলামৃত
অশ্বিনী-কুমার-ধন্বন্তরি-সহকৃত
বৃহদাবিষ্কার! অঘোর-নৃসিংহ-রস! (৪)
নিন্দুকেরা কহে মত্ত ; ভক্তিপরবশ
ভক্তজনে সত্তমুক্তি সর্ব্বসাম্য সাম
ডুবাইয়া সর্ব্ব-রূপ সর্ব্ব-নাম-ধাম।

(১) নবাবী আমলে অত্যাচারের জন্য প্রস্তুত কৃত্রিম নরক-বিশেষ।
(২) চাতক। (৩) কলসী। (৪) সর্প বিষ মিশ্রিত ঔষধ বিশেষ।

হে সুন্দরী, স্মেরাননে কোকনদ-রাগ,
গণ্ডে লোধ্ররেণু, ওষ্ঠে বান্ধুলি-পরাগ,
মদ-মুকুলিত-নেত্র-কুলাল-চক্রিকা
অঘটন-পটীয়সী ;
ওগো সুরসিকা,
সুধাস্যন্দি মধুগন্ধি বিম্বাধর-সুধা
বিষ-কুম্ভ-মুখে,—জয় করি এ বসুধা
কত বীর নৃপতির গর্ব্ব অপহরি
তাম্বুল-করঙ্ক-বাহী ক্রীত-দাস করি
মৃণাল-বল্লরী-বাহু বাঁধি কণ্ঠে গলে
অন্তরে বাহিরে দগ্ধ (১) আলাত-অনলে
রাখিয়াছ দৌবারিক প্রাসাদে তোমার
হে সুন্দরী লহ নতি লহ নমস্কার।

বৈরাগ্যের তাপ-শুষ্ক তপস্যা-জর্জ্জর
বজ্রাস্থি-পঞ্জর-তলে প্রাণের মর্ম্মর
জাগাইয়া তোলো দেবি ; বঞ্জুল-বদনি,
কুসুমেষু বসন্তের প্রসূন-বরণি
প্রিয় সহচরি ;
অক্ষুণ্ণ চার্ব্বাক-ভাষ্যে
উড়াইয়া বিজয়-কেতন স্মিত হাস্যে

(১) অঙ্গার।

মুগ্ধ বুধে মুগ্ধ-বোধ কর অধ্যাপন
অভিনব নাট্যকলা তাণ্ডব-নর্ত্তন,
তন্ত্র মন্ত্র কত মুদ্রা কত যন্ত্র আর,
(১) আগমে স্বাগত-বাণী কহে বারংবার।
শিব-বক্ত্রাগত তুমি গিরিজা-শ্রবণে
প্রবেশিলে মহামায়ে গানে গুঞ্জরণে
চিত্ত করি চমৎকার।
ভৈরবের দলে
সৌরভেতে মত্ত করি ভৈরবীর ছলে
নৃত্য কর ধেই ধেই আলুথালু বেশ
মুখে অট্ট অট্ট হাসি এলায়িত কেশ
প্রশস্ত দক্ষিণ করে পাত্র-অবশেষ
কর দান তব মহা প্রসাদের লেশ
ভক্তদলে।
এস সৌম্যা সৌম্যতর-রূপে
বাঁধিয়া (২) ধম্মিল্লে ফুল্লমালা চুপে চুপে
এস প্রাণে এস মনে বক্ষে বরাননে
শুধু) মুখে তব সুখস্পর্শ দিওনা ললনে
কি জানি পণ্ডিতম্মন্য প্রায়শ্চিত্ত-ছলে
ভট্টপল্লী হ'তে বিধি দিয়া তুষানলে

(১) আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে। (২) খোপা, বেণী।

দগ্ধ করে কিষ্কিন্ধ্য-বিধানে অভাজনে
স্মৃতির ইন্ধনে !
বিস্মৃতির শুভক্ষণে
সর্ব্ব-দুঃখ সর্ব্ব-গ্লানি ভুলি ফুল্ল-মনে
মানব-দানব-দেব,—কুসুম-চন্দনে
তোমারে বন্দনা করে ;
তব কৃপা লভি
মূর্খ-মূক [১] বাবদূক হয় বাগ্মী কবি
রাজেন্দ্র পর্য্যঙ্ক ত্যজি ধূলিতে লুটায়
মহর্ষি সহর্ষে গড়াগড়ি নর্দ্দামায়
যায় সাম্যজ্ঞানে !
এস দেবি মনোরথে
বক্ষে প্রেম চক্ষে স্বপ্ন অন্তরীক্ষ-পথে
অয়ি কামরূপে পূর্ণ কর মনস্কাম
হে সুন্দরি লহ মোর সভক্তি প্রণাম।

---

(১) বাচাল।

কাঙাল

ছিন্ন ক'রে মুক্তাহারে
ছড়িয়ে দিয়ে কান্তারে
কাঙাল হয়ে এলেম ফিরে ঘরে—
রত্ন-রাজি চূর্ণ ক'রে
বিজন মরু-প্রান্তরে
নিলাম ধূলা আঁচল ভ'রে ভ'রে।

সাত-নলেরি মধ্যমণি
ছিনিয়ে নিয়ে বুক থেকে
দিলাম ফেলে ;—নিলাম সেধে সেধে
চিত্রলেখা দগ্ধ ক'রি
ভস্মে ভ'রি অঞ্জলি
বক্ষপুটে নিলাম বেঁধে বেঁধে।

কর্পূরেরি সুবাস লোভে
মুগ্ধ হ'ল মন যবে
দিলাম ঢেলে ধূপের শিখা পরে
দীপ্ত-শিখা মুহূর্ত্তেকে
নিঃশেষিল হায় রে সে—
-গন্ধটুকু মিলায় হা' হা' ক'রে।
বক্ষ-জুড়ে বিশ্ব-ভ'রে
বিরহ তার সঞ্চরে
ধরার শিশু ধরায় গেছে মিশে—
বিদায়-গাথা উদাস সুরে
ব্যথায় দুনয়ন ঝুরে
স্মরণে আজ মিশায় সুধা বিষে।

ভাঙ্গা-খেলার-সাথী

আমায় যবে ডাক্‌লে প্রিয়,—
‘প্রিয়তম আয়’-ব’লে
ব্যস্ত ছিলেম কী যে ভস্ম-কাজে
তাই কি দেরী সইলো নাকো
তাই ব’লে কি যায় চ’লে
আক্ষেপে আজ বক্ষে কাঁটা বাজে।
অভিমানেই রইলে প্রিয়
চাইলে নাকো চোখ তুলে
সেই যে আঁখি মুদ্‌লে অভিমানে
কঠিন হিয়া গল্‌বে নাকি
বল্‌বে না আর মন-খুলে
প্রাণের ব্যথা মিলিয়ে যাবে প্রাণে।
কতই কথা বলবে প্রিয়
আশায় হয়ে ভ্রান্ত হে
সিক্ত-স্বরে শুধাই বারে বার—
কইলে নাকো, রইলে নাকো
মুহূর্ত্তেরি পান্থ হে
মুহূর্ত্তে সব করলে ছারেখার।

খেলা-ঘরের ধূলার-খেলা
প্রভাত-বেলা ভাঙ্‌লে সে
সন্ধ্যা হ'তে সইলো নাকি দেরী—
রাত পোহালে খেলার সাথী
মলিন-মুখে ফিরবে সে
শূন্য-ঘরে তোমায় নাহি হেরি।
তোমায় ডেকে ছুটবে ফিরে
গোষ্ঠে বেলা-ভূমির তীরে
চরণ-রেখা লক্ষ্য করি করি—
বন-দেবীর অন্তঃপুরে
হাঁক্‌বে গিয়ে করুণ স্বরে
তোমার প্রিয় নামটি ধরি ধরি।
গভীর রাতে শিশির-পাতে
চমকি,—রাত না পোহাতে,
তুমিই বুঝি ডাক্‌লে মনে ক'রে—
'যাই' বলে যাই চল্‌বে ছুটে
আবেগ-ভরে, পড়বে লুটে—
ভুল-ভাঙা তার ব্যথার অশ্রু ঝ'রে।

মানস-প্রতিমা

হে মম মানস,
তোমারে সে জীবনের প্রথম-নিশায়
অপূর্ণ-সাধের-স্বপ্ন ব্যর্থ করি হায়
তুলেছি ডাকিয়া ; ভাঙ্গিয়া দিয়েছি তব
বিশ্রামের স্বল্প অবসর,—
অভিনব
প্রতিহিংসা লবে তাই করি নির্য্যাতন ?
প্রতিদণ্ডে প্রতিপলে ভরি প্রাণমন
আঁকিবে নূতন বর্ণে নূতন আশায়
মোহের মধুর ছবি,—নবতুরাশায়
ছুটিব যেমনি—টুটিবে মোহের ঘোর
নিমেষে মিলায়ে যাবে সে কু-আশা মোর
কুয়াসার ঘোর সম রক্ত-রবি-রাগে,
ঊষসীর জাগরণ চক্ষে যবে লাগে
স্বপ্ন-সুখ-ভাঙা।
মোর বক্ষে-আঁকা-ছবি
দাও, নহে ক্ষান্তি দাও, কল্পনার কবি,—
মিথ্যা-চাটু-মুখর-ভাষণ বন্ধ কর,—
অন্ধ কর মোরে,—নহে নেত্রে তুলে ধর—
মানসী প্রতিমা খানি করি অঙ্গরাগ
বিচিত্র বিবিধ বর্ণে ভরি অনুরাগ

প্রতি-অবয়বে,—পূর্ণ কর হে কুশলী
শিল্প-আলিম্পন,—
মোর প্রাণের পুতলী
দৃষ্টি দিয়া প্রাণ দিয়া কর সচেতন
সন্তর্পণে মৃতকল্প প্রাণের তর্পণ
মুক্তধারা ত্রিবেণী সঙ্গমে,—সমাপন
কর সযতনে, অঙ্গে অঙ্গে জাগরণ
করিয়া সঞ্চার।
নহে আঁকিও না ছবি
কাজ নাই সুখে বন্ধু ঢালিয়োনা হবি
কামনা-শিখায়; সংকল্প বিকল্প ভুলি,
ধরাবক্ষে শিশুসম বেড়াইয়া বুলি
পুনরায়।
আমন্ত্রিয়া সমাদর কোরে
কোরোনা বিদায় আধ-জাগা-ঘুম-ঘোরে—
সুখ-স্বপ্নে জীবন-প্রদোষে।
প্রিয়তম
ক্ষণিকের অতিথিরে বক্ষে দাও মম
সর্ব্বহারা রাঘবের স্বর্ণ-সীতা-সম
ক্ষণিকেরি তরে শুধু,—হোয়োনা নির্ম্মম।

ভিক্ষার লাঘব

তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ যাচকাঃ
বায়ুনা চ ন নীয়ন্তে অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া।

তৃণ-হ'তে লঘু অতি কার্পাসের ভার—
তাহা হ'তে লঘুতর মর্য্যাদা ভিক্ষার,
তথাপিও প্রভঞ্জন না উড়ায় তারে—
ইতস্ততঃ করে সদা তারে স্পর্শিবারে ;
কি জানি কী চেয়ে বসে শঙ্কা বাসে তাই
হায় ভিক্ষুকের চিত্তে লজ্জা তবু নাই !

———

কাঞ্চনের খেদ

অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং ন দুঃখং লৌহ-তাড়নে
ইদমেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলতে।

অগ্নিদাহে দগ্ধ কর দুঃখ তাহে নাই
লৌহ-মুদ্গরের ঘায় যে বেদনা পাই
সহি তা'ও হাসি-মুখে।
কিন্তু যবে মোরে
তুচ্ছ গুঞ্জাফল-সহ তুলাদণ্ড ধোরে—
কর তুলা,—বলি আমি মাতা ধরিত্রীরে
"হে জননী দ্বিধা হও বক্ষে লহ ফিরে।"

———

জীবন প্রবাহ

হায় মানবের ভুল দুদিনের ধূলা-খেলা
দুদিনের সুখে শোকে হাসি-রোদনের মেলা—
চাহ যদি তৃষাকুল তৃষাতুর মৃগপ্রায়
ছুটিতে সুখের পানে মরীচি মিলায়ে যায়।

এই আছে এই নাই এই ছিল গেল কোথা
ক্ষণেক সুখের সাধ আনিল অনেক ব্যথা ;
বহিয়া তটিনী-প্রায় কঠিন কান্তার-গায়
আছাড়িয়া শতবার প্রাণ করে 'হায় হায়'—

তনু দেহ তপ্তবায় শুখাইয়া যায় যদি
আকাশে বাতাসে মিশে মিলাইয়া যায় নদী ;—
অথবা অনন্ত-পথে চলিতে চপল পদে
দিশেহারা মরি ভুলে সিন্ধুভ্রম করি হ্রদে—

পড়িয়া অধীর-সুখে পীড়িত শ্রমের ভারে
চির-শ্রান্তি-বিনিময়ে চির-শান্তি কিনিবারে ;
হায় তটিনীর ভুল হায় রে অসহ আশা
চির-মুক্তি-ভ্রমে নদী বদ্ধ-হ্রদে নিলে বাসা !

উষ্ণ-শ্বাসে অবিরাম অনু-পরমাণু-ক'রে
ফিরে গিয়ে আরবার এস বরষায় ঝ'রে,—
এস বেয়ে আরবার ছুটোনা অমন ক'রে
চির-স্থির সিন্ধুনীর যাবে না কোথাও স'রে।

বহিতে বহিতে যদি ক্ষীণ-দেহ দেখ কারে
নিঝর অথবা নদী হাত ধ'রে নিয়ো তারে
সে হবে তোমার সাথী দুই দেহে একপ্রাণ
এক লক্ষ্য দোঁহাকার একতীর্থে অভিযান।

চলিও মন্থর পদে অতল-গভীর-জলে
নিদাঘ-ভানুর কর পশিবে না সে-অতলে,—
ভুলিবে অসহ তাপ পড়িবে বরষা ঝরি
ছুটিবে উছল জল দুকূল প্লাবন করি,—

মিলিবে সিন্ধুর সনে গাহিয়া মিলন-গান
'যাওয়া' হয়ে যাবে 'আসা' বেদনার অবসান।
ভরা-গাঙে চলে তরী অতল-বিথার-জলে
অনুকূল সুখ-স্রোতে হেলিয়া দুলিয়া চলে।

ফুকারিলে ঝঞ্ঝাবাত উচাটন করে প্রাণ
বহে স্রোত ক্ষুর-ধার তৃণ দিলে শতখান
প্রতিকূল যবে বায়ু নামাইয়া লই পাল
না রাখিতে পারি তরী মাঝি বিনা 'বান্‌চাল্‌'।

কখনো পরশমণি কল্পলতা মনোলোভা
পারিজাত-পরিমল খুঁজে মরি কখনোবা—
কল্পভুবন-চারী আরোহিয়া মনোরথে
দশ ঘোড়া জুড়ি দিয়া ছুটি কল্পনার পথে—

কত নিরুদ্দেশ দেশে কত নব সমাচার
পলকে সমুদ্র সাত তেরো নদী হই পার
জীবন-যামিনী জাগি রুধিয়া হৃদয়-দ্বার
ব্যাকুলিত বেদনায় প্রাণ মন ছারখার।

আপনার মাঝে কভু আপনি গুমরি মরি
নিভায়ে আশার দীপ জ্বালিতে ফুৎকার করি!
মানবের পরমায়ু ক্ষুদ্র গুটি-কত দিন
কেটে যায় স্বপ্নপ্রায় অর্থ-ভাষা-ভাব-হীন।

আজ বুঝি ভাল যাহা, ভাল যাহা নহে আর—
কাল পুনঃ ভুলে গিয়ে ভালো মন্দ একাকার
যত শিখি তত ভুলি এমনি বিভোলা মন
যত গড়ি তত ভাঙি এমনি ভঙ্গুর পণ।

ষড়ঋতু বারো মাস প্রতি-রাত্রি-দিন ধ'রে
(১) চলে কাল অবিরাম দুই পক্ষে ভর ক'রে
আঁধারের আলোকের শ্যাম শুভ্র দুই লীলা
দুই ঠাঁই থাকে দোঁহে কভু দোঁহে করে খেলা।

(১) কাল যেন পক্ষী। ইহার দুটী পক্ষ; একটী 'শুভ্র'—সেটী আলোক বা দিন, অপরটী—কৃষ্ণ, সেটী অন্ধকার বা রাত্রি। পক্ষ ছড়াইলে—'শ্যাম শুভ্র' দুই ঠাঁই; পক্ষ গুটাইলে 'এক ঠাঁই করে খেলা'—আলো ছায়ার সংমিশ্রণে উদয়াস্তের অভিরাম ইন্দ্রজালে Dove's twi-light ও Raven's twilightএর অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য।

উজ্জল-রক্তিম-আভা প্রতি উদয়াস্তের
অভিরাম ইন্দ্রজাল শাশ্বত স্বভাবের
মৃৎপিণ্ড কুলালের ত্রিজগৎ গ্রহতারা
ফিরিতেছে চক্রাকারে নিরন্তর দিশে-হারা।

(১) 'সূত্রে মণিগণা ইব' পরস্পরে বাঁধো কসি
তুমি তা'র সূত্রধার ; (২) নটী নৃত্য-পটীয়সী।
সূত্র-রূপী আছো স্থির সংযোজিয়া পরস্পরে
নিগূঢ় চেতনা-রূপী জড়ের অন্তর ভ'রে।

* * * *

দূর হোতে দূরতর ত্রিভুবন ব্যবধান
অন্তরে অন্তরতম সঙ্গীতের একতান
ফুরালে গানের ভাষা প্রাণে যেন বাজে সুর
তেমনি অন্তরে রাজো তোমারি এ অন্তঃপুর।

(১) ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব—গীতা।
(২) 'দৈবী'—'গুণময়ী'—'মায়া'—গীতা।

(১) পুরশায়ী হে পুরুষ গুপ্তধারা ফল্গুপ্রায়
অনাবিল স্নেহ-স্রোত সুগোপনে ব'য়ে যায়
হায়রে কস্তুরী-মৃগ যতদূরে মর ঘুরে
পলাইয়া সে সুবাস দূর হ'তে যায় দূরে।

সুখ-সঙ্গী হে মানব হে তৃষিত কোথা যাও
আপন অন্তরে সুধা আপন অন্তরে চাও
(২) সূর্য্য কিবা সুপ্রকাশ চন্দ্র কিবা সুশীতল
(৩) অখণ্ড-মণ্ডলা-কারে ঝরে রূপ অবিরল।

(৪) 'ঊর্দ্ধমূল' 'অশ্বথের' 'অধঃ শাখা'-পত্র-ফুল
'অসঙ্গ কুঠার'-করে ছেদিয়া সুদৃঢ় মূল
পথ-চেয়ে বসে থাকো পরম-প্রত্যয়-ভরে,
নিবেদিয়া আপনায় পরম প্রভুর করে।



(১) পুর্য্যং শেতে ইতি পুরুষঃ।
(২) সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
(৩) 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং'।
(৪) ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

আকাশ

আকাশ তুমি শুনেছি নাকি প্রথম যবে প্রকাশ হ'লে
প্রণব-রব প্রসবি নাকি ধ্বনিয়াছিলে দিক সকলে ;
তোমাতে ফুটি উঠিল রবি শশী ও তারা, 'ঋতম্ভরা—
-প্রজ্ঞা'-লোকে হইল ভোর, হইল আলো গগন-ভরা।
আকাশ তুমি শব্দ-প্রসূ শব্দ কি গো শুনিতে পাও ?
অথবা তুমি শব্দ শুধু শব্দে শুধু প্রকাশ পাও—?
ধরিবে কে বা তোমারে বল ফলিল সব তোমারি গায়—
গর্ভ হ'তে সৃষ্টি ফুটি মেলিল আঁখি তব কুলায়।
অনাদি আদি-অন্ত-হারা—মধ্য শুধু মূর্ত্তিমান
অতীত অনাগতের মাঝে শৃঙ্খলিত বর্ত্তমান।
তোমারি নীড়ে বাঁধিয়া বাসা সপ্তলোক লভিল প্রাণ
ভর্গরূপা জ্যোতিষ্মতী গায়ত্রী সে তোমারি দান।
অসত্যের আবর্ত্তনে ঘটের মত মৃত্তিকায়
কত না রূপ উঠিল গড়ি পড়িল ভাঙি অমনি হায়,
ভাঙিয়া গড়ো গড়িয়া ভাঙো রচিয়া মৃগ-তৃষ্ণিকায়
সত্য যাহা রহিল তাহা তোমারি অবিভক্ততায়।
সাক্ষী-রূপে বসিয়া দেখ তোমার তলে মহতী মেলা
ঊর্দ্ধে তুমি সিন্ধুসম দীপালী জ্বলে সকল বেলা—
রত্নাকরে রত্নসম তারার মালা পরিয়া গলে
আকাশ তুমি বসিয়া হাসো রাজার মত রঙ্‌মহলে।

—

ভিক্ষা

জীবন ভরা বিফলতায়
বাঁচিয়া শুধু কিফল হায়
বিফল সারা রাত্রি দিনমান,—
কর্ম্মহীন দীর্ঘ বেলা
শুধুই হাসি শুধুই খেলা
সুখের স্রোতে দোতুল মন প্রাণ।
দাও গো মোরে বেদনা দাও
সহিতে মোরে শকতি দাও
যুঝিতে মোর বাহুতে দাও বল—
বক্ষ ভরি ভরসা দাও
কোমল কর বুলায়ে দাও
হউক দেহ চেতনা-চঞ্চল।
শিশির-ঝরা প্রভাত-বায়
যেন গো হিয়া পুলক পায়
নবীন আলো নয়নে ঝলমল্—
চরণ চুমি পরাণ মম
গাহিয়া উঠে ভ্রমর সম
ফুটিয়া উঠে হৃদয়-শতদল।

শরৎ-লক্ষ্মী

আজিকে সজনি নয়নে তোমার
করুণার আভা উঠেছে ফুটি
বিজলীর জ্বালা নাহিক নয়নে
এ যেন ফুল্ল কমল দুটি !

কালো তমালের নিবিড় আঁধার
চূর্ণ-অলকে লাগিল ছায়া—
হসিত দশনে দশমীর শশী
রূপালি কিরণে রচিল মায়া।

বক্ষে লাগিল জোয়ারের ঢেউ
নীলিম চক্ষে আকাশ ভাসে
মরমের কথা জানেনা তো কেউ
কাহার ভাগ্য দেবতা হাসে।

সরসীর জলে স্বচ্ছ আকাশ
গোপনে আপন মূরতি আঁকে
মরম-তলের না পাই আভাস
দৃষ্টি-উদাস চোখের ফাঁকে।

ভেসে ভেসে চলে মেঘ দলে দলে
কেহ নাহি চাহে কাহারো পানে—
কাহারো বরণ অঞ্জন-ঘন
অরুণের আলো কাহারো প্রাণে।

স্নিগ্ধ শ্যামল মেঘের ছায়ায়
সজল তোমার মরম-তলে—
দলে দলে কতো বাসনা উড়ায়
কভু ঝ'রে পড়ে নয়ন-জলে।

শরতের মুখে সহসা কখন
অশ্রু-পুলকে হাসিটি ভিজে
তোমারে হেরিয়া স্নিগ্ধ তপন
ফুটে যে কখন বোঝো না নিজে।

পিছনে শ্যামল আলো ঝলমল
শ্রাবণ-শস্য ক্ষেত্র-ভরা
সমুখে হিমের ধূম্র কুহেলি
নিশীথ-সিক্ত-শিশির-ঝরা।

মঙ্গল-ঘট বক্ষে তোমার
কনকাঞ্চল চুম্বে ধরা
পূর্ণ নয়নে দেখিব তোমার
নয়ন-ভঙ্গী রঙ্গে ভরা।

ধন্বন্তরি

তোমারে বন্দনা করি হে পীযূষ-পাণি
সমুদ্র-মন্থন-লব্ধ সুধাপাত্র খানি
দিয়া দেবতারে, সমর্পিলে আপনারে —
জরা-মৃত্যু-বেদনা-জর্জ্জর ব্যাধিভারে
পীড়িত সংসারে, ঘুচাবারে ব্যথিতের
ব্যথা, নাশিবারে দুঃখ ক্লেশ আতুরের
আর্ত্তি কাতরতা।
তোমারে বন্দনা করি
সেবাব্রত চিত্তখানি করুণায় ভরি
অবতীর্ণ ধরাতলে, হে করুণাময়
নিজ কর্ম্মফলে নর যতো দুঃখ সয়
তাহারি বেদনা-ভার বহি নিজ শিরে
শান্ত হাসিমুখে।
কাশী-তীর্থে গঙ্গাতীরে
ধন্য করি ধন্ব-রাজপুরী, হে বৈরাগী
রাজার দুলাল, বাহিরিলে সর্ব্বত্যাগী
ভিখারীর প্রায় কৌপীন সম্বল করি
রক্ত পদতল হ'তে পড়ে ঝরি ঝরি
কুশক্ষত তপ্তরক্ত ধারা।

দিবোদাস

দেবতা-দুর্ল্লভ ত্যজি স্বর্গ-অভিলাষ
সর্ব্বসুখ নন্দন-বিলাস, সুরামত্ত
সুধাসক্ত দেবদেবী দলে, পরিত্যক্ত
দুঃসঙ্গের মত করি ত্যাগ,—
এলে চ'লে
নররূপে চুপে চুপে এই পৃথ্বীতলে
যেথা দক্ষ-অপমান-ক্রুদ্ধ-শিব-রোষে
সমুদ্ভুত জ্বরাসুর প্রভাতে প্রদোষে
দগ্ধ করে নর নারী আহা মরি মরি
আনন্দ-সুন্দর-মূর্ত্তি শিশুটীরে ধরি
ডালি দেয় জ্বলন্ত অনলে।
এলে ছুটে
শান্ত করি কালান্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে
করপুটে সন্তোষ প্রসাদ, সযতনে
তুষ্ট করি আশুতোষে মিনতি-বচনে
পুষ্ট করি তৃণগুল্ম বিটপী বল্লরী
মৃত-সঞ্জীবনী-সুধারসে পূর্ণ করি
দারুময়-মানব-বান্ধবে, হিয়া তব
তৃপ্ত তবু নহে, জ্ঞানবলে অভিনব
প্রাণশক্তি-বলে কৃষ্ণ-সর্প-বিষ-রাশি
করি বিশোধন, সঞ্চারিলে পরকাশি

নব শক্তি বিচিত্র বিধানে, বুঝাইলে
শিষ্যদলে 'বিষে বিষক্ষয়।'
শিখাইলে
পদার্থ-শোধন-বিদ্যা রসায়ন-যোগে
অমৃতে গরল বর্ষে গরল-প্রয়োগে
ফলে কভু অমৃতের ফল।
সযতনে
প্রচারিলে ত্যাগ-নীতি-কথা শিষ্যগণে
আত্মকাম-স্বার্থসিদ্ধি-বর্জ্জনের লাগি
বিজ্ঞান বিশুদ্ধ-জ্ঞান-গর্ভ অনুরাগী
আপ্তকাম ভক্ত জনে জনে,
প্রাণপণে
আরোগ্য-বিধানে মৃতপ্রায় জনে জনে
দিলে প্রাণদান "শুধু ভূত-দয়া লাগি"-
যশোলিপ্সা-স্বার্থকাম-চির-পরিত্যাগী
হে বৈরাগী, সাবধান করি বারংবার
ইষ্টমন্ত্র-সম কর্ণে দিলে তা'সবার
অধ্যাপন-কালে।

* * * *
* * *
* *

দীপ্ত-কান্তি হে দেবতা,—
তপঃপ্রভা-সমুজ্জ্বল-কায়, সে বারতা
আজো হেথা সূর্য্য-সম জ্বলে, তা'র ভাতি
শিবমূর্ত্তি প্রতি জীবে চেতনার বাতি
জ্বালে বক্ষে অন্তরের তলে।
শিক্ষা নহে
দীক্ষাসম জগতের নর নারী কহে
সে মহান্ তব বিদ্যাদান।
মহাপ্রাণ—
আজো তাই তব জয় তব যশোগান
পাষাণে জাগায় সাড়া
হে মহাতাপস
ছিলে দেব হ'লে রাজা দয়া-পরবশ
হ'লে ঋষি, হে রাজর্ষি, পৌরাণিক-দলে
বিষ্ণু-অবতার বলি নত পদতলে।



বর্ণ-পরিচয়

এই বিশ্বে পত্রে পুষ্পে শ্যাম শষ্পে তৃণে
আঁকিয়াছ বর্ণ-রেখা তাই চিনে চিনে
করি নিত্য নব নব বর্ণ-পরিচয়,
হেরি নিত্য মহাগ্রন্থ ব্যাপ্ত ধরাময়,—
হে কবি, সে মহা-কাব্য গীতে ছন্দে সাধা
কে না জানে প্রাণে প্রাণে সেই স্বর বাঁধা
বৃক্ষ-পত্রে প্রতি-ছত্রে পাতায় পাতায়
ধরিত্রীর শিশু-শিষ্য-মানবের প্রাণের খাতায়।

বৈজ্ঞানিকে করে ধরি কাব্য-পুরোহিত
দীক্ষা দেয় কবি, দ্বন্দ্ব দ্বিধা অপনীত
করি দূর সকল সংশয়, দেখাইয়া
দেয় তা'রে কুসুমের অন্তর মথিয়া
নিরন্তর কতো গান কতো সুর বাজে
পরাগের পুঞ্জে পুঞ্জে পর্ণপুট-মাঝে
পীযূষ-সঞ্চয়ে ;—বিলাইয়া পরিমল
মিলাইয়া যায় মলয়জ সুশীতল
মধু-গন্ধ-বহ।

অন্ধনাহি রহ আজি—
কুঙ্কুমের চিত্র-লেখা-আলিম্পনে সাজি
ললাটে চন্দন-বিন্দু সীমন্তে সিন্দুর
গণ্ডে ওষ্ঠে ঊষার লালিমা—
কী মধুর
মৌনরূপ অপরূপ কী মহিমাময়
এই বিশ্ব-প্রকৃতির করে পরিচয়
প্রথম-দর্শন-মুগ্ধ পুরুষের সনে
লাজ-নম্র-বধূ-রূপে ;
ভাবি মনে মনে—
এই-চাওয়া এই-পাওয়া পরস্পর—
প্রতি-পুষ্প-পরাগের প্রাণের ভিতর
এ উহারে দেয় হাত-ছানি, মর্ম্ম-মাঝে
নিতিদিন বন্ধহীন যে ক্রন্দন বাজে
যে বিরহ অহরহ পুলকে পীড়নে
মিলনের করে শঙ্খধ্বনি—
যে মিলনে
তৃষাশুষ্ক প্রাণপুষ্প শতদল-প্রায়
শিশির-মুকুতা-হারে মরীচি-মালায়
প্রস্ফুটিত হয় ঊষাকালে, হেরি তা'য়
হাসে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে হিমাদ্রি-চূড়ায়
তুষার-দর্পণে—

সেই-হাস্য সে-মিলন
ক্ষণে ক্ষণে খ'সে পড়া সে অবগুণ্ঠন
বিরহ-রজনী-শেষে কুহেলিকাময়
প্রতি ঊষাকালে নিত্য নব পরিচয়
স্বচ্ছ নীলাকাশে—
আলোকে আঁধারে ঘিরে
মুগ্ধ-কবি-হৃদয়ের প্রাণ-বধূটীরে
লীলায় খেলায় কিবা কর কেবা জানে
অশ্রুত-অপূর্ব্ব-মন্ত্র কহ কানে কানে !

মুক্তি-দাত্রী

যাসামঞ্চলবাতেন দীপোনির্ব্বাণতাং গতঃ
তাসামালিঙ্গনে পুংসাং নরকে পতনং কুতঃ ?

যার আঁচলের বাতাস লেগে
নির্ব্বাণেরি পূর্ণ-বেগে
সদ্যমুক্তি লভে মুগ্ধ দীপ—

স্নিগ্ধ-মধুর-হাস্য হেসে
তাহার স্নেহ-সমাশ্লেষে
পাপের ভয়ের মিথ্যা টীকা-টিপ !

(টীকা-টিপ—টীকা-টিপ্পনী)

কুলাঙ্গনা

হার-হীরক-হিরণ্য-ভূষণৈ স্তোষমেতি গণিকা ধনৈষিণী
প্রেম-কোমল-কটাক্ষ-বীক্ষিতৈরেব জীবতি কুলাঙ্গনা-জনঃ।

মণি-কাঞ্চনের-মালা কণ্ঠে দোলাইয়া
জীবন সার্থক জ্ঞান করে বারাঙ্গনা

দরিদ্র-পতির প্রেম-কটাক্ষ লভিয়া
হিংসা নাহি করে সাধ্বী চির-তৃপ্ত-মনা।

বারাঙ্গনা

এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতো
র্বিশ্বাসয়ন্তি পুরুষং ন চ বিশ্বসন্তি
তস্মান্নরেণ কুলশীলসমন্বিতেন
বেশ্যাঃ শ্মশান-ঘটিকা ইব বর্জ্জনীয়াঃ।

অর্থ লাগি হাস্য করে ঢালে অশ্রুজল
নির্ব্বোধ-পুরুষ-চিত্ত তথাপি পাগল
বিশ্বাসের যোগ্য নহে নিঃশ্বাসের বিষে
দগ্ধ হয় তবু সয় মুগ্ধ হয় কিসে!
বিত্ত লাগি চিত্ত তোষে নিত্য চাটুবাণী
হায় মূর্খ কহে তায় "হৃদয়ের রাণী"!
রসনায় মধুভরা অন্তরে গরল
পয়োমুখ বিষকুম্ভ গুপ্ত কালানল
কভু দীপ্ত অগ্নিশিখা পতঙ্গেরে টানে
পুড়িয়া মরিতে মূঢ় ভাগ্য বলি মানে!

অবিদিত-গতযামা

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।

কি-যেন কি-যেন বলিল সেজন কি-যেন শুনিনু কা—নে
কি-যেন সজনি! বলিনু তাহারে নাহি জানি, নাহি জা—নে।
অবিরল কথা কহিনু যে কত সে তো কহিল না মো—রে
শোনার অধিক বলিনু তাহারে কি আর বলিব তো—রে।
(তবু) মরমের কথা হয়নিক বলা, বলেছি পরম সু—খে
কত না প্রলাপ কল-কলালাপ ক্লান্তি ছিল না মু—খে।
বুকে-বুকে ঘন বাহুর বাঁধন শিথিল না হ'ল ঘু—মে
অধরে অধর কুসুমে ভ্রমর যেমন করিয়া চু—মে
তেমনি বিভোর যবে মনোচোর তেমনি বিভোর মা—নি
ঘটি-খন-পল কখন চপল রজনী গেল না জা—নি!

———

অবধূতের পাঠশালা

(সুন্দর-বন-প্রত্যাগত)

প্রিয় নলিন, কয়েকটা দিন কাট্‌লো বনের নদী-নালায়
ফুরায় যেন আর ক'টা দিন এম্‌নি-তর হেলা-ফেলায়।
শাসন-করা-চোখ-রাঙাণি ভ্রূকুটি আর মান্‌ছিনে
বর্ত্তমানে মর্ত্তমানের প্রলোভন আর ছাড়্‌ছিনে।
হনুমানের সুবুদ্ধিমান ছাত্র হব কয় জনে
সমাজে আর হবে কি কাজ পালিয়ে যাব ঘোর বনে।
সইব নাকো হাত-নাড়া আর কঙ্কণেরি-ঝঞ্কনা
মন-যোগাতে পারবো নাকো সইতে শুধু গঞ্জনা—
মোতিচাঁদের মুক্তাহীরে 'ডোয়ারকিনে'-হারমণি
হার মেনে আজ নিলেম টেনে একতারা কি খঞ্জনি।
বাউল হ'য়ে ঊর্দ্ধ-বাহু তারক-ব্রহ্ম-কীর্ত্তনে
বাঁধবো কেশে ঊর্দ্ধচূড়া মত্ত হব নর্ত্তনে।
সূত্র-ধারণ ক'রবো বারণ গ্রন্থি-দেওয়া-যন্ত্রণায়
জাতের মায়া কাটিয়ে দেবো উদার-মহা-মন্ত্রণায়।
মুক্ত-কচ্ছ হ'য়ে মোরা অবধূতের পাঠশালায়
ভর্ত্তি হব অবৈতনিক ভস্ম-লেপন ক'রবো গা'য়।
কাট্‌বে মোদের রাত্রি-দিবা কল্পনা কি জল্পনায়
লক্ষ্মী থাকুন ঘরের কোণে মা-লক্ষ্মীদের আল্‌পনায়।
লক্ষ্মীছাড়ার দলে মোরা নাম লেখাব কয় জনায়
হ্রস্ব-দীর্ঘ-ষত্ব-ণত্ব-মন্দ-ভালোর ঘুচ্‌বে দায়—

ধূম্রলোচন রাত্রি জেগে
(১) ইস্তাহানের প্রবল বেগে
পরীক্ষকের মন যোগাবার লাগি—
দরকারী সব প্রশ্নমালা
সমাধানের ঘুচ্‌বে জ্বালা
খেতাব লাগি কেতাব-অনুরাগী !

———

(১) ইস্তাহান—পরীক্ষা।

লক্ষ্মীছাড়া

ঐ ডাকে টিক্‌টিকি ঐ পড়ে বাধা
ঐ সব রহস্য যে—না মানে সে '——' ।
তিন দোষে ত্র্যহস্পর্শ সর্ব্ব কর্ম্ম নাশে
অশ্লেষার মহাশক্তি নাস্তিকেও ত্রাসে ।
মঘায় করিয়া যাত্রা ক'ঘা এড়াইবে
বিষ্যুতের শেষে গেলে সব খোয়াইবে ।
'পারো যদি জন্মো না কো'-অমন অকালে
অষ্টমে থাকিলে রাহু মরিবে সকালে ।
ভাদরে বিবাহ দিলে কলঙ্ক হইবে
পঞ্জিকার প্রতি পংক্তি অবশ্য মানিবে ।
জন্মিবে পঞ্জিকা দেখি তেমতি মরিবে
যোটক বিচার করি বিবাহ করিবে ।
আজ বুঝি ত্রয়োদশী না খাবে বেগুণ
'সর্ব্বশুদ্ধা' হইলেও সে আজি বিগুণ ।
এইরূপে ভয়ে ডরে নিষেধের ডোরে
বাঁধা গেলো ভালোছেলে বিধিমত ক'রে ।
খাড়া হয়ে লক্ষ্মীছাড়া মাথা তুলে বলে
'ছিঁড়ে ফেল পাঁজি পুঁথি যুক্তি তর্ক বলে ।'
পশু-বিষ্ঠা নিষ্ঠা করি রন্ধন-শালায়
না রাখিলে জাত্‌ যাবে এ বোঝে না হায় !

দ্বীপ

প্রদীপ

ক্ষণেক দাঁড়াও সই—
তোমার প্রদীপ খানিতে আমার
প্রদীপ জ্বালিয়া লই।

আছে-কি-না-আছে স্নেহ অবশেষ
প'ড়ে আছে শুধু বর্ত্তিকা-লেশ
শেষ-নিঃশ্বাসে হাসিল আঁধার এক-নিমেষে

তোমার প্রদীপ-রশ্মি আশার—
ক্ষীণ-রেখা-খানি টানিয়া আবার
জাগা'ল আমায় নব জীবনের স্বপ্নাবেশে।



যাদুকরী

কেন আস কেন যাও
ফিরে ফিরে কেন চাও
শুধাইলে কেন কিছু বলনা

দলিত চরণতলে
হৃদয় কাঁদিয়া বলে
কোথা যাও ফিরে চাও ললনা।

নূপুর রিণিকি ঠিনি
ভ্রমর-গুঞ্জন-জিনি
মন্ত্র পড়ি দিয়া মোর শ্রবণে—

তুমি কোন যাদুকরী
ভুলাইলে মরি মরি
চাহিয়া চটুল চারু নয়নে।

———

অনুপমা

রূপ তো নাই তা'র
তেমন রূপ আর
তবুও পড়েনি তো নয়নে

উর্ব্বশীরও শির
নমিত হয় তা'র
কোমল-নবনীত-চরণে।

গুণের পারাবার
নহে সে, তবু তা'র
কি যেন কমনীয় মাধুরী

রমণী-সুলভতা
শান্ত নীরবতা
নাহিক ছলা কলা চাতুরী।

তোমারি লাগি

সখি,

তোমারি লাগি
সারা— রজনী জাগি
মোর—নয়ন ঝরে ঝরঝরি—
তোমারি পানে
মোর— পরাণ টানে
মন—কেমন করে মরি মরি।
তোমারি তরে
সারা— জনম ধ'রে
কত—কামনা করি কত আশা—
তোমারে চাহি
সারা— জীবন বাহি
বহি—হৃদয়-ভরা ভালবাসা।
তোমারি আঁখি
পরে— অবোধ- পাখী
মোর— পাগল আঁখি
শুধু—চাহিতে চায় অনিমেষ—
তোমারি স্নেহে
সুখ— শিথিল- দেহে
চির— মদির- মোহে
মোর—চেতনা হয় নিঃশেষ।

চিরায়মানা

এস এস প্রিয়া রিক্ত এ হিয়া তোমার লাগি—
স্বপনে নিরখি নিরখি তোমায় চমকি জাগি ;
সে কথা কি সখি অজানা তোমার ?
আজি অচেনার মত—
বিদেশিনী যেন দাঁড়াইলে কেন
মৌন নয়ন-নত ?
বারি-ঝর-ঝর-বাদল-বেলায়
ডেকেছিনু তোরে উতল-হাওয়ায়—
উচ্ছল-জলে ঢেউ গণি গণি
তরী বাহিবার তরে
এলে যদি কেন না এলে তখন
নব-ঘন-ছায়া রচিত যখন
জল-ভরা-মেঘ সজল নয়ন
আষাঢ়-গগন-পরে ?
নাহি নাহি এবে স্নিগ্ধ সমীর
সিক্ত তরুর শিরে,—
বৈশাখী হাওয়া সঞ্চরে শুধু
দগ্ধ মরুরে ঘিরে।

প্রিয়া-হীন ঘরে আছি গৃহহীন
নাহি কাটে রাত নাহি যায় দিন
সীমাহীন বেলা কাটি আনমনে
অকাজের শত কাজে।
এসো এসো এসো হে প্রিয়া আমার
আয়োজন নাহি নাহি উপচার
আছে শুধু আছে বিরহ তোমার
রিক্ত-হৃদয়-মাঝে
এসো এসো প্রিয়া মুক্ত এ হিয়া
এসগো হিয়ার মাঝে।



ক্ষণিকা

ক্ষণেক দাঁড়াও অনেক বরষ
        সাধিয়া তোমারে পেয়েছি
কত-না-আকাশ-কুসুম-সুষমা
চয়ন করিয়া অয়ি মনোরমা
বরণ করিয়া মনোমন্দিরে লয়েছি।
আজি কি হৈম-বরণী তোমার
অচিরাংশুর ক্ষণিক প্রভার
চকিত চমক রাখিয়া আমার নয়নে
মিলাইয়া যাবে স্বপনের মত
না, না, সখি মোর অতিথির মত—
বারেক বিরাম লভ অবিরাম-গমনে।
দোলাবে দোদুল কালো কেশ-পাশ
আদরে সোহাগে উতলা বাতাস
মিনতি বেদনা কহিব কত না শ্রবণে—
চূর্ণ-কেশের চারু কপোলের
ছায়াটী রচিয়া তব চিবুকের
শ্রমজল-কণা মুছিব কত-না-যতনে।

অতিথি প্রিয়ায় অনশনে হায়—
আজি—কে বলনা ফিরাবে ?
এই লহ সুধা, সখি, শুধাব কি—
অম্লে মধুরে আজি মিলিল কি ?
সব-সুখ-দুখ হাসি-রোদনের-সরাবে।
কত-না-দীর্ঘ রজনী-দিনের
আশা-হতাশায় মম জীবনের
ফুল-ফল-যত দ্রাক্ষার মত দলিয়া—
নিঃশেষ কর নিমেষে চুমুকে
সুধার পাত্র ধরি মুখে মুখে
অবশেষ-লেশ রেখোনা হেলায় ফেলিয়া।

পূজায়োজন

তাই হোক ওগো তবে
তোমার পূজার আয়োজন-ভার
তুমিই আপনি লবে।

তুমি—নিজ করে তুলি ফুল
আপন কণ্ঠে দোলাইবে মালা
শ্রবণে দোদুল দুল।

কুসুম-পরাগে গৈরিক-রাগ
বসনে মাখিয়া কস্তূরি-ফাগ
মুক্ত-অলক দোলাবে দখিন-পবনে

মন্ত্রণা করি মধুকর-কুল
আসিবে ছুটিয়া ত্যজি ফল ফুল
তব কুন্তল-গন্ধ বিলাবে ভুবনে।

বিহগ-কণ্ঠে কল-কল-রব
ফুল-সৌরভে তব গৌরব
তব লাবণ্য ফুটিবে বন্য-প্রসূনে

তব নিঃশ্বাস মদির-গন্ধ
মধু-মদরাগ বিলাবে মন্দ
রক্তিমা তা'র ফুটিবে উষার অরুণে।

পরশে তোমার মৃত বনভূমি সরসা
স্নেহ-বিগলিত-নয়নে গলিত বরষা
কেতকীর কানে কহিবে কে জানে কত কি—

তাহার নিভৃত কথাটি গোপনে
শুনিয়া শিখিয়া লবে মনে মনে
অমৃতের ধারা পানে মাতোয়ারা চাতকী।

শিখাবে আমারে আনন্দ-গান
তব পূজনের মন্ত্র মহান্
সব অভিমান লুটাবে চরণ-ধূলিতে—

সান্ধ্য সোনালী ঘন নীলিমায়
তোমারি বর্ণ ছড়াবে সেথায়
আঁকা-বাঁকা-রেখা শিল্পী-শিশুর তূলিতে।

ফুটিয়া উঠিবে আলেখ্য তব
আলোকের ধারা অতি অভিনব
লুকোচুরি খেলা খেলিবে মেঘেলা শোভাতে—

তিলে তিলে আমি করিব চয়ন
যা কিছু উজ্জল যা কিছু হিরণ
যা কিছু নিবিড় মধুর সন্ধ্যা প্রভাতে।

*　　*　　*

*　　*

শশী-তারকায় যে আলোক ভা'য়
কজ্জল-রেখা আঁখি-তারকায়
চঞ্চল আলো বিজলী-উজল-নয়নে—

তুমি ওগো তুমি হবে পরকাশ
ভরিয়া উঠিবে নিখিল আকাশ
মত্ত বাতাস লুটিবে উদাস বসনে।

তুমি ওগো প্রিয় প্রেয়সী আমার
যোগাইয়া দিয়া সব সম্ভার
আপনি আসিয়া আপনারে দিবে আমারে—

আমার চক্ষে মুগ্ধ চকোর
চাহিবে তৃষিত স্রোতোবেগ মোর
নদীজল-সম সাগর লভিবে তোমারে।



'দেবতা আমার"

দেবতা আমার তুমি
পূজা উপচার এ দেহ আমার
সঁপিব চরণ চুমি।

নিশীথে নীরবে পূজার লগ্ন
ঘুম-ঘোরে যবে নিখিল মগ্ন
মন্দিরে তব চলি ধীরে ধীরে
দিঠি-দীপ খানি জ্বালি

সে প্রদীপ-শিখা নিভিতে জানে না
অনিমিখ আঁখি কখনো কাঁপেনা
চেয়ে থাকে শুধু পলক-বিহীন
নিলাজ অংশুমালী।

ধূপ দিব প্রাণ দগ্ধ করিয়া
মন্দির তব উঠিবে ভরিয়া
মন্দ অনিল গন্ধ বিলাবে আকাশে—
মালাটীর মত বাহু-বল্লরী
রহিবে তোমারে বেষ্টন করি
দুলিবে তোমার কণ্ঠে সোহাগ-বিলাসে।

চন্দন হবে পরশ আমার
অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত তোমার
জড়িত রহিবে পরিরম্ভণ—রভসে—
অর্ঘ্য-পাদ্য-উৎসবহীন
মম নিবেদ্য অশ্রু-মলিন
বেদনার ভার মিলাবে তোমার পরশে।
ধন্য হইবে পূজারী এবার
হৃদয় নিঙাড়ি শোণিতের ধার
রচিবে রাতুল চরণে তোমার শোণিমা—
সার্থক হবে বিষাদে হতাশে
চাহিয়া নৈশ-নীলিম-আকাশে
বরষে বরষে তব বিরহের গরিমা।

পরিমল দূত

তোমারি কুঞ্জ-কুসুমে—
সখি,—তোমারি পরম-পরশ-বিকচ-কুসুমে—
যে হাসি ফুটেছে সুষমা তাহার
ভরিছে ভবন, পবন তাহার
সুরভি বিলায় গগনে।

আমার কুঞ্জ-ভবনে—
প'শেছিল তার মৃদু আঘ্রাণ গোপনে ;—
কুসুমের ভাষা কুসুমের গান
বলেছিল মোরে তব আহ্বান
ডেকেছিল মোরে কত সঙ্কেতে—
কত শঙ্কিত-বচনে।

তাইতো এসেছি প্রিয়া মোর—
পরিমল-মুখে বারতা শুনিয়া
অমিত আবেগে উচ্ছল-হিয়া
মুগ্ধ নয়নে নয়ন রাখিয়া চাহ আরবার চিত-চোর—
স্নিগ্ধ-পরশে জুড়াইয়া দাও
বিরহ-বিধুর হিয়া মোর।



সঙ্কেত

আমারে ডেকেছে প্রিয়া
আজি দুরু দুরু হিয়া—
উঠিছে পুলকি—
নূপুর-নিক্কণ-সুখে
ভরা কলসের মুখে—
ছলকি ছলকি।

কঠিন কর্কশ ভূমি
লভিছে চরণ চুমি—
পরশ রাতুল—
দেহ-লতা থর থর
দখিন-সমীর-খর—
পরশ-আকুল।

বক্ষে প্রেম-পারাবার
কক্ষে কলসের ভার
অবনত শ্রমে—
দোলায়ে দক্ষিণ করে
বুঝিবা সঙ্কেত করে
সরমে সম্ভ্রমে।

আবাহন

তুমি—এস

ওগো মম

হৃদয় মনের

দেবতা আমার

চির-জীবনের

চির-আশ্রয়-তরু

নব-ঘন-ছায়

ঘিরিয়া আমায়

অলক-গন্ধ-সুরভিত-বায়

দোলাও দোদুল

তরুলতা-কুল

পুষ্পিত হোক মরু।



ধূলা

কেমনে বাঁধিব হিয়া পরাণ ধরি
যে অবধি গেছে পিয়া বিরহে মরি।
যে দেশেতে গেছে পিয়া
কামনা পূরাব গিয়া—
সে দেশের ধূলা হয়ে রহিব পড়ি
কেমনে বাঁধিব হিয়া পরাণ ধরি।

যবে পিয়া যাবে চলি, চরণ-তলে—
ভয়ে ভয়ে পরশিব চুমার-ছলে
চলিতে সে পা'য় পা'য়
বাজিয়া বাজিয়া যায়
পুলকের রিণিঝিণি নূপুর-দলে
শুনিব গোপনে রহি চরণ-তলে।

পবনে উড়িয়া কভু অধরে প'শে
ডুবিয়া অমর হব অমৃত-রসে—
কভু তা'র সারা-গা'য়
পরশ বুলায়ে হায়
প্রিয়ারে মাখিয়া লব সুখ-রভসে
বসনে ভূষণে কেশে হাসিব ব'সে।



প্রভাতের পথে

(গান)

তোমারে আজি হে প্রভাতের পথে
প্রথম নয়নে হেরেছি
শুধু—ক্ষণিকের তরে দুটি-আঁখি-ভ'রে
হেরিয়া পরাণ সঁপেছি।

হে পথিক পিয়া যাও যাও নিয়া
যাহা কিছু আছে আমারি
আমি জানিনা তোমারে
চিনিনা তোমারে
না চিনিতে ভাল বেসেছি।

———

মানসী

নয়নে তোমার ঊষার আলোক ফুটেছে
ওগো অরুণ-অধরে বিম্ব বুঝি বা ফেটেছে
চঞ্চল-করে কুন্তল-পাশ
আলু থালু করে পাগল বাতাস
অঙ্গ-সুরভি গন্ধরাজেরে জিনেছে।

অঙ্গুলি-গুলি চম্পক-কলি নহে কি ?
ওগো কুসুম-পেলব-অঙ্গে পরশ সহে কি ?
শঙ্খ-ধবল-হাসিটী তোমার
নহে কি জ্যোৎস্না-হসিত-নিশার
রৌপ্য-তরল-নদী-তরঙ্গ নহে কি ?

রূপের আড়ালে অপরূপ কালো অলকে
বুঝি মেঘের আড়ালে বিজলীর আলো চমকে
কর-পল্লবে ঝরে আনন্দ
নূপুরে নাচিয়া উঠিল ছন্দ
শত-শতদল ফুটিল চরণে পুলকে।

* * *

* *

রাঙা কপোলের রাগে দাড়িম্ব বিদরে
ওগো যৌবনে ভরা বরষার নদী শিহরে
চলিতে চলিতে থমকি থমকি
রাম-ধনু-রাগ চমকি চমকি
আঁখি-ছল-ছল তৃণ-দল চাহে কাতরে।

নয়নের কোণে চকিতা হরিণী চাহে কি ?
ওগো অবনত-মুখে অবগুণ্ঠন সহে কি ?
শশাঙ্ক-মুখে শশকের লাজ
কেন কুণ্ঠিত ? সরমে কি কাজ ?
মরমের কথা নয়নে লুকান রহে কি ?

লাবণ্যময়ী

(মাত্রা-বৃত্ত অমিত্রাক্ষর)

অয়ি, নির্ম্মল-ঢল-ঢল-উছল-সুধা
পরি—পূরিত-কাঞ্চন-পাত্র-করে
কর—পল্লব-যাবক-রাগ-ভরা
শুভ—শঙ্খ-বলয়-তটে রত্ন-ভূষা।
হেরি,—স্নিগ্ধ-মধুর-অনুরাগ-ভরা
সখি,—শুভ্র-জ্যোছনা-মাখা-চাহনি তব
ঐ—নীল-নলিন-নিভ-নয়ন-তটে
মরি—উজ্জ্বল-কজ্জল-ললিত-রেখা।

সখি—মঞ্জু-মেখলা-খানি তোমারে ঘিরি
রিণি—ঝিম্নিরে ঝঙ্কারে মন্দ মৃদু
তব—চঞ্চল-শিঞ্জিত-পাদ-যুগে
মণি—মঞ্জীর গুঞ্জরে ভ্রমর-সম।
পায়ে,—পদ্ম ফুটিয়া উঠে থরে বিথরে
কত—ছন্দের ঝঙ্কার সঙ্গে তুলি
মণি—মঞ্জুষা-সম্পদ বক্ষে ভরা
নব—বঞ্জুল-মঞ্জরী ফুল্ল ফুলে—।

নব—মালতী-মল্লিকা সঙ্গে গাঁথা
সখি—তুল্‌ল সে মালিকা কণ্ঠতলে
মণি—বন্ধে-চরণে ফুল-বন্ধ বাঁধা
মুখে—লোধ্র-কেশর-রেণু রঙ্গে মাখি।
মম—মঞ্জিলে মঞ্জুল কুঞ্জ-বনে
মধু—মাসে মধূৎসবে দেবী হবে
কত—মর্ম্ম-কথা ক'বে নর্ম্মভাষে
মম—মর্ম্ম-মধুব্রত কর্ণে তব।

বন-দেবী

আমা—র মনে—র উপবনে—বন—
—দেবী হয়ে র'বে ষোড়শী
হিয়া উলসি—
লুটিবে তোমার চরণোপান্ত পরশি।
বন—কুসুম চয়ন করি
করে ধরি
পরাইয়া দিব ললনে
অতি যতনে
গড়ি,—আধ-ফোটা-ফুলে কাঁকণ
হরিত হিরণে।
দুটি চরণ রাতুল
ঘিরিয়া বিপুল-
-বেদনা প্রাণের
বাজাবে নূপুর যতনে
মধুর রণনে।
কটিতট তব ঘিরিয়া,—
তোমায়—আবরি তোমায় বরিয়া

(আমার),—সুনীল সজল
বাসনা,—শ্যামল
আষাঢ়-মেঘের
ঘন-কজ্জল-বরণে
ব্যাকুল—
বাদল-মেঘের জল-ছল-ছল-বরণে
গগনে গগনে
(তোমায়)—বিজলীর মত বেড়িয়া
তোমায় ঘিরিয়া
(শুধু)—গুরু গুরু করি
গুমরি গুমরি
দুরু দুরু হিয়া
কাঁপি থর থরি
চকিতে পরশি
পরশি চকিতে শিহরি
(তোমার)--তরল-অনল-তড়িত-হাস্যে
পলকে সকলি পাসরি।
(তোমার), গলিত স্বর্ণ
এ অধমর্ণ—
বালকের মত চাহিবে যখন হিম-করে কর প্রসারি
তোমারে নেহারি—

চল-চঞ্চল-চপলার মত
থাকি থাকি থাকি চমকি নিয়ত
চলকি ঝলকি পুলকে
(তোমার)—বিজলী-উজ্জ্বল-আলোকে
মুগ্ধ করিবে আমারে,—আমার
লুব্ধ-পরশ হরষে-তোমার
কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন-ভার
এলাইয়া দিবে পলকে
(তোমার)—আলুলায়িত কুন্তল-ভার
দুলিয়া উঠিবে পুলকে।
আমার কাননে কাঞ্চন-লতা
জড়াবে তোমার অলকে
(তোমার) কবরী-মুক্ত অলকে—
সজনি,—বাঁধিবে বসনে অলকে।
আমার কুঞ্জে অলকানন্দা
চুম্বি তোমার চরণে
(তোমার) লাক্ষা-লোহিত-চরণে
মুছিয়া লইয়া' লক্তক-রাগ
পরাইয়া দিবে কুসুম-পরাগ
প্রথম উষার লোহিত-ললাম-বরণে।

স্থলপদ্ম

বাতায়নে ঐ স্থলপদ্মটি
করে ফুটি ফুটি ফুটিতে নারে
নয়ন লোলুপ কত না চাতুরী
করে লুকোচুরি
দেখিতে তারে।
মনে হয় তা'রে বক্ষে চাপিয়া
অঞ্জলি-ভরি সলিল সেচিয়া
আলবাল-ভরি ভরি দিয়া তার চক্ষে মুখে—
চুম্বন-ধারা বরষি, সরস—
করি বুলাইব বিহ্বল পরশ
বধূ-সম তা'র লাজ-কুণ্ঠিত বক্ষে সুখে।
বৃন্তের পরে কণ্টক ছুটি
মাঝে মাঝে ফুটি
বুঝিবা তা'রে
ক্ষত-বেদনায়—বেদনা বাড়ায়—লবণ ছিটায়
নয়নাসারে—

মনে হয় তা'রি বেদনা, বিনয়—
করিয়া আমারে শতবার কয়
সান্ধ্য সমীর আজি বা অধীর
তাহারি গানে
ব্যথায় বিশূল-করণী লেপিয়া
বেদনা-হরণ ফুৎকার দিয়া
চুম্বনে করি কণ্ঠ স্থনীল
গরল পানে।
গ্লানি করি দূর
রুদ্ধ নিঠুর
দীর্ণ করিয়া পর্ণ-পুটে—
অবগুণ্ঠন
করিব মোচন
অম্লান ভাতি উঠিবে ফুটে,—
প্রভাতে শিশির, উদয়-রবির
রশ্মি ঢালিয়া—শীকর মদির
মাখাইয়া দিব অর্দ্ধ-শশীর কৌমুদীতে—
ঝিল্লী-মন্ত্রে ঝঙ্কার করি
আঁধার নিশীথে দিব আঁখি ভরি
স্বপ্ন—জড়িমা জড়ায়ে তাহার পাপ্‌ড়ীটীতে।

যাও।

"নিষেধ বেশো বিধিরেষ তেহথবা"—শ্রীহর্ষ।

'এসো'-মানে 'যাও' আছে লোক-ব্যবহারে
'যাও'-মানে 'এসো' হইবে এবারে
প্রিয়ার নূতনাচারে।

ধরিয়া এবার বৈয়াকরণে
আভিধানিকের শ্রবণে গোপনে
চুপি চুপি প্রিয়া বলিব তোমার
নূতন টীকা—

প্রথম-দৃষ্টি হ'তে বিনিময়
গাঢ় হ'ল এবে যবে পরিচয়
শিখালে আমারে তব অভিধানে
প্রথম লিখা,

'যাও'-বলে মুখে ফিরাবে যখন
'এস এস'-বলে ডাকিবে নয়ন
নয়নে অধরে অরুণ আঁখরে
রহিবে আঁকা

কপোলে ভাতিবে তাহারি আভাস
গাঢ় হবে স্বর গদ-গদ-ভাষ
অভিধা ছাড়িয়া ব্যঞ্জনা দিয়া
ভাষ্য বাঁকা!

প্রথম যে দিন মুখ-পানে তব
চাহি রচিলাম গীত নব নব
আঁখি-পরে আঁখি রাখিয়া কহিনু
করুণ স্বরে

"ঐ আঁখি মোরে ক'রেছে পাগল
হৃদয়ে বৃথাই রুধিয়া আগল
বারে বার মিছে করেছি শাসন
অয়ি নিঠুরে"

কুটিল নয়নে ভ্রুকুটী করিয়া
দশনে নধর অধর চাপিয়া
'ছি ছি যাও'-ব'লে গিয়াছ হাসিয়া
চাহিয়া ফিরি

বুঝায়ে দিয়েছে সে দিঠি আমায়
অপাঙ্গে তব যে মিঠি ভাষায়
লিখেছ লেখনী কাঁপিয়া কখনো
কখনও ধীরি,—

"'যাও'-মানে ভুল বুঝনা হে প্রিয়
মোর কথা মনে রাখিও রাখিও
আসিও যখনি পড়িবে আমারে
বলিয়া মনে"

আমি বলি "প্রিয়া মনে পড়ে নাকি
ফিরালে আমারে পিপাসিত-আঁখি
অধর তৃষিত চকোরের মত
বিদায় খনে

ঐ মুখ-সুধা চাহিয়া যখন
আদরে সোহাগে সাধিনু তখন
আধো-হাসি হেসে লুকালে মু'খানি
ঘোমটা টানি

লুব্ধ মুগ্ধ অবোধের মত
আধ-ফোটা-ফুলে ভ্রমরের মত
সাধিনু ফিরালে 'ছিছি যাও'-ব'লে
সরম মানি।

মান-ভরে যবে হে অভিমানিনি
বাঁকায়ে গ্রীবাটী মরাল-গামিনী
যাও ফিরে ধীরে ফিরেও না চাও
অয়ি পাষাণি !

আমি ভয়ে ভয়ে সাধিয়ে সাধিয়ে
পায়ে ধরি 'ওগো ফিরে চাও প্রিয়ে'—
—বলিয়া সাধিনু রুষিয়া বলিলে
'যাও গো জানি'।

তার পরে সুখে দুখে কতদিন
গেল চলি কত বরষ নবীন
বসন্ত-শেষে সাড়া দিয়ে গেল
কুঞ্জ-দ্বারে

মাধবী-অশোক-শ্বেত-করবীতে
মালাটী গাঁথিয়া তব কবরীতে
দোলায়ে দিয়েছি গোলাপ-গুচ্ছ
কণ্ঠহারে।

জড়ায়ে দিয়েছি পরশ-বিভোল-
বাহু-বেষ্টনে কপোলে কপোল
রাখিয়া, যাচিয়া ফিরেছি ভিখারী
চুমাটি চাহি

সংযত করি শিথিলাঞ্চল
বক্ষ-নিচোল চল চঞ্চল
কহিলে আমায় 'যাও যাও ছি ছি
সরম নাহি'-

আমি বলি "প্রিয়া, এমনি যখন
'যাও যাও' ব'লে ফিরালে তখন
'আসি'-ব'লে আজ যাই চলে আঁখি
যেদিকে চলে

'এস'-ব'লে আজ দাও গো বিদায়,
এত সাধাসাধি আমারি কি দায়?—
'এস'-বল সখি আজিকে বারেক
বিদায়-ছলে"

তুমি বল "মরি, এমন কখন
দেখিনি অবোধ জানে না যেমন
অবলার বলা কখনো আবার
এমনি ক'রে—

মানে ধ'রে ধ'রে করে রাগ রোষ
আমাদের কভু নাহি কোন দোষ
মুখে বলি 'যাও' মনে তার 'এস'—
অর্থ ধ'রে

তোমরা কেবল পাঁজি পুথি পড়ি
প্রলাপের মত কথা গড়ি গড়ি
কি জানি কুহক-মন্ত্র পড়িয়া
কবিতা গানে

নিজের কথায় কর কলরোল
নিজের ব্যথায় চির-উতরোল
মৌন মোদের হৃদয়ের ভাষা
শোনো না কানে ;

যে-ভাষা প্রথম বালার্কে হেরি
সরসী-বক্ষে অরবিন্দেরি—
প্রতি-দলে-দলে উঠিল ফুটিয়া
সকৌতুকে

শস্য-শীর্ষে ঢেউ তুলি তুলি
তরু-মর্ম্মরে উছলি আকুলি
পাখীর কূজন গভীর বিজন
বনের বুকে—

অস্ফুট আধো-স্বর আধো-বাণী
নদী-জল হ'তে কৌমুদী ছানি
কল্লোল-খানি মিশায়ে শিশুর
হাস্যে গানে

সে-ভাষা প্রেমের প্রথম প্রণীত
মরমের কথা হয় প্রকাশিত
সে নহে নূতন, চির-পুরাতন
প্রেমাভিধানে
সে নহে মোদের নব প্রণয়ের
নব বিধানে।"

———

সরল কথা

বারে বারে—প্রিয়া তোরে
প্রাণের ব্যথা জানাই কত
প্রবঞ্চনা নয় সে, না, না,
মিথ্যা চাটুকারের মত।

সরল কথা সরল ব্যথা
নয় সে বৃথা বাক্য-লীলা
মন-ভুলান রঙীন ঘন
কঠিন যেন মনঃ-শিলা।

ঘুম-পাড়ানি ছড়া-খানি
শুধু সুর আর স্নেহে গড়া
শিশুর মত সরল সে তো
নয় ভুলাবার মন্ত্র-পড়া।

বৈশাখীতে ঝড়ের গীতে
নৃত্য-পাগল ছন্দ তুলি
আষাঢ়-মেঘে তৃষ্ণা-বেগে
ফটিক-জলের কাতর বুলি।

শরৎ-প্রাতের শেফালি মোর
হেমন্তেরি হরিৎ সোনা
শীতের রাতে শিশির পাতে
তোমার কথা যায় না শোনা।

ফাগুন যবে আগুন দেবে
শাল্মলী আর পলাশ-বনে
প্রিয়ে তোমায় বক্ষে নিয়ে
পালিয়ে যাবো সঙ্গোপনে।

কুঞ্জবনে দ্রাক্ষালতা
ফলের ভারে প'ড়্‌বে নুয়ে
সফলতার সরস ভারে
দুল্‌বে তোমার অধর ছুঁয়ে।

বসন্তেরি হাসির মত
বাসন্তী রঙ্‌ বসন খানি
লাজের মানা মান্‌বে নাকো
দখিন্‌-হাওয়া যাবে হানি।

অলক যদি দুলেই উঠে
দুরন্ত বায় আঁচল টানে
শিথিল করে বুকের কাঁচল
মনের-কথা কয় সে কানে,—

মৰ্ম্মরিয়া বনের বুকে
যে-কথা সে নিত্য বকে
তুমি বিনা কে বল না
বুঝাবে সে অশান্তকে ?

চৈতালি গান বৈতালিকের
বসন্তেরি পাগল অলি
গুঞ্জরিয়া তুল্‌বে কানে
প্রিয়া তোমায় আপন বলি।

আমারি তো মনের কথা
উঠ্‌বে ফুটে তাহার স্বরে
মধু-মাসের মধুর ব্যথা
গন্ধে গানে উঠ্‌বে ভ'রে।

ডালিম-ফাটা লালিম-রঙে
ফলের মধু টুসিয়ে ঝরে
আর-না-ধরা রসের ভরা
পড়্‌বে ঝরে ঐ অধরে।

বান্ধুলী ফুল ফুট্‌লে গালে
কপোল তলে মৌমাছিটি
অধর-মধু-চক্র ঘিরে
গুণ-গুণিয়ে গাইবে মিঠি।

বকুল-ঝরা-হাল্‌কা হাওয়া
চোখে তোমার অলস দিঠি
মধু-মাসের মাদকতায়
সময় বুঝে বলব মিঠি

বল্‌ব কানে সত্য কথা
তোমার শ্রুতি আমার বাণী
প্রাণের উপনিষদ থেকে
মহা-বাক্য দু-চার-খানি।

কেউ-না-শোনে এমন সুরে
বল্‌ব 'প্রিয়া আমি তোমার'
কেউ না জানে এম্‌নি কোরে
বল্‌ব 'সখি তুমি আমার—

তুমি আমার তুমি আমার
পূব্‌-গগনে ঊষার আলো
মিলিয়ে গেলে দিনের ছায়া
তুমিই আমার রাতের কালো।'

* * * *

———

লুকোচুরি

আর কেন সখি বাঁধিছ নয়ন গোপনে কিসের তরে ?
চিনেছি তোমায় চিনেছি তোমার কোমল মৃণাল-করে ?

পার কি লুকাতে অঙ্গ-সুরভি
পরশ তড়িৎ-মাখা ?
পারকি ঢাকিতে যে ছবি আমার
পরাণে পরাণে আঁকা ?

শত জনমের জীবনে মরণে
শত কামনার পাশে
শত বার ক'রে বেঁধেছ আমারে
বাঁধা গেছি অনায়াসে।

আর কেন মিছে,— দাঁড়াইয়া পিছে
বাঁধ গো নূতন ক'রে
এস এস সখি নয়নে—নয়ন
নিরখি নয়ন ভ'রে।



কথা ও গান

শুধু ক'বে কথা—
তুমি শুধু ক'বে, শুধু—
আমি শুনিব তা'।
তুমি গা'বে গান
শুধু সুর সুমধুর
সব অবসান।
শুধু মোর হৃদয়ের
কূলে কূলে প্রলয়ের
ঢেউ তুলি তুলি—
শুধু আশা-নিরাশার
মেঘ-সম বরষার
ক্ষণে ক্ষণে দুলি।
মুখ খানি মনোরম
কভু বুকে রাখি মম
কবে দুটী কথা
বড়-বড়-আঁখি-তারা
সুগভীর-সীমা-হারা
বাদলের ব্যথা।

ঘন-কালো-যোড়া-ভুরু
হৃদয়ের দুরু দুরু
শুনে যদি কাঁপে
মৃদু-কণ্ঠে বোলো গানে
বোলো মোর কানে কানে
কণ্ঠ যদি চাপে—
অশ্রু-গদ-গদ-বাণী—
অপূর্ব্ব মধুর মানি
শুনিব প্রাণের কানে কানে
কভু সঙ্গীতের স্বরে
গোপন হৃদয় পুরে
পরাণ উদাস হবে গানে।

———

চোখের বালি

চোখের বালি
ধুইয়া দিব
        আমার আঁখি-জলে
রাখ গো তব
আয়ত-আঁখি
        আমার আঁখি-তলে।

কিসের ছায়া
মরম-পাতে
        সৃজিল আঁধিয়ার?
কিসের দুখে
দীরঘ-শ্বাস
        গভীর হাহাকার?

অলকে কর
বুলায়ে দিব
বেদনা যবে ভুলে
চাও গো মোর
নয়ন-পানে
নয়ন ছুটি তুলে।

না হয় মোরা
রহিব দোঁহে
সকল সুখ ভুলি
কুটীর কোণে
মাটীর দীপ
জ্বলিবে শিখা তুলি।

সাঁঝের বাতি
করিয়া সাথা
রুধিব দুজনায়—
দিনের আলো,
যদি ও কালো
নয়ন ব্যথা পায়।

কহিব দোঁহে
দোঁহার কথা
না যদি কেহ শোনে
শুনিবে নিশা
তন্দ্রালসা
অর্দ্ধ-জাগরণে।

গগনে তারা
আপনা-হারা
চাহিবে মিটি মিটি
দূরের বাঁশী
শ্রবণে আসি
গাহিবে মিঠি মিঠি।

মর্ম্মে যত-
-বেদনা যত-
-গোপন কথা গুলি
কহিব কত
কহিতে গিয়া
কখনও যাব ভুলি—

হৃদয়ে যাহা
গুমরি উঠে
কণ্ঠে তাহা
না যদি ফুটে
নীরব ভাষা
ভাতিবে নয়নে

কেহই ভাল
না বাসে যদি
না আসে কেহ
নিকটে যদি
একেলা ভাল-
-বাসিব দুজনে।

———

কিশোরীর প্রতি কলিকা

আমি ফুল,—
ফুটে উঠিয়াছি কোন্
কনকোজ্জ্বল দিবসে—
কখন
যাইব ডুবিয়া নিবিড়-অন্ধ-তমসে
ফুটিয়া মুদিব—মুদিয়া ঝরিব
ঝরিয়া পড়িব—ধরণী-বক্ষে বিবশে।
সমতুল—
ওগো রবে না'কো মোর ভুবনে
নিখিল ভুবনে—
যখন
রূপের পসরা কিশোরীরা মোরে—বাঁধিবে
তা'দের অলক-গুচ্ছে গাঁথিবে
তখন
তা'দেরে বলিব মোদেরি মতন
তোমরাও সখি মিশিবে ধূলার রাশিতে
বিম্ব-অধরে কণাও রবে না—মধু না মাধুরী
কুন্দ-দশনা-হাসিতে।

বনফুল—

বনে ফুটে সে মিলায় বনেতেই

মনে-মনে-তেই

সখি

মিলায় তেমনি লাজুক প্রাণের বাসনা

ব্যাকুল বেদনা

কলিকার মত শিহরে শুধুই ফোটে না

বালিকার মত চাহে সে কিছুই বোঝে না

অজানার মত

অচেনার মত

লাজ-লতিকার পরশ-চকিত-পরাণে

কাহার,—

পরশন লাগি কে জানে

(শুধু),—চেয়ে থাকা চির-অশ্রু-সজল-নয়নে

(শুধু),—পথ চেয়ে থাকা চির-বিনিদ্র-নয়নে

(শুধু),—দিন গণি গণি দিন-যাপনের

প্রতি-দিবসের রজনী-দিনের রোদনা

(শুধু),—আশা-হতাশায় বাসনা-ব্যাকুল-বেদনা।

* * * *

* * *

* *

প্রেম-ফুল
সখি
ফোটে সে বারেক জীবনে—
নবীন জীবনে ;
না মানে সে মানা
গোপন মানে না
সুবাস ঢাকে না
গোপনে—
বিফল গোপনে।
ছুটে আসে অলি
ফিরাবে কি বলি
তাহারে
যখন,—
লুটিবে চরণে, লুটাবে তাহার যা কিছু
তখন,—
সে শুভ-খনেরে ঠেলো না হেলায় সজনি
সে যে গো—নারী-জীবনের সার্থকতম রজনী।

* * * *

* * *

* *

অনুকূল
বায়ু
বহে যবে প্রেম-দরিয়ায়
ত্বরা করি আয়
তরী ভাসাইয়া দিবি—
যেদিকে দুআঁখি যেতে চায়
মিছে ব'য়ে যায় বেলা
একি হেলা ফেলা
আলসে ?
সুবাস-বিহীন-পলাশের মত
নয়নের মোহ কে চাহে বলত
প্রেমহীন-প্রাণ বহিবি কিসের লালসে ?

অভিসারিকা

আজি
বিফল তোমার পথ চাহিয়া
সাধের মুকুলগুলি চাহে আধো-আঁখি তুলি
বিফল বিরহ-গাথা গাহিয়া।
সফল সে দিনকার কথাগুলি বারবার
আজি যেন ব্যথা হয়ে বিঁধিছে
সেদিনের স্মৃতিগুলি মরম-দুয়ার খুলি
অতীতের ইতিহাস কহিছে।
ক্ষণিকের স্বপ্নাবেশে অধরে মধুর হেসে
অতিথির মত এসে দাঁড়ালে
নয়নের মদিরায় নয়ন পাগল-প্রায়
নবীন-জীবনে মোরে জাগালে।
যে-মদির-সুখাবেশে সোনালি সন্ধ্যায় এসে
কুটিরে কনক দীপ জ্বালিয়া
নিমেষের পরিচয়ে আপন করিয়া ল'য়ে
চাহিলে উদাস হাসি হাসিয়া।
কোথায় মরমখানি ফেলিয়া আসিলে রাণী
কার মনোহরা বাঁশী শুনিয়া ?
মোর ঘরে ভুল করি আসিয়া দাঁড়ালে মরি
হেথা যেন এলে পথ ভুলিয়া।

যে পীযূষ-পানীয়ের অফুরান প্রবাহের
স্বরভির তরে চির পিয়াসী—
বাহিরিলে পথ বাহি অজানা কাহারে চাহি
অচেনা সে কার লাগি উদাসী ?
সেই মুগ্ধ অভিসার সেই সুখ-সুষমার
শুধু সেই ক্ষণিকের স্মরণে—
ঐ তনু সুকুমার পথ চেয়ে অজানার
না জানি চলিবে মরি কেমনে ?
স্রোত-বিথার-জলে তটিনী ছুটিয়া চলে
অকূলের কূল কোথা খুঁজিতে
নব অভিসারিকার ব্যাকুলতা বার বার
দুই কূলে কল-কলি কহিতে।
নদীতটে বীথিকায় শ্যাম বিটপীর ছায়
পর্ণ-কুটিরখানি রচিয়া
তা'র স্বরে মোর স্বর মিশাইয়া তৃষাতুর
বিফল বিরহ গাথা গাহিয়া—
সারা-রাত্রি-দিনমান তুফানের কল-তান
গাহি গান তা'র গান শুনিয়া—
ফিরে এস, এস ফিরে তোমারে রাখিব ঘিরে
সোনার স্বপনখানি বুনিয়া।

———

মণিহারা

খুঁজে না পাই
কাহারে চাই
ঘুরিয়া দেশে বিদেশে

কাহার বাঁশী
করে উদাসী
আপন-হারা-আবেশে।

নদীর জলে
কৌতূহলে
ভাসানু তরী পুলকে

তরণী-পরে
অঝোর ঝরে
আবীর ঊষা আলোকে।

সমুখ চাহি
ভাবনা নাহি
বাহিয়া চলি একাকী

দিনের আলো
হইল কালো
উঠিল জ্বলি জোনাকি।

সেদিন সাঁঝে
আরতি বাজে
যখন নদী-কিনারে

যখন আঁখি
অন্ধ-পাখী
সন্ধ্যা-ভরা-আঁধারে—

শীতল-তর
সমীর খর
পরশে সারা-অঙ্গে

বন্ধ-হারা
স্রোতের ধারা
নাচিয়া চলে রঙ্গে ;—

গগন টুটি
উঠিল ফুটি
সন্ধ্যামণি আঁধারে

অলস ঘুমে
নয়ন ঝুমে
বাঁধিনু তরী কিনারে।

কি-যেন-কাজে
আধেক-লাজে
আধেক-ঢাকা-বদনে

মাধবী-রাতে
শিশির-পাতে
চলিতে চল-চরণে—

করুণা মানি
চাহিলে রাণি
করুণারুণ নয়নে

জাগিয়া যেন
স্বপন হেন
মানিনু সারা-জীবনে।

দিবস যায়
রজনী যায়
নির্ঝর-প্রায় বহিয়া

আজিও মোর
সে ঘুম ঘোর
পরাণ মন ভরিয়া।

আমার মাঝে
আমারে খুঁজে
পাই না, শুধু তোমারি—

স্বচ্ছ-প্রতি-
-বিম্ব-প্রতি
মুগ্ধ-চিতে নেহারি।

না জানি বেলা
শুধু একেলা
আশার আলো জ্বালিয়া

খূঁজে না পাই
তবুও চাই
তবুও মরি খুঁজিয়া।

বিরাম-হারা
পাগল-পারা
অশ্রু-ভরা-নয়নে

কোথায় বাঁশী
বাজে উদাসী
মিনতি-মাখা-রোদনে

আছ কেমন ?

আছ কেমন ?

নব বসন্তে— নব-বিরহিণী
মধু-মাসে, বধু, আছ কেমন ?
দিবসে হয়তো রৌদ্র-বেলায়
কুন্তল-দল এলায়ে,
দীঘির নিবিড় কজ্জল-জলে
আগ্রীব তনু ডুবায়ে,—
জলজ-কুসুম- লতিকার মত
অনবগুণ্ঠ-বদনে,—
সুস্মিত হাসি কুসুম বিকাশি
কুন্দ-ধবল-দশনে,
বন্ধন-হীন অঞ্চল খানি
চঞ্চল-করে সম্বরি
রিণিকি ঠিনিকি বাজায়ে নূপুর
রিক্ত কলসী যাও ভরি ;
সিক্ত বসন লিপ্ত অঙ্গে
তপ্ত পবন সঞ্চরে—
কি জানি কি ভ্রমে বক্ষে বদনে
মত্ত মধুপ গুঞ্জরে।

কলসী ছলকে পদ-বিক্ষেপে—
অঙ্গে ছলকে লাবনি
নয়ন-পলকে কি জানি কাহাকে
স্মরিয়া বিমনা অমনি।

* * * *

নিশীথে যখন নিরালা শয়ন
শয়ন-কক্ষে একাকী
শূন্য নয়নে চাহিয়া মিলায়
জাগিয়া ঘুমের বেলা কি ?
কোন রজনীর সুখ-কাহিনীর
সুখ-লেশ-হীন নায়কে—
অন্তর লখি হান শর, সখি
টানিয়া কুসুম-সায়কে ?
সুখ-সুপ্তির ছায়ার আড়ালে
সুখালস আঁখি স্বপনে
রহিবে সজাগ চির অনুরাগ
বিরহ-বিধুর-শয়নে।
আঁখি কচালিয়া উঠিবে জাগিয়া
কোকিল উঠিবে কুহরি
প্রভাত-আলোকে মিলাবে স্বপন
কম্প্র-বক্ষে শিহরি।

কত অনুযোগ কত অভিযোগ
অঙ্গ-বিহীন-দেবতায়—
(যেন) তাহারো পরাণ এমনি করে গো
তোমার যেমনি করে হায় !



ছিলে তো ভালো ?

ছিলে তো ভালো ?
এস এস বধু, অধরে মধুর হাসির আলো—
জ্বালো জ্বালো মোর আঁধার কুটীরে আঁখির-আলো—
ছিলে তো ভালো ?
ভালো ছিলে প্রিয়া যখন প্রথম
অঙ্গে অঙ্গে পরশ পরম
বুলাইয়া দিয়া মুগ্ধ মলয়
কতই ছলে—
ফুটাইয়া দিয়া পলাশ বকুল
আম্র-মুকুলে মৌমাছি-কুল
ছুটিত ; তখন পড়িত কি মনে
আমায় বলে ?
মাধবী যখন ঘিরি সহকারে
দুলিত দোদুল সোহাগের ভারে
পড়েনি কি মনে তখনো বারেক
মনের ভুলে ?
চাহনি সজনি নয়ন মেলিয়া
পরাণ-পাত্র লহনি ভরিয়া
প্রেম-মদিরায়,—হৃদয় কি হায়
উঠেনি দুলে ?

যেদিন প্রথম পুলকে শিহরি
শুষ্ক বিটপী উঠে মুঞ্জরি
স্নিগ্ধ প্রলেপে যেদিন তাহার
হৃদয় ক্ষত—
জুড়াইয়া যায় সেদিনো কি হায়
দুর্ব্বোধ প্রিয়া রিক্ত হিয়ায়
সেদিনো কি সখি ছিলে গো নয়ন
করিয়া নত ?
তবে এস আজ ফেলে ভয় লাজ
মৌন ত্যজিয়া মুখর নিলাজ
অতিথি আমার প্রেম-সমারোহে
চল গো চল—
বিহ্বল পুলকে উচ্ছল হিয়া
মুগ্ধ শ্রবণে হে অবোধ প্রিয়া
অবাধে আজিকে অন্তর-কথা
বল গো বল
জ্বালো জ্বালো মোর আশার প্রদীপে
আলোক জ্বালো—
ওগো লাজময়ী !
মুখ তোলো আজ—
ছিলে তো ভালো ?



পিয়াসী

আশা নাই ?—
ভালো তাই—
হোক ; মিছে
কেন পিছে
পড়ে থাকি
তবে আর ;
ব্যথা পাই
চলে যাই
যেথা পথ-
পায়, আঁখি
উড়ো-পাখী
উড়িবার ।

বিদায়ের
সময়ের
শুধু শেষ-
-মিলনের
চুমাটির
কণাটির
পিয়াসে,—
চকোরের
চাতকের
মত চির-
-তৃষিতের
শুধু চেয়ে
ফিরিবার
লালসে।

ভুল

ভুলেছি ভালবাসা সেই তো ভালো
বিরহ-বেদনায়
কেন গো পুনরায়
দুখের দাবানলে জ্বালিবে আলো ?
কেটেছে ঘুমঘোর প্রভাতে যদি
অলীক স্বপনেরে
কে বল চাহিবে রে—
বিফল আঁখি-জলে রচিয়া নদী ?

নিভেছে দীপ যদি নিভিয়া যাক্
নাহিক স্নেহ তা'র
জ্বলিবে না'কো আর
পুড়িবে হিয়া শুধু জ্বেলো না থাক্।
নীরব যদি আজি প্রেমের গান
নিঠুর নিপীড়নে
তুলোনা নিরজনে
নীরব বেণু বীণে করুণ তান।
যদি সে ভুলে থাকে প্রেমের দুখে
ঘুচিবে অবিরল
নয়ন-ছল-ছল
গভীর-বেদনায় অধীর-বুকে।
মথিয়া মন-প্রাণ হৃদয় চিরে
অমৃতে নাহি ফল
উঠিলে হলাহল
অমর হব মরি চা'ব না ফিরে।

প্রেমের ব্যথা

জান না যদি প্রিয়া
জানিয়া কাজ নাই
প্রেমের ব্যথা
উষ্ণ আঁখি-জলে
তিতিবে ধরাতল
শুনিয়া কথা।
অশ্রু-বরিষণে
মুছিত যদি প্রিয়া
স্মৃতির লেখা
মিলাত চিরতরে
ক্লিষ্ট ললাটের
বিষাদ-রেখা।
দীরঘ-নিঃশ্বাসে
জুড়াত যদি প্রিয়া
হৃদয়-ক্ষত
স্নেহের ফুৎকারে
ব্যথিত বালকের
ব্যথার মত।

তাহ'লে জুড়াইত
প্রাণের জ্বালা যত
তাহ'লে শুখাইত
নয়ন বারি
ধরণী স্নেহ-ভরা,—
বৃন্ত-হ'তে-ঝরা,—
হইত,—শেফালির
বেদনা-হারী।
আবার হাসি-মুখে
ছুটিয়া আসি সুখে
তোমারে রাখিতাম
হৃদয়ে ধরি—
দিতাম ভালবাসা
নয়নে-অধরেও
নিতাম ভালবাসা
হৃদয় ভরি।



যাচনা

সখি—

শুধুই চেয়ে থাকা শুধুই চেয়ে
গোপন-ঘন-মেঘে হৃদয় ছেয়ে।
বহিতে পারি কি গো সহিতে পারি ?
দীরঘ-নিঃশ্বাস নয়ন-বারি।
হতাশে হতাদরে ভগ্ন হিয়া
জুড়াও পরশিয়া জুড়াও প্রিয়া।
এসেছ যদি রহ নয়ন ভরি
থেকো না দূরে ওগো মিনতি করি।
এ নহে পরিহাস অসহ-ব্যথা
কহ গো কহ দুটি স্নেহের কথা।
কি কাজ লাজে সখি কি কাজ লাজে
মরমী-জনে কি গো সরম সাজে ?

প্রবোধ

কেন গো দীপ জ্বালা ?
ভুবন-ভরা-জ্যোৎস্না আজি—
স্নিগ্ধ-মধু-ঢালা
মিছে প্রদীপ জ্বালা।
শিশির-ভেজা-বায়ে
এখনি ঢুলে পড়িবে আঁখি
নিদ্রালস-কায়ে
মন্দ-মধু-বায়ে।

শঙ্কা নাহি কিছু
রহিব জাগি—দুয়ারে, দুটি-
-নয়ন করি নীচু,
শঙ্কা নাহি কিছু।

যদিই ঘুম-ঘোরে
অঙ্গ হ'তে শিথিল-বাস
যদি বা যায় স'রে
গভীর ঘুম-ঘোরে—
সমীর-ভরে আসি
মুখের পরে বুকের পরে
লুটায় কেশ-রাশি
কবরী হতে আসি ;—
বিম্বাধর-পুটে
জ্যোৎস্না-ধারা চেতনা-হারা
মূরছি পড়ে লুটে,—
রক্তাধর-পুটে ;—
নাহিক ভয় বধূ
যেমন তব তেমনি রবে
অনাঘ্রাত মধু
নাহিক লাজ বধূ।

ক্ষণের হেলা

সেই যেদিনে তোমায় আমায় প্রথম দরশে
ওষ্ঠে তোমার এঁকে দিলেম কোমল পরশে
ঈষৎ রক্ত-রেখা,—
সাক্ষ্য-লিপি সাক্ষরিয়া দিলাম হরষে
শপথ ক'রে লেখা।
শিউলি ঝরে—বকুল ঝরে—দমকা বাতাসে
সুরভি নয়;—সুরভিময়—প্রাণের ব্যথা সে
ব্যর্থ অনুযোগে
মৌন ব্যথা মিলিয়ে গেল গভীর হতাশে
নীরব অভিযোগে।
মেঘের ফাঁকে রঙীন্ আলো খাম্‌খা চমকে
রাম-ধনুকের চিত্র-লেখা তোমার অলকে
ফুলের থরে থরে;
হায়রে আশা! ভালোবাসা ভাঙ্‌লো পলকে
পড়্‌লো ঝ'রে ঝ'রে।

ভোরের বেলা, হেলায় ফেলা, শুষ্ক ফুল-দল্
পাংশু মুখে, চোখের ছবি, সিক্ত ছল-ছল্
নিঘুম দুনয়নে,
নিঝুম-মনে, দূর-গগনে দৃষ্টি অবিরল্—
মৌন অচেতনে।
দিল্-পিয়াসী, দেখন্-হাসি মুখের কথাতে
ভুল বুঝোনা, প্রাণের ব্যথা, বিদায়-বেলাতে
কথার কথা ধ'রে,—
মিলিয়ে গেলে বনের পাখী ক্ষণের হেলাতে
অঝোর আঁখি ঝরে।



অবুঝ

কর সাজ
সখি কর সাজ
ওগো কুসুম-সজ্জা কর আজ—
আজি এ ধরণী
কনক-বরণী
কনক-ভূষণে কিবা কাজ ?
শুধু কুসুম-সজ্জা কর আজ ।
কত আর
বল কত আর
সখি বুঝাব তোমারে কত আর ?
মুকুতা-উজল
মুখ নিরমল
রতন মাণিক কিবা ছার !
সখি বুঝাব তোমারে কত বার ?

বাঁধা যায়
সে কি বাঁধা যায়
তবু বসন-শাসনে বাঁধো তায় ?
পলকে পলকে
অসহ পুলকে
মুকুলিত তনু-লতিকায়
বৃথা সরম-শাসনে বাঁধো তায়।
নহে আজ
সখি নহে আজ
ওগো শুধু চুম্বন নহে আজ—
নিবিড় করিয়া
বাঁধিব তোমারে
লভিব তোমারে হিয়া মাঝ,—
ওগো শুধু চুম্বনে নাহি কাজ।

দ্বন্দ্ব

ওগো রাণী আজ লেগেছে বিবাদ
পরাণে মনে—
উভয়ে অবোধ না মানে প্রবোধ
একটু ক্ষণে।
মন কহে "মোর কত নিশি ভোর
যাহার লাগি
সোনার স্বপন করেছি বয়ন
যামিনী জাগি"
প্রাণ কহে "মোর পত্রে পত্রে
যার নাম লিখা ছত্রে ছত্রে
ছবিখানি যার হৃদয়ে আমার
গভীর লেখা—
"সে শুধু আমার
সে চির-আমার
কারো নহে আর
আমারি একা"



প্রশ্ন

(১)

যবে অস্ত-গিরি-তলে
দিনের মণি ঢলে
দিবস নিভে যায় আঁধারে—
রজনী ঘন-ঘোর
ঘিরিয়া আসে মোর
পরাণ ফিরে চায় তোমারে।
নিবিড়-ঘন-ঘটা শ্রাবণ-গগনে
শিহরি সমীরণ বহে গো সঘনে—
আমারি তনু-মন
শিহরি অনুখন
তোমারে খোঁজে মোর মাঝারে
তুমি কোথায় আছ মোর
পরাণ-মন-চোর
আমারে কভু মনে পড়ে কি ?
নিভৃতে নিরজনে
কখনো আন-মনে
আমার কথা মনে পড়ে কি ?

(২)

হেথা কভু ফোটে ফুল
ফুলের মুকুল
ফলে সফলতা পায় ;—
নদী গাহে গান
কল-কল-তান
সাগরে শুনাতে ধায় ;—
কভু কতো কথা কয় হাসিতে বাঁশীতে
বীণা-ঝঙ্কারে মধু-যামিনীতে
মুখরিয়া হিয়া শত-সঙ্গীতে
তোমারি বিরহ গায়।
মোর আনমনা-মন আপনারে লয়ে
ভুলিয়া থাকিতে চায়
নদী কেন গাহে গান চমকি পরাণ
তোমা পানে ফিরে চায় ?
বুঝি আমারেই শুধু করে উতরোল
তোমারে কখনো করেনি পাগোল
কখনো তোমারে করেনি আমারি মত কি ?
শুধু আমারি রজনী সুখালস-হীন
আমারি পরাণে জাগে নিশি-দিন
মিলন-দিনের মধু-মিলনের কত-কি ?

—:*:—

বিকাশ ভিখারী

তোমার কমল-করে
হান গো হরষ পরশি পরাণ-পরে।
ফুটিবার আশে পুলক-পাগল কলিকা
কুসুমিত কর ওগো নিঠুর বালিকা
চির-পিপাসিত আশা কি মিলাবে ম'রে?
সুধায় শিশিরে মধুর-মদিরা-ঢালা
প্রেম-বরষার বাদল আজিকে বালা
কর গো সফল বরষি হৃদয়-পরে।
কুঞ্জ-কানন কুসুমে হউক আলা
মালতীর মালা দুলুক সোহাগ-ভরে।
আঁখি মেলিবারে কোন অনঙ্গ-শিশু
করে করাঘাত রুদ্ধ দুয়ার পরে
কত অনুনয় কত না মিনতি ভাষা
বেদনায় তার অশ্রু-বাদল ঝরে।
আধেক কামনা আধ-ফোটা কত আশা
পরাণে আমার কাঁদে ওগো সকাতরে।

—:*:—

বিরহে

প্রিয়া আমার
হিয়া আমার
উচ্ছল আজি—তোমারে কেবলি সে চাহে—
আজি—জ্যোৎস্না-হসিত—মুগ্ধ নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরে বাঁশরীর গীতে
ডুবাইলে বল কেন এ অনল-প্রবাহে ?
বাতায়ন-তলে বসিয়া নিরখি গগনে
পল্লব-পাতে চমকি শিহরি সঘনে
তোমার চরণ-শবদ স্মরিয়া বিমনা—
তুমি কোন স্বপনের গোপন ভুবনে
ভ্রমিছ একা
স্মৃতি-পটে তব আছে কি আমার
স্মরণ-রেখা
তোমার পরাণে পশে কি আমার যাচনা—?

ওগো চির-অপূর্ব্ব অচেনা
ওগো চির-পুরাতন তবু পরিচিত হবেনা ?
লুকাবে কি মোরে—চির দিন ধ'রে
চির দিন মোরে ফিরাবে ?
চির-দিন শুধু সঞ্চিত-মধু-
-কুসুমের মত নীরবে সুরভি বিলাবে ?
প্রতি-নিশি-দিন করেছি রচনা
নবীন স্বপ্ন নবীন কামনা
নিবিড় প্রেমের বাহু বন্ধন-পিয়াসী—
তুমি রবে শুধু উর্ম্মি-বিহীন
শান্ত সাগর স্পন্দন-হীন
না জানি কি লাগি গভীর বিরাগে উদাসী ?
নাহি জানি ভাল বাস কি না বাস
জ্যোৎস্না-নিশীথে হাস কি না হাস
ঝরায়ে-অমৃত-মদিরা-নিঝর বিরলে—
ধরা নাহি দিবে করিবে পাগল
শুধু আহ্বানে করিবে বিকল
খুঁজিয়া ফিরিব ভুবনে ভুবনে বিফলে ?
আমার সজল-মুগ্ধ-দৃষ্টি নিখিল আকাশে বাতাসে
চিত্রিবে তব চির-বিচিত্র মুরতি
তোমার উজল-কজ্জল-আঁখি শ্রাবণের মেঘে ভরা সে
অসীমের মাঝে বাসনা লভিবে বিরতি।

পাষাণী

আজ তুমি কি গো,—
পাষাণ-মুরতি, পাষাণ-হিয়া ?
পরাণ-প্রিয়া,—
ক্রন্দন-রোল তুলি উতরোল
করুণ-তানে—
পশে না তাহার, বেদনা কি আর
তোমার কানে ?
কতদিন পথ চেয়ে প্রিয়তমে নির্নিমেষে
আজ আঁখি ছুটি নত হ'ল বুঝি, নিদ্রাবেশে ?
সরম-লেশের নাহি পরকাশ
নাহি সঙ্কোচ দ্বিধার বিলাস
পাংশু কপোল গাঢ় নাহি হয়
রক্ত-লেশে।

অধর উঠেনা কাঁপিয়া

সখি, ক্লান্ত নয়ন বুঝি অবনত

জীবন-যামিনী জাগিয়া—

নাহি আশা নাহি শঙ্কা তোমার

হিয়া থরথরি কাঁপে নাকো আর

সকল বাসনা আজি ছারেখার

সারা জীবনের লাগিয়া।

পক্ষি-বিহীন পিঞ্জর আজ

ছিন্ন-তন্ত্রী আজি এস্‌রাজ,—

পুলকিয়া প্রাণ উঠে নাকো তান

গমকমীড়ে—

মিটে গেছে গান—

সব অবসান

নীরব নীড়ে।

সোহিনী মিহ্‌ওয়াল্‌

চিনাব্‌ নদীর প্রশস্ত তীর
গুর্জ্জরে একপ্রান্তে
দূর বোখারার বাণিজ্য-ভার
বহিয়া আনি একান্তে—
হেরিল যুবক নদীজল হ'তে
বসি বজরার বাতায়ন-পথে
রূপে আলো করি চলে সুন্দরী
চিনাবের জল আন্‌তে।

শ্রবণের পথে পথিক নয়ন
পুলকিত অস্থির
শৈশব-সনে নব-কৈশোর
যৌবন-সন্ধির—
নব জাগরণ নয়নে লাগিতে
প্রাণ-বিনিময় আঁখিতে আঁখিতে
নয়নের তৃষা ভুলাইল দিশা
মন্মথ-সারথির।

সোহিনীর প্রেম নিকষিত হেম
সোহিনীর মনপ্রাণ
দূর বোখারার তরুণ পান্থ
কেমনে পাইবে দান
ইজ্জৎ বেগ প্রেম সওগাৎ
বোখারা হইতে দূর গুজরাৎ
ধনীর দুলাল প্রেমের কাঙাল
চরণে সঁপিল প্রাণ।

পরিচয় দেশ লুকাইয়া বেশ
ধরি "মিহ্‌ওয়াল"-নাম
গৃহ চিনে চিনে রাত্রি ও দিনে
মিলিল প্রিয়ার ধাম
সোহিনীর পিতা তুল্লা গিল্‌কে
প্রতিষ্ঠা তার ভরা দিকেদিকে
তাহারি নিবাসে বিনাপণে দাস
হইল সিদ্ধকাম।

প্রাণের কোরকে প্রেমের আলোকে
মুকুলিত শতদলে
ছাড়ি মস্‌নদ্‌ রাজ সম্পদ
প্রিয়ার চরণ-তলে
দীন-অতি-দীন বেতন-বিহীন
ক্রীতদাস-সম ধরি রাতি-দিন
সোহিনীরে চাহি সুখে অতিবাহি
কতদিন গেল চলে।

সোহিনীর পিতা পড়িছে নমাজ
ছুনিয়ার ঈশ্বরে ;—
মিহ্‌ ওয়ালের আশা-পথ চাহি
গৃহ-অলিন্দ-পরে
মৃগ-শিশু-সম চকিত-গমনা
ছুটেছে বালিকা চপল-চরণা
ছুলিয়া লাগিল বসন-প্রান্ত
পিতার অঙ্গপরে।

বিরক্ত পিতা ত্যজিয়া আসন
রক্ত-নয়নে চায়—
"ধরম করম তোর লাগি মম
পণ্ড হইল হায়
নষ্ট হইবি দুষ্ট বালিকা
অদৃষ্টে তোর বহু দুখ লিখা"
কহিলা সোহিনী যুড়ি দুটি পানি
রুষ্ট পিতার পা'য়—

"যাঁহার স্পৃষ্ট . প্রণয় মিষ্ট
এতো ব্যথা-বেদনায়
তন্ময়-প্রাণে বিস্মৃতি আনে
সমুদায় দুনিয়ায়
সেই দেবতার ধেয়ানে মগন
কেমনে না জানি রহ সচেতন
নহ তন্ময় মানি বিস্ময়
বুঝিতে পারিনা হায়।

আমিতো হারায়ে ফেলেছি আমারে
না জানি মিলিবে কিনা
মধুর মদির ব্যথিত হৃদির
কাঁদিছে কাতর বীণা
ক্ষমা কোরো পিতা অবোধ দুহিতা
তোমারি আদরে সোহাগে লালিতা
স্নেহ সুনিবিড় গৃহ-নীড়-তলে
তব পদতলে লীনা" ।

এমনি গোপন প্রেমের কাহিনী
গোপনে ক'দিন যায়
প্রতিবাসী আসি হাসি বাঁকা হাসি
রসায়ন দিল তায়
মায়ে গালি দিল পিতা গরজিল
লাঞ্ছনা করি বিদায় করিল
মিহিওয়ালের সুখ স্বপনের
সুপ্তি-ভাঙিল হায় ।

সোহিনীর তরে সুন্দর বরে
যৌতুকে ভরি ভরি
শ্বশ্রূ ভবনে পাঠাল যতনে
রতনে ভূষিত করি
ফকির হইয়া ইজ্জৎ বেগ
না সহে প্রিয়ার বিরহোদ্বেগ
চিনাবের তীরে রহিল কুটীরে
তাহারি ধেয়ান ধরি।

বোখারা হইতে আসিয়া সাধিল
আত্মীয় পরিজনে
রহিল অটল ফকির অচল
নিমীলিত দুনয়নে
প্রেমের দেবতা যদি শোনে কানে
তাহার পীড়িত প্রণয়ের গানে
কভু বহে যদি করুণার নদী
সার্থক শুভক্ষণে।

দিবসে মোহিনী জল নিয়ে যায়
পুলকে নয়ন নাচে
তরুণ সাকীর অধর মদির
লুব্ধ অধর যাচে
রজনীতে তাই আসি সাহসিকা
নদী-পর-পারে চলে নির্ভীকা
কলসী উলসি উঠে উচ্ছসি
বক্ষের কাছে কাছে।

পিপাসিত প্রায় ফিরে ফিরে চায়
নিরালা নদীর ঘাটে
যৌবন-ভরা প্রেমের পসরা
পিয়াসে পরাণ ফাটে
দিল্‌-দরদীর লাল সিরাজির
পিয়ালা অধরে দিল-পিয়ারীর
পিপাসিত প্রাণ সারা-দিন-মান
আর বুঝি নাহি কাটে!

কত অনুনয়ে সেদিন তপন
ডুবিল সাগর-জলে
মেঘ থরে থরে আকাশের পরে
বিজলী ঝলক্ ঝলে
উদ্দাম হাওয়া করে মাতামাতি
আঁধারের কোলে আলেয়ার বাতি
প্রলয়-নাচন নাচিয়া তখন
তটিনী ছুটিয়া চলে।

চমকে চপলা চমকি নয়ান
আপনি মুদিয়া আসে
আঁধার-বক্ষে লক্ষ লক্ষ
স্বর্ণ-নাগিণী ভাসে
দিকে দিকে ভরি উঠে বিভীষিকা
থেকে থেকে ছুটে জ্বলন্ত শিখা
কি ঘোর তমসা ক্রুদ্ধ বরষা
বুঝিবা সৃষ্টি নাশে।

ঘন-ঘোর-রাতে অশনির পাতে
চোখে ঘুম নাই সাকী
জীবনের সুখ দয়িতের মুখ
মনে পড়ে থাকি থাকি
হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া
ব্যাধের বাঁশরী বাজে আদরিয়া
নহে দুর্য্যোগ এই তো সুযোগ
কহে কানে কানে ডাকি,—

"আমি আছি বালা রজনী নিরালা
বসিয়া তোমার লাগি
ঘোর-ঘন-ঘটা গগনে গগনে
নিঘুম-নয়নে জাগি"—
তুফানে তুলিয়া কল কল্লোল
চলেছে চিনাব সাগরের রোল
শ্রবণোল্লাসে ঘন নিঃশ্বাসে
মিলনের অনুরাগী।

অঝোর বরষা ঝরে ঝর ঝর
বিদ্যুৎ কাঁপি কাঁপি
দয়িত বিরহে আঁখি ভর ভর
নিঃশ্বাস চাপি চাপি
চলে চুপি চুপি টিপিয়া চরণ
প্রিয়ের চরণে জীবন মরণ
ধরি দিবে বলি কুসুমাঞ্জলি
পুলক বক্ষ-ব্যাপি।

"বায়ু যেন বহে কানে যেন কহে
তাহারি মিনতি-বাণী
আমারি লাগিয়া রয়েছে জাগিয়া
পলকে প্রহর মানি
চিনাবের এই উতল অধীর
ঢেউ তুলি তুলি উচ্ছল নীর
ঢেউ পরে ঢেউ উঠে পড়ে কেউ
করে কেউ কানাকানি

ডাকে মোরে যেন পারাবার হেন
চঞ্চল তটিনীরে
ডাকে যেন মোরে তেমনি আদরে
আর চাহিব না ফিরে
হে পরাণতম নয়নাভিরাম
তোমার লাগিয়া এই চলিলাম"
পড়িল ঝাঁপায়ে ভুবাহু বাড়ায়ে
সীমান্ত-হারা-নীরে

ঝঞ্ঝার দোল তাণ্ডব রোল
নিবিড় অন্ধকারে
করে উপহাস বিজলীর হাস
প্রেমের বন্দনারে
এই বুঝি কূল এই বুঝি তীর
তবুও সলিল অতল গভীর
হায় পরমেশ বুঝি সবশেষ
নিমগ্ন হাহাকারে

তীরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া
ছায়া-সম কোন জন
চিনাবের নীরে হেরি সোহিনীর
প্রতিমা বিসর্জ্জন
তীর-সম-বেগে পড়িল পাগল
জল-কল্লোল হাসে খল্ খল্
ক্ষীণ-বাহু-বল হ'ল নিশ্চল
চিরতরে নিমগন

প্রভাত-সমীর বহে অতি ধীর
মুগ্ধ মেঘেলা আলো
মিলনের সুখে উভয়ের বুকে
উভয়ে ঘুমায় ভালো
নাহি নাহি ব্যথা নাহিক বিরহ
অমৃতের লোকে দোঁহে অহরহ
দেহ মন প্রাণ প্রদীপ সমান
প্রেমের আরতি জ্বালো।

তিলোত্তমা

ফোটে ফুল তারার হাসি
আলোর রাশি
ঐ নয়নে
হিমানীর শুভ্র তুষার
দীপ্ত ঊষার
ঐ বরণে।

ঢেলে দিই গোলাপি লাল
লাজের গুলাল
কপোল-তলে
তুলে দিই মলয় মৃদুল
ঊর্ম্মি দোদুল
নীলাঞ্চলে।

ফাগুনের হাল্‌কা হাওয়ায়
ঢেউ ব'য়ে যায়
গন্ধে গানে
তোমার ঐ অধর-পুটে
যে-সুর ফুটে
তাই সে লুটে—
পায় তো আনে।

সলিলের নৃত্যলীলা
হে উর্ম্মিলা
বক্ষতলে
কালোজল দেয় যে দোলা
ভুবন-ভোলা
পদ্ম-দলে।

হরষের মুক্ত-পাখায়
ঐ উড়ে যায়
তোমার হাসি
উঠে ঐ প্রেমের তুফান
আনন্দ-গান
বাজায় বাঁশী।

অধরের লোধ্র পরাগ
হিঙ্গুল-রাগ-
-রক্ত-টীকা
অরুণের উদয়-ক্ষণের
তরুণ প্রাণের
অগ্নি-শিখা।

আরাত্রিক

আত্মনিবেদন

"রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিনী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়
আভীর-বাম-নয়না-হৃত-মানসায়
দত্তং মনো যতুপতে ত্বরিতং গৃহাণ।"

রত্নাকর-নিকেতনে গৃহলক্ষ্মী যাঁর
কল্পলতা লক্ষ্মী নিজে, চরাচর-সার,
কী তোমারে দিব আর পুরুষ-সত্তম
লহ প্রাণ লহ মন হে অন্তরতম
অন্তর করিল চুরি বুঝি আভীরিণী
বামদৃষ্টি সুচতুরা; কেহ বলে কিনি
লইয়াছে প্রাণ বিনিময়ে;—বিনামূলে
বলে কেহ কেহ!
আজি তাই দিব তুলে
পূজাপুষ্পসহ প্রাণ মন—ওগো প্রিয়
তৃষিত অন্তরে মোর ত্বরা ক'রে নিও।

শ্যাম নটরাজ

শান্ত সমাধি-শয়নে, হে বিরাট, একান্ত একাকী
নিস্তরঙ্গ নির্ব্বিশেষ আদি-অন্ত-হীন, স্তব্ধ থাকি
নিষ্পলক কত কল্প কল্পান্তের পরে কোনদিন
দৃষ্টিপথ অনাবৃত আঁখি-পক্ষ্ম উন্মিষ নবীন—
ক্লান্ত-পক্ষ প্রথম উড্ডীন ক্ষুদ্র বিহঙ্গের—প্রায়—
নিতান্ত-আশ্রয়-হারা,—বিশ্ব-রূপ-বর্ণ-রচনায়
হইলে তৎপর ; ক্রীড়াচ্ছলে কৌতূহলে সীমাহারা
আঁধার-পাথারে, আলোকের দীপাবলী, জ্বালি তারা
পুঞ্জে পুঞ্জে, পুষ্প কুঞ্জ সম, ফুটাইলে সুমহান
শূন্যে পূর্ণ করি।
বক্ষ হ'তে খুলি, রত্নমালা খান,—
পরাইলে নীলাভ্রের নীলকণ্ঠ-তলে,—সূর্য্য শশী
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, উঠে জ্বলি নীলাদ্রি-শিখরে ; পশি
পুনঃ তমোময় তিমির-পাথারে, মিলাইয়া যায়,
সৈকতের বালুকণা প্রদোষের অন্ধ-তমসায়
রৌদ্রদীপ্ত-দিবা-শেষে।

ছন্দের নর্ত্তন, তুলি দিলে—
গ্রহ-উপগ্রহ-দলে, নট-নটী-সম, ফিরাইলে
আবর্ত্তনে, কেন্দ্রীভূত করি আপনায়।

অতি-সূক্ষ্ম
সূক্ষ্মতম ঘটে যদি কভু ছন্দ-চ্যুতি,—অতি রুক্ষ
নিরপেক্ষ নিয়তি নিষ্ঠুর, ছন্দভাঙা গ্রহটারে
করে দূর উল্কাপিণ্ড-সম করি লাঞ্ছিত ধিক্কারে;
কীটদষ্ট গলিত কুসুম ফুল্লমালা খানি হ'তে
ফেলে দেয় নির্ম্মম নির্দ্দয় তব রথচক্র-পথে
অনন্তের প্রচণ্ড ঘর্ঘরে নিষ্পেষিত বক্ষ তা'র—
কাঁদে হা-হা-ক'রে।

কেহ বলে চণ্ডনীতি—দণ্ড তা'র
নহে শিক্ষা শুধু; দিব্যলোকে লভিয়া বিশ্রাম স্থান,
অতি সাবধানে, শিক্ষা করি পুনঃ অক্ষুণ্ণ বিধান,
এসে জুটে,—চলে ছুটে—সযতনে করি বিধিমত,
ছন্দ-লয়-যতি-তাল-মান-রক্ষা, করে মনোমত
নৃত্যগীত। অসচ্ছন্দ তুলি তব সৃষ্টির সঙ্গীতে
করে নাকো তালভঙ্গ।

স্তব্ধ হয় তোমার ইঙ্গিতে
ব্যথিতের কাতর-বিলাপ, ব্যাধিতের নিবেদন,
প্রমত্ত-কল্পনা-পূর্ণ অনুতপ্ত-আত্ম-নির্য্যাতন;

কভু স্বপ্ন কভু নিদ্রা কভু মৃত্যু স্নিগ্ধ পরশনে
দেয় জুড়াইয়া।

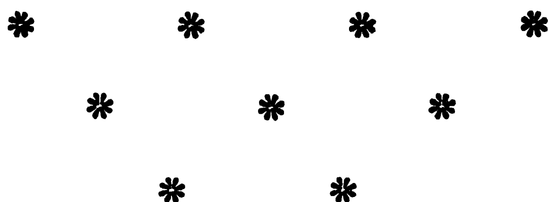
কেন দুঃখ? কেন তাপ? সযতনে
কেন পুনঃ আনন্দ প্রলেপ তাহে? ক্রীড়নক-সনে
শাশ্বত এ চক্রব্যূহে অনুক্ষণ প্রাণের স্পন্দনে
ক্রীড়া কিম্বা যুদ্ধ কিম্বা রঙ্গভঙ্গ কর নিরন্তর?
অল্প দৃষ্টি বহু অনুমান! অন্ধে অন্ধে পরস্পর
পথ-প্রদর্শন! কী নিষ্ঠুর পরিহাস অদৃষ্টের—
সৃষ্টিচক্র-সুদর্শন-ধারী!

এই মহামানবের
সমষ্টির দুঃখ-সুখ অবিদ্যা বিদ্যায় বিজড়িত
আঁধারে-আলোকে।

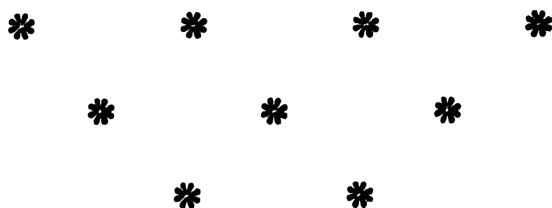
তুমি সর্ব্ব-দুঃখ-সুখ-দ্বন্দ্বাতীত
একান্ত অতীত, ভ্রাম্যমান জগতের ঘূর্ণিপাক
রাজচক্র রাজদণ্ড ত্যজি কূটনীতি করনাক—
বন্ধন-শৃঙ্খল-হীন অপরূপ লোকে, আনন্দের
অপূর্ব্ব প্রয়াণ? কর না কি লীলা আনন্দের
অবাধ-স্পন্দনে? যেথা তাল সুতরল,—রাগিণীর
আনন্দ-নিঝর, চলে কল্লোলিয়া, তট-ভূমি-তীর
পীড়ন-প্লাবন-হর্ষে, ভাসাইয়া আনন্দ-বন্যায়,
ধন্য করি, পূর্ণ করি, পুণ্য-নীর নদ-নদী-প্রায়,

আনন্দ-গুঞ্জন তুলি মত্ত-অলি-সম দলে দলে
পরিপূর্ণ পরিমল সুকোমল ইন্দীবর-দলে
ছুটে চলে পুলক-চঞ্চল।
সৃষ্টি-সিংহাসন ত্যজি
যেথা তুমি শ্যাম শষ্প চুমি বন্য-ফল-ফুলে মজি
মঞ্জু-কুঞ্জে সজল-নয়নে ব্রজ-রেণু অঙ্গে মাখি
ধন্য হ'লে শ্যামরূপে ;
যেথা চুপে চুপে, পদে রাখি
বাঁশি খানি, অশ্রু-জলে অলক্ত-অক্ষরে লিখেছিলে
আত্ম-নিবেদন-লাজ-লিপি চরণ-পল্লবে।
দিলে
শুভক্ষণে প্রথম যেদিন সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগ-মন্ত্র—
শরণার্থী-জনে জ্ঞানগর্ভ সর্ব্ব-বেদ-তন্ত্র—
আবদ্ধ-পল্বল-সম, সংপ্লুত বন্যায় বরষায়
প্রেমের প্লাবনে তব, ভেসে যায় কভু ডুবে যায়
সর্ব্ব-অন্তরাল-বাধা-ব্যবধান-নিষেধ-বিধান
উদ্বেল-তরঙ্গ-ভঙ্গে ধমনীতে প্রলয়-বিষাণ
বেজে উঠে উচ্ছ্বসিত উল্লাস-হিল্লোল
সৃষ্টি-সিন্ধু সলিলের অতল গভীরে উতরোল
সাগরের প্রাণ।
ঊর্দ্ধে কোন অনন্ত মহান্ নীল,
সসীমের অসীম-বিস্ময়, বুঝি তা'রে আহ্বানিল

ব্যাকুল বাঁশরী-গানে ; পূর্ণিমার আনন্দ-জোয়ার,
ছুটে চলে দিক্-চক্রবাল-তলে, স্পর্শ লভিবার
আকূল-আগ্রহ-ভরে।



অপরূপ শ্যাম-নটরাজ,
নিম্নে নীল, উর্দ্ধে নীল, নীলিমায় করিছ বিরাজ
কভু অশ্রু-ভারাতুর শ্যামল জলদে, শরতের
শ্যাম তৃণে ষড়দর্ভ-রূপে সযতনে আতিথ্যের
আসন পাতিয়া পদতলে ;



কভু মেঘালক-স্তরে—
স্তূপীভূত-জীমূত-বাহনে ইন্দ্র-সম ; কভু করে
পাঞ্চজন্য উঠে বাজি প্রলয়ের রুদ্র-কাল-শিখা
জ্বালাইয়া, কভু নিভাইয়া তা'রে আঁক সৃষ্টি-লিখা,
আপনারে বহু করি বহুরূপে সাজ বহুরূপী
শূন্যে পূর্ণ করি কভু পরিপূর্ণতায় শূন্যরূপী
শুধু মায়া-মরীচিকা-প্রহেলিকা-ইন্দ্রজাল-সম
হে সুন্দর, তব রূপ-মৃগ-তৃষ্ণা-দগ্ধ-বক্ষে মম
যাও মিশাইয়া, অবিশ্রান্ত কর বিশ্বে লুকোচুরি
বিজলীর চকিত লীলায় ; নিঃস্ব করি কর চুরি
বিশ্ব-মানবের প্রাণ হৃদয়ের মথিত নবনী ;
কোন রজ্জু বাঁধি তব পা'য়, তস্করের শিরোমণি !
কোন দণ্ডনীতি দিয়া, কোন রাজ-সভা-তলে গিয়া
কাহার চরণ-তলে নিবেদিব সাধিয়া কাঁদিয়া—
বিশ্বনাথ করে বিশ্বে নিরন্তর নিগ্রহ লাঞ্ছনা
ডাকিলে শোনে না কানে মানবের মরম-বেদনা।

নিবেদন

আমি যা কিছু আমার দিয়েছি তোমার
চরণে শূন্য করিয়া প্রাণ—
লুটায়ে দিয়েছি চরণে তোমার
শূন্য হিয়ার রিক্তদান
তুমি দলিয়া ঠেলিয়া যাইও আমায়
চরণ-পরশ পাইব তবু—
আঁখি-জলে শুধু চরণ ধোয়াব
অধিক কামনা করিনি কভু ;
বাজিবে নূপুর শ্রবণে শুনিব
নয়নে নাচিবে তোমার ছবি—
ঘুমায়ে পড়িবে সকল কামনা
কামনা-সাগরে ডুবিবে রবি।

পূজা

ফাগুয়ার রবি,   বাসন্তী রঙ
    ঢালিয়া সন্ধ্যাকাশে
যবে ডুবু-ডুবু,   সিন্ধু-সলিলে
    রক্ত-প্রবাল হাসে,—
চলেছিলে তুমি   গোধূলি-বেলায়
    বনের বিজন প্রান্তে
অঞ্চলে ভরি   বনফুল-রাজি
    দাঁড়ায়ে ছিনু একান্তে।
তপ্ত-হিরণ-   সন্ধ্যা-কিরণ—
    নিদাঘ-রৌদ্রে পুড়ে—
পিপাসিত-প্রায়   পড়েছিল পা'য়
    চুমিয়া কিরীট-চূড়ে ;
নির্ব্বাক মূক   সুগোপন সুখ
    বক্ষে উঠিল ভরি—
করুণার মত   অরুণ-কিরণ
    চক্ষে পড়িল ঝরি,—
মুগ্ধ নয়ন   হইল কখন
    তোমার নয়নে মগ্ন
নিলাজ কুসুম   আপনি কখন
    হইল চরণ-লগ্ন।

চিত-চোর

(ওগো)　চঞ্চল চিত-চোর
(যবে)　নয়নে ঘনায় ঘোর
চকিতে কখন আসিয়া কখন
পলাও গোপন-চরণে,—
(মোর)　স্তিমিত নয়ন তোমারি আনন
খুঁজিয়া বেড়ায় স্বপনে।
(ওগো)　অন্তরতম মোর
(ওগো)　বেদনার আঁখি-লোর
চির　আঁখি-বিনোদিয়া জুড়াইয়া হিয়া
অশ্রু ভরিয়া নয়নে
ক্ষণিক কিরণ করি বিকীরণ
ক্ষণিকে মিলাও কেমনে।
(ওগো)　অন্ধ-রাতের আলো
মোরে　ক্ষণিকে ভুলালে ভালো
(শুধু)　ক্ষণিক আলোকে ভরিয়া গগন
ভরিয়া পরাণ পুলকে—
কোন কুতূহলে কৌতুক-ছলে
মিলাও পলকে পলকে।

(ওগো) সার্থকতম শত জনমের—
সকল-দুঃখ-নাশা—
জাগ্রত নব জীবনে আমার
আলোক-পুলক-আশা—
তোমার নূপুর-নিক্কণ-ধ্বনি
শ্রবণে আমার পশিতে অমনি
বিবশ পরাণ তব আগমনী
আপনি রটে—
না ফুটিতে ফুল শুখায় মুকুল
মিলায় স্বপন চেতনা-ব্যাকুল
মূরতি তোমার মিলায় আমার
মরম-পটে।



বাঁশীর ঠাকুর

স্নিগ্ধ শীতল ছায়া বিতরিয়া
দিব্য আলোকে উজ্জ্বলি হিয়া
চাঁদের কিরণে অমিয়া মাখিয়া
সুনীল গগনে বাঁশী বাজাও,
বাঁশরীর তানে লহরী তুলিয়া
হাসিমুখে আসি প্রেম বিলাইয়া
স্নেহের নিঝর পরাণে ঢালিয়া
মেঘের আড়ালে মুখ লুকাও,—
তারকার মালা গলায় পরিয়া
ঝলমল রূপ উঠে উথলিয়া
শতেক বিজলী ক্ষণে চমকিয়া
জগৎ আঁধারি ছুটে পলাও,
পরাণ-পরতে ছবিটি আঁকিয়া
দুইটি হৃদয়ে একটি করিয়া
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া বাঁধিয়া
তোমাতে আমায় মিশায়ে নাও।

১১ ই শ্রাবণ ১৩১৫ (প্রথম কবিতা)

আশান্বিত

ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আকুল পরাণে
গভীর নিশীথে গগনের পানে
ভাঙা-আশা লয়ে ব্যাকুল নয়ানে
আশা-পথ চাহি রহিব কি ?
শিথিল বৃন্তে ম্লান কুমুদিনী
ম্লান সরোবরে মুদিত নলিনী
ঝিল্লী-মুখর নিথর রজনী
নিঘুম-নয়নে জাগিব কি ?
সুনীল গগনে তারকার শ্রেণী
যূথিকা গাঁথিয়া রজনীর বেণী
কে দিল এলায়ে চঞ্চল বায়ে
কুন্তল-দাম উড়িল কি ?
শুধু নিমেষের দরশ লাগিয়া
তব আগমনী গাহিয়া গাহিয়া
আশা-নিরাশায় চাহিয়া, জাগিয়া
ঘুমে তা'র আঁখি ডুবিল কি ?
যে তারকা-পানে নয়ন তুলিয়া
ছিলাম 'পলকে-প্রলয়' ভুলিয়া
সেও নিভে গেল পথ চেয়ে তা'র
ক্লান্ত নয়ন মুদিল কি ?

রজনীরে করি মোর নিরজন
নিশীথের সাথী, দুজনে যখন
জাগিনু, আপন পথ-চাওয়া-ধন
পাইয়া সজনি ঘুমাল কি ?
আমার নয়নে নাহি নাহি ঘুম
ঐ বুঝি কা'র পায়ে ঝুম্ ঝুম্
বাজিল নূপুর, গায়ে কুঙ্কুম
অরুণের রাগ ফুটাল কি ?

বন্দনা

তব—নির্ম্মল-প্রেম-পরিপ্লুত-প্রাঙ্গণে
চন্দন-গঞ্জন-গন্ধে
সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীল-গগন-তলে
বিশ্বনিখিল আজি বন্দে
স্নিগ্ধ-সুশীতল-সলিলোচ্ছ্বাসে
নন্দন-বন মকরন্দে—
ফুল্ল-ফুলে নব-পল্লব-চুম্বনে
লহরী-লীলায়িত-ছন্দে
তব—বন্দন-সঙ্গীত—মত্ত মধুপ কত
গুঞ্জরিছে মহানন্দে।
নদীতট-নিকটে ময়ূর-মহোৎসব
ফেনিলোচ্ছল-জল-কল্লোল-কলরব
উদিত-অরুণ মহিমা-সুবিমণ্ডিত-
-সুন্দর-সুতরুণ-রাগে
উন্মদ-মন্মথ-মথিত-মনোম্বুজ
তব-পদ-পরশন মাগে
আজি নূপুর-নিক্কণ কঙ্কণ-কণকণ
বাজে মধুর মৃদু মন্দে।



অর্ঘ্য

তোমারে আমি বেসেছি ভালো
লেগেছে যবে তোমার আলো নয়নে—
চরণে তব দিয়েছি ধরি
পরম-প্রেম অর্ঘ্য-ভরি যতনে।
অঞ্জলিতে এনেছি ফুল
কনক-চাঁপা-বেলি-বকুল কুড়ায়ে—
চরণ-তলে ফিরিয়া আসি
চরণে দিনু সে ফুলরাশি ছড়ায়ে।
করুণ তব দৃষ্টি-তলে
নয়ন দুটি ভরিল জলে
বক্ষ বেয়ে ঝরিল ধারা যেমনি—
অমনি তব করুণা-রাশি
বক্ষে মোর ঝরিল আসি
নিবিড় স্নেহে বাঁধিলে মোরে অমনি।

অনুনয়

হে প্রিয়, হে প্রিয়তম, বাসিব তোমায়
শুধু ভালো, শুধু প্রেম দিব তব পায়
স্বাদ-রস-গন্ধভরা ; ধরিব তোমার
সমুখে হৃদয় মম দিব উপহার—
নিবেদিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া, চিরদিন
চিররাত্রি আঁখি দুটি তুলি, দীন হীন
সর্ব্বহারা কাঙালের প্রায়, পা'য় পা'য়
ফিরিয়া ফিরিয়া। ছায়া যদি ছুঁয়ে যায়
এ হিয়ায় যদি পড়ে তব প্রতিচ্ছবি
ভ'রে যাবে হিয়া মম আশা মন সবি।
অযুত বসন্ত ধ'রে অতি অতীতের
হাহা-করা আঁখিজল-ভরা বিরহের
ভুলিবে সকল ব্যথা সব কাতরতা
সব দৈন্য সব শোক ভয় ব্যাকুলতা
তখনি মিলাবে সখা যখনি চাহিবে
মোর পানে ;—প্রাণে মোর তখনি ঝরিবে
তব কৃপা, তব প্রেম, পশিবে অবাধে
অবোধ হৃদয়ে মম, কণ্ঠে যদি বাধে
যদি নাহি বাহিরায় মিনতির বাণী—
যেয়ো নাকো—ফিরো নাকো—ফিরে যেয়ো নাকো
মৌন মুগ্ধ সমাদরে অনাদর মানি।

আবির্ভাব

তুমি লহ তুমি লহ গো আমায়
তোমার প্রেমের যোগ্য ক'রে
সকল কলুষ ধুইয়া আমায়
লহ গো তোমার পূজার ঘরে—
সকল দুঃখ, সকল দৈন্য,
শূন্য করহে প্রাণ—
অন্তরে হান পুণ্য-আলোক
পূর্ণ করহে প্রাণ—
আপনার পানে চাহিয়া চাহিয়া
নয়নের আলো গিয়াছে নিভিয়া
উদয়াচলেই ডুবেছে তপন
শত স্বার্থের ঝঞ্ঝাবাতে,—
হে নয়নমণি—নয়নে আমার
দৃষ্টি-বিহীন দরশ-তৃষার
সার্থক কর হে দেবতা মোর
ধ্রুবতারা ঘোর তিমির রাতে
প্রকাশ হও গো—
উদয় হও গো—
পথিক হও গো—নয়ন-পথে,
অরুণ-উষার দীপ্ত-রথে।

ভক্তি-শুল্ক

"কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা-মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং—
কল্পকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"

কৃষ্ণভক্তি সুধারসে রসাল অন্তর—
মাগ ভিক্ষা কর ক্রয় হও তৎপর—
কদাপি কুত্রাপি যদি পাও।
মূল্য অল্প
শুল্ক নাহি কিছু, পরিহরি বৃথা জল্প—
—বিসংবাদ, চাহ শুধু দীপ্ত-লালসায়
তৃষ্ণা শুধু লৌল্য শুধু প্রাপ্তিহেতু তায়
ভিক্ষাপণে বিকাইয়া প্রেম-মূলধনে
দেউলিয়া নারায়ণ হাসে হৃষ্টমনে
কোটি-কল্প-সুকৃতির সাধনার বলে
কভু নাহি মিলে প্রেম স্বর্গে ধরাতলে।



মুক্ত

প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগে ন রাগে
প্রীতিঃ প্রেমাতিশয়িনি হরৌ ভক্তিযোগে ন যোগে
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে—
যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ

সন্নিধি যা'র হরির চরণ সেবার অনুরাগে
মনটী থাকে, মন লাগে না রাগে—
পরম প্রেমের প্রদীপ খানি বক্ষে জ্বলে যা'র
এই সে জানে যোগ না জানে আর ;
আস্থা যাহার নাইক দেহে, হরি সেবার সিদ্ধ-দেহে
তৃষ্ণা যাহার সর্ব্বদা-ই জাগে
মনটী সরস সর্ব্বদা যা'র সেই সে মুক্ত এই কথা সার
মুক্তি নাইক মর্কট-বৈরাগে ।

স্তোত্র

হে—দীন-দয়াময় বিশ্বনাথ জয়
সকল-দুঃখ-ভয়-ভঞ্জন হে—
নিত্য-নিরঞ্জন সত্য-সনাতন
তাপিত-জন-পরিতর্পণ হে—।
অভয়-বরদ শরণাগত-বৎসল—
মহা-মহিমার্ণব ঈশ্বর হে
পুরুষোত্তম পরমাত্ম-পরমধন
শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরাৎপর হে—।
কলুষ-বিনাশন ত্রিবিধ-তাপহর
নারায়ণ নিরবদ্য নিরন্তর
প্রপন্নার্ত্তি-হর শঙ্কর সুন্দর
সর্ব্ব-সুখৈক-নিকেতন হে।
প্রেম-অমৃতময় নিখিল-ভুবন-পতি
সচ্চিৎ-সুখময়-বিগ্রহ হে—
নিত্য চিরন্তন নিষ্কল নূতন
নির্গুণ সকল-গুণাশ্রয় হে।
মধুর-রভস-রস-রাস-রসিক-বর।
প্রীতি-কুসুম-বনে সুন্দর মধুকর
প্রিয়-বর-নাগর সৌরত-সাগর
নৃত্য-চটুল-চল-চঞ্চল হে।

ছবি

বিশ্ব-কবি তোমার ছবি—
নিজেই তুমি এঁকেছ ভাল
নিখিলে, নীল-গগন-তলে—
তোমারে আমি বাসিব ভাল।
সুবাস ঢালো বিজন বনে
বনের ফুলে ফুটিয়া তুমি
সুবাসে ভুলে কত না ফুলে
গুঞ্জরিলে অধর চুমি।
সুনীলাকাশে আভাষে ভাসে
মহিমা তব সুনিরমল
তপন-শশী-তারার মালা—
গগনে চির সমুজ্জ্বল।

এস

তুমি এস এস চির— কান্ত রুচির—
কিশোর-পরম সুন্দর
এস লাবণ্য-ঘন মুগ্ধ নয়ন
ঢল ঢল ইন্দীবর।
এস মধুর মদির চঞ্চল চির—
-চপল নূপুর-শিঞ্জনে
এস নব নিকুঞ্জে পুষ্প-পুঞ্জে
এস মধুকর-গুঞ্জনে।
এস শরতের শশী অমিয়া বরষি—
হরষে ভরিয়া অন্তর
এস হসিত নিশায় তৃষিত হিয়ায়
চির-আনন্দ-নির্ঝর।
এস তৃণ-বীথি-তলে রচিত আসনে
হৃদয়োৎপল-মধুকর
মোর নয়নের জলে হরষ উথলে
দরশে উছলে অন্তর।

শাশ্বত

যখনি তোমারে প্রথম দেখিনু
ভাবিনু যেন বা দেখেছি কোথা
যেন দেখেছি তোমায় শুনেছি তোমার
নমিত বদনে নম্র কথা।
যেন ছুঁয়েছি তোমায় পেয়েছি তোমার
কোমল সরস পরশ সুধা
তোমার লাগিয়া ছুটিয়াছি কত
মেটেনি পিয়াসা মেটেনি ক্ষুধা।
শুধু দু-একটি দিন দেখিনি তোমারে
কি যেন কি ঘোর নয়নে লাগি
ঐ মুখ-পানে—চাহিয়া আবার—
অতীতের স্মৃতি উঠিল জাগি।
আজি নূতন করিয়া চির-পুরাতন—
পরাণ-বঁধুয়া তোমারে বরি—
কি জানি কি চোখে দেখেছি তোমারে
ভুলিব ভাবিতে কাঁদিয়া মরি।

হারানিধি

খুঁজে খুঁজে ফিরি-খুঁজিয়া-না-পাওয়া-রতনে
হারা-নিধি মোর,—ত্রস্ত-চকিত-নয়নে।
ঘন-ঘাস-বন রাখিল গোপন করিয়া
ধূলা বালুকায় বুঝি বা লুকায় ছলিয়া।
অস্ত-রবির কিরণ-মালায়
ডুবে গেল দিন গোধূলি-বেলায়
সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া হায়
লুকাল নিশার আঁধারে
কোথায় আমার বক্ষের মালা
কেমনে জুড়াব পরাণের জ্বালা
কোথায় হেলায় হারাইনু তা'য়
ডুবাইনু কোন পাথারে—
সেই এক ঠাঁই শত-বার যাই
অন্ধ নয়ন-আসারে।

নয়ন-মণি

তুমি— এসেছিলে যেন স্বপনে
ভাল— বেসেছিলে যেন গোপনে
ছলিয়া কখন গিয়াছ গোপন-চরণে।
কাঙাল হৃদয় হরষে
ক্ষণিক-মিলন-রভসে—
ভ'রে— উঠেছিল তব মুগ্ধ-বিহ্বল-পরশে।
ফুটিবে হৃদয় ফুটিবে
হর্ষে বিষাদে টুটিবে
বিরহে বিকল শুধু আঁখি জল ঝরিবে।
আসিও আবার আসিও
ভাল— বাসিও আবার বাসিও
বসনাঞ্চলে বসিয়া মধুর হাসিও।
আমি হৃদয়ের হারা নিধিকে
আর— দিবনা ছাড়িয়া ক্ষণিকে
রাখিব নয়নে-নয়নে নয়ন-মণিকে।

মূক

দেবতা আমার!   তব পুর-পরিখার
প্রান্তে শুধু আসি আর ফিরি বারে বার
আসিনা সম্মুখে কভু করি নিবেদন
দ্বার-রক্ষকেরে;
                    শুধু আপন বেদন
বক্ষে ল'য়ে চাপি অবরুদ্ধ করি করি
দগ্ধ করি তুষানলে দিবস-শর্ব্বরী।
চাহিবার মত দান যা আছে তোমার
বিশ্বের ভাণ্ডারে—আর যা কিছু আমার
চাহিবার মত প্রেয়—বক্ষে জুড়ি পাণি
তব সিংহাসন-তলে প্রকাশের বাণী
নাহি পায় হৃদয়ের ভাব-ভ্রূণ-গুলি
অস্ফুট আবেগে চাহি আঁখি তুলি তুলি
হয়েছে বিলয়;
                    মম উপকণ্ঠ ভরি
উঠিয়াছে যে যাতনা হাহাকার করি
কণ্ঠ তা'রে বধিয়াছে করি কণ্ঠ-রোধ
গুপ্ত-প্রেম-লুব্ধ-নারী নিঠুর নির্ব্বোধ
ভ্রূণ-হত্যা করে যথা,
                    লাজ লুকাবারে;
কলঙ্ক মুছিতে গিয়া আরো অঙ্ক বাড়ে!

———

ভুল

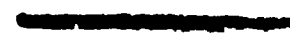
কত বার আমি মনে করি প্রভু
তোমারে ভুলিয়া থাকিব না কভু
শয়নে স্বপনে নয়নে নয়নে
তোমারে রাখিব স্বা-মী
তোমারি শরণে আসিব ছুটিয়া
তোমারি চরণে পড়িব লুটিয়া
চরণে তোমার নয়ন-আসার
ঢালিব দিবস যা-মী
ভুলে যাই যবে আঁখির পলকে
তুমি বিনা আর আমারে বল কে
ফিরাবে আবার নয়নে আমার
হাসিবে ঊষার হা-সি
বল বল প্রভু এমনি করিয়া
প্রতি-নিশা-শেষে তোমারে হেরিয়া
অন্তরে মম শতদল-সম
ফুটিবে পুলক-রা-শি।

আবেদন

আমার সময় হয়নিক প্রভু
তোমার সময় সর্ব্বদাই
এবার আমায় ছুটি দাও প্রভু
ছুটে চলে যাই তোমার ঠাঁই
মর্ম্ম ছিঁড়িয়া বুক বিদরিয়া
ক্রন্দন-ধ্বনি উঠে সদাই
তোমার লাগিয়া করি হা-হুতাশ
স্বপনেও কভু দেখা না পাই
তোমার সময় সকল সময়,
আমার বাঁধন কঠিন-বাঁধা,
ডাকিলেই তুমি এসে থাক শুধু
আমার লাগিয়া এত কি বাধা ?
মরণ-অধিক জীবনের ভার
তব ছলনার যোগ্য নহে
চতুরের সনে সাজে হে চাতুরী
অচতুর শুধু বেদনা সহে !

ক্ষমা

ক্ষমা চাহিয়াছ প্রিয় কী আমার আছে
আপনি হৃদয়-মন পায়ে লুটিয়াছে
মিথ্যা চাহিয়াছ ক্ষমা, চাহিবার আগে
কি জানি বেদনা-লেশ বক্ষে যদি লাগে
ধরিয়া দিয়েছি প্রেম মুগ্ধ অনুরাগ
কুসুম-চন্দন-গন্ধে পূত অগ্রভাগ
হৃদয়ের দেবতা আমার !
বারংবার
প্রিয় সখি মোরে দেয় লাজ, অক্ষমার
অক্ষমতা করে পরিহাস ;
জানি তাই
তোমারে যা-কিছু দিয়া আর কিছু নাই ।



প্রতীক্ষা

(সনেট্)

হে নিঠুর ! পথপানে চাহি বল রব কতদিন
কত দিন কত রাতি আসে আর যায়
প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ দগ্ধ বেদনায় ;
জীবনে সান্ত্বনা নাই বদন মলিন
পথ-পানে চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,—
অনুক্ষণ প্রাণমন করে হায় হায়
ক্ষীণ উষ্ণ অশ্রুধার ঝরে হতাশায়—
দ্রবীভূত বেদনার ধারা নিশিদিন।
এস প্রিয়, প্রিয়তম, এস প্রাণাধিক,—
না চাহিতে প্রাণ মন দিয়েছি চরণে ;—
শশী হাসে, আমি কাঁদি, পরিহাস মানি
জীবনে বেদনা বাজে মরণ-অধিক—
কোথা তুমি প্রিয়তম ? ভাবি মনে মনে
"(হায়)—চিরমগ্ন বুঝি মোর স্বর্ণ-শশি-খানি !"

পথ চাওয়া

(গান)

তোমারি তরে স্বামী রজনী জাগি আমি
তোমারে পাব না কি হৃদয়-মাঝে,—
তোমারি আশা ল'য়ে, কত না লাজে ভয়ে
আকুল পথ-চাওয়া হৃদয়ে বাজে।
আজি এ বন-ভূমি কুসুমে হ'ল আলা
গেঁথেছি ফুলরাশি পর হে বর-মালা
তোমারি তরে হিয়া মরে যে গুমরিয়া
তোমারি মূরতি এ মরমে রাজে—
শ্যাম তৃণ-দলে পেতেছি অঞ্চল
চরণ ধোয়াইতে নয়নে ভরা জল
কোমল পদতলে বাজিবে তৃণ ব'লে—
হৃদয় দিছি পাতি আধ লাজে।

একেলা

নিৰ্জন কুটীরে বঁধু আমি একেলা—
পথ-পানে চেয়ে চেয়ে কাটিল বেলা
সাঁঝের বাতির সনে
গৃহকোণে আনমনে
মন ল'য়ে খেলি কত উদাস খেলা
নিৰ্জন কুটীরে বঁধু আমি একেলা।

দিনের সাথীরা গেছে ফিরিয়া ঘরে—
চমকে চকিত মন তোমারি তরে—
সাথীরা গিয়েছে ফিরে
পাখীরা আপন নীড়ে
মধুর কাকলী ডুবে গেছে নিথরে—
দিনের সাথীরা গেছে ফিরিয়া ঘরে।

তপন-কিরণ গেছে আঁধারে নিভে
আর কত দুখ বঁধু আমারে দিবে ?
চাঁদের কিরণ-রেখা
যেন তব লিপি লেখা—
আজিকে আসিয়া তুমি আমারে নিবে,
তপন নিভিয়া গেছে যাক্ সে নিভে।

নীরব নিশীথে বঁধু তোমারি লাগি
সারাটী রজনী আমি র'ব কি জাগি ?
যখনি পাতাটী নড়ে—
আবেগে হৃদয় ভরে
তোমারি চরণ-ধ্বনি শ্রবণ লাগি
সারাটী রজনী বঁধু র'ব কি জাগি ?

স্তোক

সখি—এখনও উজ্জল রবি গগন পরে—
এখনও আসেনি শ্যাম তোমার তরে—
চাঁচর-চিকুর-রাশি
বিনাইয়া হাসি হাসি
পরাব চিকণ-টিপ চিবুক-পরে
অলকা তিলকা রচি সোহাগ ভরে।

সখি,—সাঁঝের সোনালি আলো পড়িলে মুখে
পুলকে শিহরি নীপ ফুটিবে সুখে
বাজিয়া উঠিলে বাঁশী
ঢালিবে সুধার রাশি—
ঘন তমালের শাখে সারিকা-শুকে
মিলনের দুরু দুরু লাগিবে বুকে।

সখি,—তখন যমুনা-জলে গাগরি ভরি
বিজনে বনের ফুল চয়ন করি
মিটাবি মনের সাধ
রূপ যদি সাধে বাধ—
সুনীল আঁচলে রূপ রাখি আবরি
পূজিবি পরাণ-বঁধু পরাণ ভরি।

পূর্ব্বরাগ

সখি,—

বেলি অসকালে ফিরিবার কালে
যমুনায় জল ভরি
নব-ঘন-শ্যাম নয়নাভিরাম
দেখেছিস্ আঁখি ভরি ?
নবীন কিশোর সেই মনচোর
বন-মালা পরি গলে—
লুকায়ে দাঁড়ায় ঘন-বন-ছায়
তোদের দেখিবে ব'লে ?
বিশাখা আঁকিয়া পটেতে লিখিয়া
যখনি দেখালো মোরে—
না জানি কেমন করে প্রাণমন
চোখে আসে জল ভ'রে।
যা দেখি ছবিতে তা' কি পৃথিবীতে
এমন কখনো হয় ?
বিজলী জড়ায়ে জলদ দাঁড়ায়ে
স্বপনেরো স্মিয় !

আমারে ভুলাতে বিশাখার সাথে
লিখিল চিত্র-লেখা
বুঝিব তখন দেখিতে কেমন
হইবে যখন দেখা।
শুনি শুধু হায় মুরলী বাজায়
দেখিনি তাহারে কভু
বারেক দেখিয়া ল'ব না কাড়িয়া
ভয় বাসো বুঝি তবু!
মুরলীর গানে যেন কানে কানে
কত না করুণ স্বরে—
শ্রবণে পশিয়া কি যেন কহিয়া
মিলায় দূরান্তরে।
গোধূলি-বেলায় নীপ-তরু-ছায়
সে যদি দাঁড়ায় নিতি
আসিতে যাইতে আঁখির চকিতে
দেখিয়া লইব রীতি।
কেমন বাঁশরী বাজে আহা মরি
হবে কি তেমন রূপ—
তোমার নয়ন ভুলাল যখন
বুঝি সে রসের কূপ!

স্বপ্ন-বিলাস

সখি, স্বপনে পাইনু নীলমণি খানি
নয়ন-ভুলান-শোভা
আপনি আসিয়া হৃদয়ে লাগিল
অপরূপ মনোলোভা।
মোর কনক-অঙ্গে পরশি রঙ্গে
বরষি কিরণ-রাশি
যেন উজ্জ্বল-নীল- -কান্ত হাসিল
ভুবন-ভোলান-হাসি।
সে নীল-রতন ভরিল নয়ন
ভরিল পরাণ তা'য়
দেখিতে দেখিতে ফুটিল বচন
বলে "আমি শ্যামরায়"!
লাজের মরণে মরিনু তখনি
বদনে বসন ঝাঁপি
চোখের সরম মরমে লাগিল
চমকি উঠিনু কাঁপি।
চকিতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিনু
একাকী পড়িয়া শেজে
দরশ-পরশ- হরষে তনুয়া
তখনো কাঁপিতেছে যে।

———

দূরে-দর্শন

সই

ওই বুঝি সেই চোর
নীল-নবঘন-গঞ্জি বরণ
কি-জানি কি-ভাবে ভোর।

সই — যদি সে নিপট নিঠুর কপট
সহজে ভুলায় ললনা—
দূরে দূরে থাকি অনিমিখ-আঁখি
দেখিতে কি দোষ বল না ?

আমি — দূরে দেখে যাব সেই মোর ভাল
যমুনার পথে সন্ধ্যা সকাল
যামিনী জাগিয়া একেলা করিব
নিভৃতে ধেয়ান ধারণা—
হবে না সহিতে সরম-শাসন
দারুণ ননদী গুরু দুরজন
সে হেন বঁধুর নিঠুর মধুর
প্রেমের নিগূঢ় যাতনা।

———

ভৎ´সনা

সই—　বৃথা পর-বোধসি মোয়
যো ধনি ও শ্যাম তনু নয়নে হেরিয়াছে
কা—নু কা—নু করি অনুখন রো'য়।
ওই নীপ-তরু-তলে কত অভিমা—নিনী
কষিত-কনক-রূপ অচপলদা—মিনী
নী—ল রতন খানি পরিল গলায়
মন টানে বঁধু আগে
কুলশীল পিছে লাগে
অবলার প্রাণ রাখা দায়।
হা হত ভা—গিনী হইবি কলঙ্কিনী
হতাশে দীরঘ শ্বাসে নিতি যাবে যা—মিনী
মরিবি কালিয়া অনুরাগে—
কো—ন গোঙা—রিণী তোমারে মজা—য়ল
যতনে ছবিটী লেখি তোমারে দেখা—য়ল
মো—হন শ্যাম-নাম শ্রবণে শুনা—য়ল
হৃদয়ে লাগিল হেন দাগে!

তুঁহু সে সরল মতি মুগুধা হরিণী-সম
মজিলি ব্যাধের বাঁশরীতে
আপন গলার ফাঁসি নিজ হাতে পহিরিলি
এখন বাঁচিবি কোন রীতে ?
সে নীল-মণিটী সই কাল-ফণি-শিরে থাকে
লইতে কী বাহু পসারয়
সুতীখন আশীবিষে দংশিলে—মরিবি,-সে—
—বুঝে কর বিহিত যা হয়।
দেখ আগে আঁখি ভ'রে—
ভাবিয়া দেখিও পরে
বিচার আচার কোথা যায়
ঐ গো নয়ন হানে
প্রাণ মোর নাহি মানে
তোর তরে মোর হ'ল দায়।

দর্শন

সই— রস-সাগর নাগর কান
সুনীল-সরসী-জলে যুগল-সরোজ-সম
ঢল ঢল দুইটী নয়ান ;—
মণিময়-কুণ্ডল কেয়ূর অঙ্গদ
সুললিত সুবলিত অঙ্গে—
পীত-বসন-ধর স্নুবর্ণ নূপুর
বাজে রিণিকি ঝিনি রঙ্গে,
কর-চরণের তলে অলক্ত-গঞ্জন
লোহিত-উৎপল-শোভা
চিবুকে অধর-পরে অমিয়া-নিঝর ঝরে
হাস্য রমণী-মন-লোভা।
যখন নয়ন হানে সরম ভরম মানে
মনোভব ঠাঁই পরাভব
ছার প্রাণে কিবা কাজ মিছে ভাবি কুল-লাজ
না থাকে না হয় যাবে সব।

———

অনুরাগ

সই—

মরমে দারুণ জ্বালা
তাহারি লাগিয়া ঝুরিছে নয়ান
পরাণে হুতাশ ঢালা।
কিবা নব নটবর প্রেমে গর গর
বরণ চিকণ কালা
বয়সে কিশোর সে যেন গো মোর
মরমের ছাঁচে ঢালা।

সখি,— হিয়ার ভিতর জ্বলিছে আগুন
যেন হোম-শিখা-সম
দেহ-মন-প্রাণ-যৌবন-দান
করিব আহুতি মম

আমি—আহুতি দিব—
"গোপী-জন-বল্লভায় স্বাহা"-বলে আহুতি দিব
পরাণ-বঁধুয়া কামনা করিয়া পুড়িয়া ভসম হব।
আমি আগামী জনমে মানুষ না হব—
হব কদম্ব মালা
সখি শ্যাম-নবঘনে বিজলীর মত—ফুটিয়া হইব আলা।।

কুণ্ঠিতা

সখি,—

আজিকে প্রেমের পূজা সমাপন করিয়া উঠি
ভাবি মনে মনে কি জানি কি যেন হ'ল বা ত্রুটি,
ঘন-চুম্বন-বন-মাঝে আঁখি দৃষ্টি হারায়
নিবিড় বাহুর বন্ধন-মাঝে বন্দী কারায়—
পারি নাই দিতে কিছু তা'রে মিছে ক'রেছি প্রয়াস
এ জীবন ছার যদি সখি তা'র মেটেনি পিয়াস
কি হবে অসার যৌবন-ভার কেন বা বহি
বিফল প্রেমের আরতি রাধার জীবন দহি
তা'রি পূজা লাগি তাহারে যে মাগি মিলন-নিশায়
কত যুগ জাগি কত জনমের দারুণ তৃষায়!

———

সখী-সংবাদ

নিশা জাগরণে লালিম আঁখি
কিংশুক-কলি ফুটিল নাকি !
চোখের কাজল চিবুকে লোটে
তাম্বুল-রাগ শুকাল ঠোঁটে ;
অধরে নিঠুর দশন-চাপে
অশ্রু উথলি নয়ন ঝাঁপে
কপোলের টিপ কপালে মাখি
কোথায় পরাণ আসিলে রাখি ?
মরণের যেন পাংশু ছায়া
মলিন করেছে সোনার কায়া
না জানি কণ্ঠ কাঁপে কি লাগি
কেন হেন দশা রজনী জাগি ?
কবরী-মুক্ত চাঁচর-কেশে
কেন হেন আলুলায়িত বেশে ?
অলকা তিলকা কে দিল মুছি
শুধালে কেন না বল না বুঝি ?
আঁখি নত করি ধরণী লেখি
কর-রুহ ক্ষীণ হইল দেখি ।

কেহ তো তোমারে বলেনি কিছু
কেন মুখ খানি করিলে নীচু ?
এসেছিল বুঝি গোঙার শ্যাম
ফেলে চলে গেছে সফল কাম
তাই কি সজনি বাজিল বুকে ?
মুখ তোলো সখি মরি যে দুখে,—
গাগরি ভরিয়া এনেছি বারি
আলু-থালু-বেশ দেখিতে নারি
নলিনী-নয়নে কাজল কালো
টানিয়া লিখিলে সাজিবে ভালো
চূর্ণ-অলকে ভুলিবে শ্যাম
তবে তো ললিতা আমার নাম !

আক্ষেপানুরাগ

আমি— আপনি আসিনু ভেটিতে তোরে
পলালি চপল ফেলিয়া মোরে
হৃদয়ে বাজিল বিষম ব্যথা
চোরার নিকটে ধরম-কথা !
তরল-নয়নে,—ভুরুর নাচনি
ভুলিয়া দেখিনু নয়ন ভরি
হা—হা—করিয়া জনম গোঙানু
মরমে মরমে কাঁদিয়া মরি।
হাতে চাঁদ পাই দুহাত বাড়াই
অনা'সে মরমে মারিলি ছুরি
কুখনে দেখিনু দেখিয়া মজিনু
পরাণে পরিনু পিরীতি ডুরি।
নিলাজ নিদয় কুলিশ-হৃদয়
কি সুখ বধিয়া অবলা নারী
বিরহ দহনে শুধুই দহিলি
পিয়াসে না দিলি বিন্দু বারি !

সঞ্জীবনী

বঁধুয়ার লাগি
সকল তেয়াগি
পথ-পানে শুধু চাহিয়া রই
হায় রে নিঠুর !
বিরহ-বিধুর
কেমনে সারাটী জীবন বই।
ওই তরু-তলে
বঁধুয়ার গলে
কত ফুল-মালা ক'রেছি দান—
ওই নদী-জলে
ঘট-ভরা-ছলে
ভরিয়া লয়েছি তৃষিত প্রাণ।
নিশীথ আঁধারে
চলি অভিসারে
কত কাঁটা সখি ফুটেছে পা'য়
বঁধুরে হেরিয়া
সব পাসরিয়া
কুসুম-পরশ মিলেছে তা'য়।

এবে   কুসুম পরশে
কুলিশ বরষে
অমৃত আজিকে গরল-ময়,
সদা তুষানলে
দহি পলে পলে
মরণ-অভাবে জীবন র'য়।
মরণ যাতনা
সহিব কত না
তবুও কেন লো মরি না সই
বুঝি   বঁধুয়ার নাম
মৃতে দেয় প্রাণ
মরিয়া তবুও বাঁচিয়া রই।

কথা-কৌতুক

"রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং সংরুহ্য নাবং মম
বাতো বারিদসংভ্রমাদ্‌যদি বহেন্মগ্না ভবেন্নৌরিয়ং
শুক্লং তদ্বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ তবেদং বপুঃ
শ্যামং নব-নীল-নীরদ-তনুং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাম্‌।"

"নীল সাড়ী পরি নায়ে ভর করি
সুখে বসিয়াছ রাধে
মেঘ ভ্রম বাসি বায়ু বহে আসি
তাই মনে ভয় বাধে—
পাছে ডুবে তরী, যদি কৃপা করি
কর মোর লাগি ক্লেশ—
শুক্ল বসনে পরহ যতনে
মানাইবে সখি বেশ।
ওরূপ রতন অপরূপ ধন
অমন চাঁচর কেশ
অমন কষিত— —কনক-কান্তি
কমিবে না লব-লেশ।"

"তাই হবে সখা— কিন্তু বরখা—
—নব-নীল-জলধর—
—বরণ তোমার ভাবিয়াছি তার
উপায় স্বতন্তর ;
এই ঘটভরা ক্ষীর ঘন করা
বলাকা-ধবল-দধি
তাই শিরে ঢালি ওগো বনমালী
অনুমতি পাই যদি" !

* * * *

শ্যামোদয়ে

"শ্যামীকরোতি ভুবনং বপুষা দিগন্তান্
পূর্ণেন্দুমণ্ডলময়ীকুরুতে মুখেন
বাচা সুধারসভৃতো বিদধাতি কর্ণান্
দৃষ্ট্যা নভোঽম্বুজময়ীকুরুতে কিমেতৎ ?"

রবির বরণ শ্যাম হ'ল বুঝি
নাহিয়া সাগর-জলে
শ্যাম বন্যার আলোক-প্লাবন
লাগিল কি ধরাতলে ?
রবির আলোক মাখিয়া শশী কি
উঠিল গগন ভরি
জ্যোছনা শীতল এত কি উজ্জ্বল
নয়ন বিহ্বল করি ?
নীল নভতলে সরসীর জল
বিধাতা কি ভ্রম করি
নীল ঢল ঢল শতদল-দল
ফুটাল গগন ভরি ?
বৃন্দাবনে কি নন্দন-বন
ভ্রম করি দিশা-হারা
সুধাকর আজি রিক্ত হ'ল কি
ঢালিয়া সুধার ধারা ?

ওই দিক হ'তে এই দিক সখি
দিকে দিকে ভরা হাসি
হাসির হর্ষে ফুটিল কুসুম
ফুটিল কলিকা-রাশি।
শ্রবণের মোহে পরাণ মজিল
হৃদয় ডুবিল গানে
অস্ফুট ভাষা করে যাওয়া আসা
বাঁশরী-ব্যাকুল-প্রাণে।
এমন কখনো না দেখি না শুনি
যেন কুহকের বাজি—
সখি, দেখি আঁখি ভরি আ'-মরি মরি
শ্যাম-চাঁদ এল সাজি!
হাসিতে বাঁশীতে কামনা-রাশিতে
কালিয়া-মোহন-ফাঁদে—
হিয়ার ভিতরে অথির পরাণ
আকুল হইয়া কাঁদে।



বিরহে

সখিরে—আমার নয়নের বারি
ঝ'রে পড়ে যদি শত ধার
মুছায়োনা মিছে বারে বার—
চক্ষের জল বক্ষের পরে
যদি অবিরাম পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
হয়তো নিভিবে বুকের আগুন
মরমের জ্বালা রাধিকার
মিছে মুছায়ো না আঁখি বারে বার।

নীল বসনের অঞ্চল খানি
নীল-নব-ঘন-আবরণ
ঢেকে দাও মুখে আমরণ—
নব মালতীর কণ্ঠের হার
অঙ্গে অঙ্গে ভূষণের ভার
মুক্ত ক'রে দে চিত্র-কবরী
ব্যর্থ অলক-বিরচন
সখি— খুলে নাও সব আভরণ।

নব-চম্পক-কনক-বরণে
মরণের মসী ঢেলে দাও—
মিছে— করুণ-নয়নে কেন চাও
পথ চেয়ে রব মরণের পারে
স্মরণের সুখে দুখের পাথারে
আর কেন মোর মলিন কুসুম
মিলনের শেষে ফেলে দাও
মুখে মরণের মসী ঢেলে দাও।

নীল কাজলের ক্ষীণ রেখা খানি
টেনে দাও মোর নয়নে
তাহার নীল-নব-ঘন-বরণে—
মিলন-মেলার অবসান-পথে
আসে যদি ফিরে আমার শপথে
বোলোনাকো কিছু তাহারে, আমার—
নিঠুর হৃদয়-রতনে
আমার নীল-নব-ঘন-বরণে।

দুটী ছল-ছল ফুল্ল-কমল
ভ'রে উঠে যদি রোদনে
কখনো, আমার বিরহ-বেদনে—
সজল-জলদ-বরণ-অঙ্গে
নব চম্পক গাঁথিয়া রঙ্গে
মালাখানি দিও কণ্ঠে তাহার
তাহারি রাধার বরণে
নয়ন ভ'রে উঠে যদি রোদনে।

বোলো সখি তার অঙ্গে অঙ্গে
আমার বিহ্বল পরশন
তা'র নয়নে আমারি দরশন—
র'য়েছে মাখান মিশান মগ্ন
তাহারি আসার আশার স্বপ্ন
মরণ-শয়নে দিয়েছিল মোরে
মিলনের মধু-পরশন
স্মরণের সুখে মরণের মুখে
ক'রেছিল সুধা বরষণ
তা'র বিহ্বল দরশ পরশন।

কা'ল

কা'ল শুধু কা'ল শুধু কা'ল
আজি মোর ব্যর্থ যায় দিন
এ যৌবন দেহের জঞ্জাল
এ জীবন অনন্তে বিলীন !—

আজিকার দিন চ'লে গেলে—
মিলাইলে আঁধার রজনী
রজনীর অন্ধকার ঠেলে
তুমি কিগো উদিবে অমনি !

কাল যায় "কা'ল" নাহি আসে !
ফিরে আসে পরিচিত "আজি"—
আজিকার দীর্ঘ অবকাশে—
মিলনের দুরাশায় সাজি ।

যে-সুরভি ফুল্ল মালা খানি
গাঁথিলাম হাসি-ভরা-ফুলে
জানি আমি জানি আমি জানি—
ছিন্ন মালা লুটাইবে ধূলে !

কোথা কা'ল হে অনন্ত কাল !
অ-সকালে উদয়-আকাশে
আজিকার মূর্ত্তি চিরকাল
নিলাজ নয়ন মেলি হাসে !

সে কালের কত কাল বাকী
যা'র লাগি গাঁথিলাম মালা—
যা'র লাগি বাঁধি রাঙা রাখী
বক্ষে লাগে জাগরণ-জ্বালা।

আসিবে কি দেবতা আমার
হে আমার আকাশের ফুল—
নাহি হেরি অদৃষ্টের পার
নাহি পার নাহি বুঝি কূল।



সাধনা

সাম্‌নে চলো এগিয়ে-চলা-পায়ের দাগে দাগে,
ডাইনে বাঁয়ে চাইলে পায়ে হোঁচট খাবে আগে।
অন্তরে যে আত্মারামের ছোট্টো-খাটো-বাসা
সেথায় করো আনা-গোনা হেথায় নাহি আশা।
আজ ফুরা'লে কা'ল কি হ'বে কোথায় বল যা'বে
মাটীর দেহ হবেই মাটী কাহার পানে চা'বে ?
চ'ল্‌বি সোজা ব'ল্‌বি খাঁটি ক'র্‌বি পরিপাটি—
হাটের বোঝা বিকিয়ে যাবে নইলে সবই মাটি।
বীরের মত দাঁড়িয়ে খাড়া বজ্র-সম করে—
শিকল ভাঙো বাঁধন কাটো বলির খাঁড়া ধ'রে।
কাট্‌লে বাঁধন সিদ্ধ সাধন অম্‌নি পাবি ছুটি
ছুট্টে গিয়ে ধ'রবি 'বুড়ি' চির-কালের খুঁটি।
রাগ নহে রে অনুরাগের পদ্ম-ফোটা-জলে
ডুব দিয়ে তা'য় অমর হ'বি মৃত্যু-কুতূহলে।
রূপের রসে রসের কূপে নামের মদিরাতে
মত্ত হ'বি জীবন্মৃত প্রেমের অমরাতে—
দেখ্‌বি যেথা প'ড়বে নয়ন সেথাই ঝরে হাসি,
নইলে ব্রজের বংশীবদন মিথ্যা বাজায় বাঁশী !

সাধনাষ্টক

কর্ম্ম জ্ঞানং ক্রিয়া সত্যং ভক্তি স্তন্নাম এব চ
বিকাশঃ শরণাপত্তিরিতি সাধ্যং সতাং সদা

কর্ম্ম—	অফলাকাঙ্ক্ষয়োদযুক্ত্যা কর্ম্ম কর্ত্তব্যসাধনং
জ্ঞান—	দেহেঽহংমতিমুৎসৃজ্য জ্ঞানমাত্মাবধারণম্
ক্রিয়া—	ক্রিয়াতু বিবিধৈর্যোগৈঃ স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ
সত্য—	সত্যঞ্চ মনসা বাচা কায়েন সৎসমাশ্রয়ঃ।
নাম—	নামৈব শব্দবর্ণাভ্যাং ভগবৎ-পরিচিন্তনম্
ভক্তি—	ভক্তিস্তু ভগবৎ-প্রীতির্যয়া সর্ব্বং সুধাময়ং।
বিকাশ—	সর্ব্বতঃ স্ফূরণং তস্য বিকাশো বুধসম্মতঃ
শরণাপত্তি—	তদেকমেব শরণং শরণাপত্তিরীরিতা।

গ্রন্থকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতা সম্বন্ধে

—অভিমত—

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঃ—

"আপনার প্রেরিত কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়াছেন।"

মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ—

"পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি; অশেষ ধন্যবাদ যে পুস্তকখানি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস ঃ—

"আমি যে কত আনন্দ লাভ ক'রেছি তা' আর কি বল্‌ব, * * * আপনি যে একজন প্রতিভাবান লেখক তা'তে আমার আর কোন সন্দেহ নাই, * * * বাংলাভাষা আপনার কাছ থেকে যথেষ্ট দান পেয়ে পরিবর্দ্ধিত হ'বে—এই আশা করি।

শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌-এ, ডি,-এল ঃ—

" * * "কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তারই মাঝখানে একবার চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে শেষ না ক'রে ছাড়্‌তে পার্‌লাম না —পড়ে রইলো কাজ। আপনার প্রত্যেকটি কবিতা এক একটি হীরার টুক্‌রা। যেমন দরদ দিয়ে লেখা তেমনি সঙ্গীতময়ী ভাষার স্বচ্ছ সৌষ্ঠবে গরীয়ান। * * *

আপনার সাধনা সার্থক হোক। দেশের ঘরে ঘরে যদি পড়ে সবাই আপনার কবিতা, প্রাণের ভিতর রাখে তা'কে, তবে প্রাণ তৃপ্ত হ'বে—দেশ মুক্তি পাবে জন্ম জন্মান্তরের অভিশাপ থেকে। কি ব'লে আপনাকে অভিনন্দন ক'রবো জানিনা।"

গ্রন্থকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতা সম্বন্ধে

—অভিমত—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর গোস্বামী কাব্যতীর্থ :—

"নেত্রে মে পরিচুম্ব্য মোদমদিরামাকণ্ঠমাপায়য়ৎ
বক্ষঃপীড়নমূর্চ্ছিতা নিজমপি ব্যস্মারয়ৎ সা চিরম্।
কেয়ং তে প্রিয়, লেখনী মণিখনির্মুক্তাঝরাশুক্তিকা
স্বর্বঙ্গে-ঙ্গলভারতী-সমরতিঃ সাহিত্যচিন্তামণিঃ ?
সৌভাগ্যাত্তব পাণিপঙ্কজমিয়ং ভৃঙ্গীব যৎসঙ্গতা
তস্মাত্ত্বং স্বয়মাগতাং স্বমধুনা তাং পালয় প্রেয়সীম্।

কবিবর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক :—

"পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি হৃদয়ের তেজ ও দরদের অপূর্ব্ব সমাবেশে মধুর হইয়াছে। বইখানি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।"
